রত্নমালা
গ্রন্থরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা-১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৩ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ৭ আষাঢ় – ১৩ আষাঢ়, ১৪২৬ ঃ ২২ জুন – ২৮ জুন, ২০১৯

Kolkata : 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 35, 22 June - 28 June, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কাটমানিখোর দলীয় নেতার পরিবর্তে বেকার বখাটেদের

(বিগড়ে যাওয়া ছেলেপুলে) দলে চাইছেন কোনঠাসা মমতা। তাঁর কথায় আবর্জনা বেরিয়ে যাক। দলের প্রকৃত শুদ্ধিকরণ হোক। যদিও তৃণমূলনেত্রীর এই বক্তব্যের সারমর্ম নিয়ে উঠছে নানা অভিযোগ।

রবিবার: মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ ডাক্তারদের ডাকে সাড়া না দিয়ে

অনড় থাকলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রীকে তাদের কাছে আসতে হবে। ফলে সঙ্কট আরও কয়েকদিন দীর্ঘস্থায়ী হল।

সোমবার: পাকিস্তানকে বিশ্বকাপের আসরে এই নিয়ে টানা

৭ বার হারাল ভারত। ম্যাঞ্চেস্টারে যে বীর বিক্রমে ব্যাটিং করলেন শিখর, বিরাট, ধোনিরা তাতে দেওয়াল লিখন স্পষ্ট ছিল। তবে এত ভালো খবরের মধ্যে কাঁটা হয়ে উঠল শিখর ধাওয়ানের চোট।

মঙ্গলবার: মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর অবশেষে কাজে

যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। এনআরএস সহ রাজ্যের অধিকাংশ মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তাররা বৈঠকে শামিল হয়েছিলেন। যদিও সাতদিন পর্যন্ত কেন আন্দোলন টানতে দেওয়া হল তাই নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছে রাজ্য সরকারের দিকে।

বুধবার: অভিনবভাবে নজরুল

মঞ্চের বৈঠক মঞ্চ থেকে নিজের দলের কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধেই কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অবিলম্বে এই টাকা ফেরানোর নির্দেশও দিলেন। যদিও একে আই-ওয়াশ বলে অভিহিত করছে বিরোধীরা।

বৃহস্পতিবার: এক দেশ –এক ভোট ইস্যুতে ডাকা কেন্দ্রীয় সরকারের বৈঠকে যোগ দিল না

দেশের প্রায় অর্ধেক দল। শামিল হল না কংগ্রেস, তৃণমূল, এসপি, বিএসপিরাও। যদিও প্রধানমন্ত্রীর দাবি উপস্থিত দলগুলি সরকারের এই প্রস্তাবকে মান্যতা দিতে রাজি।

শুক্রবার: ভোট পরবর্তী সংঘর্ষে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল রাজ্য। এবার

কাঁকিনাড়ায় মৃত্যু হল দুই ফুচকা বিক্রেতার। আহত আরও বেশ কয়েকজন। এক্ষেত্রে পুলিশের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ এনেছে বিজেপি।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

বাঙালির আত্মদর্শন

আমি সব জানি : মমতা

ওঁকার মিত্র : বাংলার শাসক দলের সর্বোচ্চ নেত্রী বলছেন তাঁর নেতা-কর্মী এমনকি জনপ্রতিনিধিরা তোলাবাজ জবরদখলকারী। বাঙালির এমন আত্মদর্শন আগে কখনও হয়েছে বলে জানা নেই। এর আগেও সিন্ডিকেট, বালি খাদান, কয়লা খাদান নিয়ে নেত্রী হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। কিন্তু কখনও কাটমানির অর্থ ফেরত দেওয়া বা দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন নি। শুধু কি তাই! প্রমোটিং-এর সঙ্গে যুক্ত কাউন্সিলারদের জনসমক্ষে উলঙ্গ করে দিয়েছেন। কলকাতার এক মুক্তমঞ্চে দলনেত্রীর সেদিনের আত্মবিলাপ সাধারণ মানুষের না বলা অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে এতটুকুও অসুবিধা হয়নি। বেমানান ঠেকেছে যেটা তা হল দলনেত্রীর মুখনিঃসৃত স্বীকারোক্তি 'আমি সব জানি'। গণতন্ত্রের গুঁতোয় শাসকের এই আত্মবিশ্লেষণে বাঙালির সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে। এতদিন তারা তোলাবাজ-দুর্নীতিবাজদের চিনত। এখন সেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিনল যিনি সব জেনে শুনেও দলীয় নেতাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে এতদিন চুপ করে থেকেছেন। কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি।

বিরোধীরা নানাভাবে এই স্বীকারোক্তির কটাক্ষ করলেও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা কিন্তু একে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করছেন। তাঁদের মতে দলত্যাগের স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে তৃণমূল নেত্রী কলঙ্কের কালিতে রাঙিয়ে দিয়েছেন নেতা-কর্মীদের। এরপরেও যদি কেউ দল ছেড়ে চলে যায় তাহলে তাকে আবর্জনা বলে চিহ্নিত করতে কোনও বাধা থাকবে না। আর বদনামের ভয়ে যারা দলে থেকে যাবেন তাদের বশে রাখতেও কোনও বেগ পেতে হবে না। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের দাবি, এর ফলে নতুন সংকট তৈরি হতে পারে শাসকদলে। দলভক্ত সাচ্চা তৃণমূলীদের সঙ্গে দুর্নীতিগ্রস্ত তোলাবাজ কর্মীদের মধ্যে আর এক নতুন বিভেদ তৈরি হবে। যার অভিঘাত সইতে হবে দলকে। ইতিমধ্যেই ধরপাকড় ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে তারই ইঙ্গিত মিলতে শুরু করেছে।

'আমি সব জানি'

- গরিবদের জন্য বাংলার বাড়ি প্রকল্পের টাকা থেকে ২৫% কমিশন নিচ্ছে দলের লোকেরা।
- সমব্যাথী প্রকল্পে দু হাজার টাকার মধ্যেও ২০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে।
- মানুষের জন্য বরাদ্দ প্রকল্প থেকে তোলা নেওয়া অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।
- কাউন্সিলররা নিজের এলাকায় কাজ না করে এখন অনেকেই বাড়ি আর প্রোমোটিং-এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখছেন।
- তৃণমূল কর্মীদের অনেকেই সরকারকে ফাঁকি দিয়ে সরকারি সম্পত্তিকে নিজের পরিবারের নামে করে নিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর এই স্বীকারোক্তির পরে সাধারণ রাজ্যবাসীর অবস্থা সবচেয়ে করুণ। সন্ত্রাসে-সংঘর্ষে-জাতপাতের দ্বন্দ্বে তাদের সম্মান তো আগেই ধুলোয় মিশেছে। এখন বিশ্বাসের পরিসরটাও ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। এবার মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, চোরদের আমি দলে রাখব না। স্বাভাবিকভাবে সারদা সহ চিট ফান্ডের প্রতারিতরা দাবি তুলতে শুরু করেছে মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে নেতা-মন্ত্রী যারা চিটফান্ডে রাখা সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ আত্মসাৎ করেছেন তারা সে সব টাকা ফেরত দিক। তাদের আরও দাবি, পরীক্ষিত সত্য নারদ ভিডিওয় যাদের টাকা নিতে দেখা গিয়েছে তারাই বা চুপ করে বসে আছেন কেন? মুখ্যমন্ত্রীর আশেপাশেই তো দলের এইসব কাটমানি খাওয়া নেতাদের দেখা যায়। তিনি পুলিশ ডেকে এদের ধরিয়ে দিচ্ছেন না কেন? উপর থেকেই না হয় শুরু হোক টাকা ফেরত দেওয়া এবং ব্যবস্থা গ্রহণের অভিযান। তা না হলে এমন স্বীকারোক্তির পরেও দলনেত্রীর বিশ্বাস যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য।

ভিতরটা নিরপেক্ষ হোক

শক্তি ধর : বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যেদিন মুক্ত মঞ্চে দলের নেতা-মন্ত্রীদের শুদ্ধিকরণের দাওয়াই দিচ্ছেন সেদিনই দক্ষিণ কলকাতার আর এক প্রেক্ষাগৃহে একত্রিত হয়েছিলেন বাংলার কিছু বুদ্ধিজীবী। যাদের অনেকেই পরিবর্তনের মুখ হিসাবে ২০১১-র আগে নন্দীগ্রামের ঘটনার প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন। এবার তারা এক হয়েছিলেন রাজ্যে ঘটে চলা ভোট পরবর্তী রাজনৈতিক হিংসার প্রতিবাদে। যদিও হানাহানি ও সাম্প্রদায়িক হিংসার বিরুদ্ধে আহুত নাগরিক সভা শেষ পর্যন্ত আত্মসমীক্ষায় ভরে উঠল। এই সংকটে বাঙালিকে পথ দেখানো দূরে থাক নিজেরাই নিজেদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন। নাট্যকার ও অভিনেতা কৌশিক সেন বলেন বাইরে প্রতিবাদে নামার আগে নিজেদের ভিতরটাকে সাফ করে নিরপেক্ষ হতে হবে। তাঁর আক্ষেপ ২০১১-র পর বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই নিরপেক্ষ থাকতে পারেন নি। ফলে বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত সাধারণের প্রতিনিধিরা মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন। অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী আক্ষেপ করে বলেন যে কোনও দলের ধামা ধরার প্রবণতা বিপজ্জনক।

আত্মবিলাপ

- ভিতরটা সাফ করে নিরপেক্ষ হতে হবে।
- কোনও দলের ধামা ধরা বিপজ্জনক।
- পঞ্চায়েত নির্বাচনে হিংসার পর পথে নামা হয়নি।
- পদ ও ক্ষমতার লোভ ছাড়তে হবে।

বুদ্ধিজীবীরা সুবিধাবাদী। নিজেদের মতো ইস্যু বেছে নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হন। এই অভিযোগ কার্যত মেনে নিয়ে বিশিষ্ট নাট্যকার বিভাস চক্রবর্তী স্বীকার করে নেন পঞ্চায়েত ভোটে হিংসার পর প্রতিবাদে সরব না হওয়ার কথা। নবনীতা দেবসেন, অশোক মুখোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তরা যতই বিচলিত হোন, অপর্ণা সেন যুক্তিতে সংলাপে যতই মোকাবিলার কথা বলুন না কেন আত্মসমীক্ষায় আবদ্ধ এই মঞ্চ অশ্বডিম্ব ছাড়া কিছুই প্রসব করতে পারে নি। বাঙালি হতাশ। শাসক তার দুর্নীতির কথা নিজে মুখে স্বীকার করার পর নাগরিক মঞ্চটাও খণ্ডিত, বিভক্ত, বিভ্রান্ত। সেখানেও পা রাখার মতো পরিসর নেই।

সমাজবিদদের মতে বাংলার বুদ্ধিজীবীরা চিরকালই কোনও না কোন দলীয় ভাবধারায় বিশ্বাসী। জাতপাতের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতার পোশাক পরে এরা মঞ্চ কাঁপিয়ে দিতে পারেন কিন্তু তসলিমাকে যখন শহর থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হয় তখন পথে নামতে পারেন না। এরা সমাজের জটিল সমস্যাকে সরল করে দেখেন। আবার খুব সহজ একটি ঘটনাকে জটিল করে তোলেন নিজেদের বুদ্ধিমত্তায়। এরা সাধারণ মানুষের দুর্দশার পাশে ছুটে যেতে দ্বিধা বোধ করেন। আবার ক্ষমতাশীল আহ্বানে সাড়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল এরা বিভক্ত। পদ, ক্ষমতার লোভ থেকে অনেকেই নিজেদের মুক্ত রাখতে পারেন না। ফলে ইচ্ছা থাকলেও এরা সমাজের দর্পণ হয়ে ওঠেন না।

সাধারণ মানুষের দাবি রাজনৈতিক ইস্যু ছেড়ে সামাজিক অবক্ষয়ের মূল কারণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান বুদ্ধিজীবীরা। বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে চরম নৈরাজ্য চলছে, শিক্ষাক্রম থেকে যেভাবে নৈতিকতা বিসর্জিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন। বিপথগামী বাঙালির কাজ নেই, পেটে ভাত নেই। পাশে দাঁড়ান বুদ্ধিজীবীরা। সামাজিক আন্দোলনের বীজ বপন করুন সাধারণ মানুষের মধ্যে। এক অধ্যাপক বললেন, বাংলার বুদ্ধিজীবীদের পাথেয় হোক চৈতন্যদেব। যিনি জাতপাতের হানাহানির প্রতিবাদ না করে কৃষ্ণনামের বীজ বপন করেছিলেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে। শান্তি এমনিই এসেছিল। রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক হানাহানির প্রতিবাদের ভূত মাথা থেকে সরিয়ে সামাজিক আন্দোলনে সামিল হোন, জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করুন বুদ্ধিজীবীরা। সমাজ এমনিই শান্ত সুন্দর হবে।

'কাটমানির টাকা ফেরৎ দিন'

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বেকায়দায় নেতারা

কুনাল মালিক : এত উন্নয়নের পরও রাজ্যে বিজেপির উত্থান যে ঠেকানো যায়নি, তা আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। দলের এই বেহাল অবস্থা কেন, তা নিয়ে এখন নানা গবেষণা চলছে। দলকে চাঙ্গা করার জন্য প্রশান্ত কিশোরকে আনা হয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী অনুভব করেছেন অন্তর থেকে যে দলের এক শ্রেণির জনপ্রতিনিধি ও নেতা নেত্রীদের বেলাগাম দুর্নীতি , স্বজনপোষন, সরকারী কাজে কমিশন ও কাটমানি খেতে খেতে দলটাকেই খাদের কিনারে পৌঁছে দিয়েছেন। দলকে শুদ্ধিকরণ করতে তৃণমূল সুপ্রিমো কোমর বেঁধে নেমেছেন। গত মঙ্গলবার নজরুল মঞ্চে দলীয় কাউন্সিলরদের সভায় বলেন, কাটমানি-কমিশনের অর্থ ফিরিয়ে দিন। এই নির্দেশের ফলে রাজ্য জুড়ে বেকায়দায় পড়েছে শাসক দলের জনপ্রতিনিধি এবং নেতানেত্রীরা।

গত ১০ জুন মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরই চালু হয় গ্রিভান্স সেল। কাটমানি ও কমিশন খাওয়া রুখতে এবং সঠিকভাবে সরকারী কাজের পরিষেবা দেওয়ার জন্য এই সেল তৈরি হয়। এই সেলের দায়িত্ব পেয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী। বিভিন্ন সোসাল মিডিয়ায় একটি তথ্য সম্প্রচারিত হচ্ছে এই ভাষায়- আপনার এলাকায় কোনও পৌর প্রতিনিধি, জিপি সদস্য, ব্লক সদস্য, জেলা পরিষদ সদস্য, লোকাল নেতা, প্রধান

কাটাছেঁড়া

সভাপতি যদি এলাকার কোনও রকম কমিশন বা কাটমানি খেয়ে কোনও কাজ করে দিয়ে থাকেন এই রকম আপনার কাছে খবর থাকলে টোল ফ্রি নম্বর (১৮০০ ৩৪৫ ৮২৪৪), ই-মেল (wbcmro@gmail.com) এবং এসএমএস (৯০৭৩৩০০৫২৪) জানান। আপনার পরিচয় গোপন থাকবে। নজরদারী চালানোর দায়িত্ব থাকবে নিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী ও তাঁর টিমের উপর। সূত্র নবান্ন।

সূত্রের খবর ইতিমধ্যেই ১৫০০ অভিযোগ এসেছে এই গ্রীভান্স সেলে। বার্ধক্যভাতা, বাংলা আবাস যোজনা, একশ দিনের কাজের প্রকল্প, সরকারী শৌচালয় এমনকি সমব্যথী প্রকল্প নিয়েও অভিযোগ আসছে। ইতিমধ্যে মালদহের রতুয়া থানার অন্তর্গত মহানন্দতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান তথা তৃণমূল নেতা সুকেশ যাদবকে সরকারী প্রকল্পে এক কোটি টাকা কাটমানি খাওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষ কাটমানি ফেরতের দাবিতে জনপ্রতিনিধিদের দফতর-বাড়িতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। প্রসঙ্গত অধিকাংশই শাসক তৃণমূল দলের জনপ্রতিনিধিরাই বিক্ষোভের মুখে পড়ছেন। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রী এমন সময় নির্দেশ দিয়েছেন এখন ঠগ বাছতে গাঁ-ই না উজাড় হয়ে যায়। তার ওপর রাজ্যে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বিজেপি বাড়ছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় তৃণমূলের অনেক রাঘব বোয়ালও শঙ্কায় আছে। শাসক দলের অন্দরে এখন পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখছে। শুদ্ধিকরণের কাজটা মুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকেই যদি গুরুত্ব সহকারে করতেন তাহলে মনে হয় মঙ্গল হতো। এখন শুদ্ধিকরণের কড়া দাওয়াইয়ে দলের অবস্থাই টালমাটাল। তবে এখন দেখার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী কিভাবে এই টলমল পরিস্থিতিকে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করেন।

সরকার পেল স্বস্তি, ডাক্তার পেল নিরাপত্তা, রোগীরা?

হাসপাতালে চালু হোক রোগী ভর্তি কেন্দ্র

প্রতিরুদ্ধ বাউল : ইমারজেন্সির বাইরে কোলাপসিবল গেট, পুলিশ পিকেট, নোডাল অফিসার এবং অভিযোগ কেন্দ্রের দৃশ্যমানতা। টানা সাত দিন পঙ্গু সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় রোগী ও তার পরিবারের যন্ত্রণার পর প্রাপ্তি এই টুকুই। সরকার পেয়েছে স্বস্তি, ডাক্তাররা পেয়েছেন নিরাপত্তা। আর রোগীরা? বিনা পয়সার পরিষেবা চালু হয়েছে সেটাই যথেষ্ট। চাইতে গেলেই তো অশান্তি। বলছিলেন জেলা থেকে

এসে তিনদিন হাসপাতালের বাইরে পড়ে থাকা এক রোগীর পরিবার। মুখ্যমন্ত্রী, আমলা সহযোগে ডাক্তারদের সঙ্গে যে বৈঠক হল তার সরাসরি সম্প্রচার দেখে হাসপাতালেই প্রশ্ন তুললেন, এই বৈঠকে রোগী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিরা নেই কেন? সাধারণ রোগী ও তার পরিবারের দুর্দশার কথা তুলে ধরবে কে? শুনেছি তো এইসব কমিটির মাথায় নেতা মন্ত্রীরা বিরাজ করেন। তারা চুপ কেন? ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষের কথায় সবাই ধামা ধরা। তাই কিছুই বদলায় না। ডাক্তার বাড়ে না, যন্ত্রপাতি চালু হয় না, স্বাস্থ্যকর্মীদের সহানুভূতি জাগে না।

এরপর পাঁচের পাতায়

পার্টি অফিস দখল নিয়ে তরজা তুঙ্গে সাতগাছিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাতগাছিয়া বিধান সভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূলের কার্যালয় 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিয়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা দখল করেছিল। মমতা ব্যানার্জী ও অভিষেকের ছবি এবং তৃণমূলের পতাকা সরিয়ে দিয়ে লাগানো হয়েছিল মোদী-অমিত শাহ ছবি ও পদ্মফুলের পতাকা। পার্টি অফিসের রঙ বদলে হয়েছিল গেরুয়া। স্থানীয় বিজেপি নেতা বাবুলাল দাশগুপ্ত বলেন, পঞ্চায়েত ভোটের আগে তৃণমূলের গুণ্ডাবাহিনী আমাদের পার্টি অফিস রাতের অন্ধকারে দখল করেছিল। আমরা দিনের আলোয় পুর্নদখল করলাম। ঘটনার ২৪ ঘন্টা কাটতে না কাটতেই তৃণমূলও পরের দিন স্থানীয় গ্রামবাসীদের নিয়ে পার্টি অফিস পুনরায় দখল নেয়। বজবজ-২ নম্বর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী বলেন, ওটা আমাদেরই অফিস ছিল। বিজেপি বহিরাগত লোকজন এনে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে দখল করেছিল। গ্রামবাসীরা শাঁখ-ঘন্টা বাজিয়ে আবার পুর্নদখল করেছে। বুচান বাবু বলেন আগামী ২২ জুন ওই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস জনসংযোগ যাত্রা করবে। প্রসঙ্গতঃ পার্টি অফিস দখল এবং পুর্নদখল ঘিরে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা আছে।

বর্ষার আগমনে সাপের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ট সুন্দরবন

সুভাষ চন্দ্র দাশ : বর্ষাকাল আসলেই সাপের উপদ্রব প্রচন্ড হারে বেড়ে চলে। ব্যতিক্রম ২০১৯ সাল।প্রখর গরমেও সাপের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার বিভিন্ন গ্রামে। রবিবার ঘড়িতে তখন রাত প্রায় ১১টা। পরপর চার জন সাপে কামড়ানো রোগী এল ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে।প্রত্যেকেই প্রথমে গুণীন এর কাছে হাজির হয়ে বেগতিক বুঝে একপ্রকার বাধ্য হয়েই চিকিৎসার উপর ভরসা করে হাসপাতালে হাজির হয়। তার আগের দিনও প্রত্যন্ত সন্দেশখালি ব্লক থেকে এক রত্তি শিশু কন্যা কে সাপে কামড়ানোর পর হাসপাতালে আনলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। দীর্ঘ ঘন্টা চারেক গুণীনের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য একরত্তি নিঃষ্পাপ শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে পরে জানা যায়।

সচেতনতা সত্বেও সুন্দরবন এলাকার মানুষ জন ওঝা গুণীনের উপর অগাধ বিশ্বাস করে নিজেদের বিপদ ডেকে আনছেন। গ্রীষ্মকালে কিংবা বর্ষাকালে সাপের যেমন উপদ্রব বেড়ে চলেছে ঠিক তেমন ভাবে সারা বছর ধরে সাপের থেকে বেশি উপদ্রব বেড়েই চলেছে ওঝা গুণীন এর দাপট বেড়েই চলেছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গ্রাম গুলিতে। বর্তমানে সাপের কামড়ে হাসপাতালে চিকিৎসার পর কোনও রোগীর মৃত্যু হয়েছে এমন নজির নেই। পাশাপাশি যতগুলি মৃত্যু হয়েছে সেই মৃত্যুর পিছনে ওঝা কিংবা গুণীনের হাত রয়েছে।

গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকালে সাপের উপদ্রব বেড়েই থাকে। সাপে কামড়ানোর ঘটনায় মৃত্যুর হারও বাড়ছে।একটু সতর্ক হলে এমন মৃত্যু পুরোপুরি ঠেকানো সম্ভব। রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সাপের কামড়ের ঘটনা বেশি ঘটে এবং মৃত্যুর হারও

সব থেকে বেশি।

এই জেলায় জল জঙ্গলে ভরা সুন্দরবন এলাকায় সাপে কামড়ানো ঘটনা বেশি ঘটে। প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং যোগাযোগে অসুবিধার কারণে কুসংস্কারের বেড়াজালে পড়ে এখনে সাপে কামড়ানো রোগীর প্রাণ সংশয় এর সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের দেশে প্রায় ২৫০ প্রজাতির সাপ দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ৫২ প্রজাতির সাপ বিষধর।আবার এই ৫২ প্রজাতির মধ্যে ৪০ টি সামুদ্রিক সাপ।সুন্দরবন সহ রাজ্যে ৬ প্রজাতির বিষধর সাপ দেখতে পাওয়া যায়।এই ছয়টি সাপের মধ্যে ৪ টি সাপের কামড়ে বেশীর ভাগই মানুষের মৃত্যু হয়।

সাপে কামড়ালে কি করবেন

একদমই ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই। সাপ কামড়ালেই ঝাড়-ফুঁক ওঝা-গুণীনের কাছে একদমই যাওয়ারও প্রয়োজন নেই। সোজা নিকটবর্তী সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সাপ কামড়ালে ১০০ শতাংশ বাঁচা সম্ভব। মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি,সাপে কামড়ালে চিকিৎসা ক্ষেত্রে রুল অফ ১০০ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনও প্রজাতির বিষধর সাপ কামড় দিলে ১০০ মিনিটের মধ্যে ১০০ AVS'(অ্যান্টি ভেরাম সিরাম)দিতে পারলেই রোগীর কোনও মৃত্যুর সম্ভবনা থাকে না।সেই ক্ষেত্রে অহেতুক সময় নষ্ট না করে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছানো অত্যন্ত জরুরি এবং প্রাথমিক ভাবে সেটাই হবে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

বিষধর সাপগুলি হল , কালাজ, শঙ্খচূড়, কেউটে, শাঁখামুটি, গোখরো, চন্দ্রবোড়া , এবং গেছোবোড়া।

বিষহীন সাপগুলি হল ,ঘরচিতি,কালনাগিনী, দাঁড়াশ, লাউডগা, তুতুর, লালবালিবোড়া, বেতআছাড়, অজগর, জলঢোঁড়া,মেটেলি, জলমেটেলি।

প্রখর গরমে এবং বর্ষাকালে সাপের উপদ্রব বেড়েই চলেছে,তেমনই বেড়েই চলেছে ওঝা গুণীনদের দাপটও। সাপের উপদ্রব থেকে বাঁচার উপায় থাকলেও ওঝা গুণীনদের হাত থেকে বাঁচতে গেলে আগেই নিজেকে সচেতন করতে হবে । আর তা না হলে,বিষাক্ত সাপের থেকেও ওঝা-গুণীনের তীক্ষ্ণ বিষ জীবন সংশয় ডেকে আনবে । কেউ রদ করতে পারবে না। ফলে ওঝা গুণীন একেবারেই এড়িয়ে চলা প্রয়োজন।

আর সাপের উপদ্রব থেকে বাঁচতে গেলে প্রথমত গৃহস্থের বাড়ির চারপাশের এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সাবধানে কার্বলিক অ্যাসিড ব্যবহার করতে হবে। পাশাপাশি গুঁড়ো চুনের সাথে ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে গৃহস্থের বাড়ির চারপাশে ছড়িয়ে দিতে হবে। সপ্তাহে কমপক্ষে তিন দিন এমন দিলেই ভালো ফল পাওয়া যাবে।তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ বিষাক্ত সাপ সহ অন্যান্য কীটপতঙ্গ গৃহস্থের বাড়ির আশে পাশে আসতে পারবে না। রাতের বেলায় অবশ্যই টর্চ লাইট ব্যবহার করে পথে হাঁটাচলা করা উচি। রাতে ঘুমানোর আগে বিছানা ঝেড়ে পরিষ্কার করেই অবশ্যই মশারি টাঙানো প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, এশিয়া মহাদেশ তথা পৃথিবীর বিখ্যাত তীক্ষ্ণ বিষধর ফণাহীন সাপ হল কালাজ। এই কালাজ সাপ কামড় দিলে ক্ষতস্থান ফোলা,জ্বালা,যন্ত্রণা,ব্যাথা কোনও কিছুই অনুভব করা যায় না। ক্ষতস্থানে কোনওপ্রকার চিহ্ন বা দাগ থাকে না। উপসর্গ হিসাবে পেট ব্যথা,শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা,খিচুঁনী ভাব এবং দুচোখের পাতা পড়ে আসাই কালাজ সাপ কামড়ের একমাত্র উপলক্ষণ। আসুন সচেতন হয়ে ওঝা গুণীনকে পরিত্যাগ করে সাপে কামড়ানো রোগী কে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচানোর জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই।

সাপের চরিত্র পাঁচের পাতায়

বছরের মধ্যবর্তী সময়ে ছক কষা চালাচ্ছে অর্থবাজার

পার্থসারথি গুহ

২০১৯ ও অর্ধেক পথ পার করল। বছরের ৬টা মাস কাটার অনেক আগেই নিফটি ফের ১১ হাজারের দিকে নামছে। তার আগে নমো রিটার্নসে ভর করে অবশ্য ১২ হাজার ঘুরে আসা হয়ে গিয়েছে। নতুন রেকর্ডও কায়েম হয়েছে এর ফলে। যদিও এই জায়গাতেই বেশ বড় চ্যালেঞ্জ বা রেজিস্ট্যান্সের মুখোমুখি হচ্ছে নিফটি মহারাজকে। অনুরূপভাবে সেনসেক্স বাবুও তার কিছু কড়া অনুশাসনের বাউন্ডারির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন কথা হল আগামী ৩–৪ মাস কিছু দেশের রাজনীতি কোনওভাবে কী তুর্কীনাচন নাচাবে সূচকজোরকে? নাকি নতুন কোনও অধ্যায় চালু হবে । রাজনীতি বরাবরই ভারতের মতো দেশে ভালো প্রভাব ফেলে থাকে। অনেকসময় অর্থনীতির জিয়নকাঠিতে ফেলে মাপার চেষ্টা হয় রাজনৈতিক পটভূমিকে। তাতে দেখা যায় ভালো নম্বর পাচ্ছে কিছু অচলাবস্থা বা অস্থিরতা। যথারীতি রাজনীতির আবর্তে জন্ম হয় এসব ঘূর্ণাবর্তার। পরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা শেপ নিতে শুরু করে।এখন স্থিতাবস্থার সময় আরও চাঙ্গা কারেকশন সেরে নিতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো সূচক নানা সময়ই নানাভাবে সংশোধনীর সম্মুখীন হয়েছে। তা বলে তার চালিকাশক্তি সে হারিয়ে ফেলে তা

হওয়াই উচিত দেশের রাজনৈতিক আবহ। বলাবাহুল্য, অর্থনীতি তাতে প্রভাবিত হওয়ার কথা।

হতে পারে প্রত্যাশানুযায়ী সব সংগঠিত হওয়ার পর ফের ভারতীয় সূচকগুলি একটা ভালো রকমের কিন্তু নয় মোটেই। বরং একেকটি কারেকশন নতুন করে উজ্জীবিত করে তোলে শেয়ার বাজারকে। সেরকমই একটা কিছু ধরে নিতে হবে আগামী ৩–৪ মাসের বাজারের অবস্থাকে। কারেকশন বড় আকারে হলেও এই উচ্চতা থেকে ৫–১০ শতাংশের বেশি নিচে সূচককে কখনই দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে হোক কারেকশন। তাতে ভালো কিছু শেয়ারে অবস্থান নেওয়ার সুযোগ এসে যাবে ‘পড়ে পাওয়া চৌদ্দআনা’র মতো।

গত ৫ বছরে ভারতের অর্থবাজার যে কারেকশন সম্পন্ন করেছে তাতে নিচের দিকে ৭ হাজার পর্যন্ত আসতে দেখা গিয়েছে

অর্থনীতি

নিফটিকে। সেনসেক্সও ওই ২০ হাজারের কাছ থেকে সাপোর্ট নিয়েছে। ব্যাঙ্ক নিফটি, আইটি ও ফার্মা সূচকও কারেকশনের মধ্যে দিয়ে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। ওষুধ সেক্টর তো শুধু এমনি কারেকশন করেই ক্ষান্ত থাকেনি। তার কারেকশন পর্ব ছিল টাইম ওয়াইজ বা অন্তর্বর্তীকালীন। এই কারেকশন বন্ধনীতে প্রায় বছর দুয়েকের বেশি গুজরান করতে দেখা গিয়েছে ফার্মা সূচককে। আর এই রাজনীতির সাপলুডোর ছকে যখন ভারতের অর্থবাজার আবর্তিত হবে তখন সেও ওষুধের ওপর বাজি ধরতে দেখা যাচ্ছে বাজার বিশেষজ্ঞদের। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো ওষুধ সেক্টরের মতো না হলেও ভারতীয় লগ্নিকারীদের অত্যন্ত পছন্দের মিডক্যাপেও কারেকশন নামক গ্রহণ ঘনিয়ে এসেছিল বেশ ভালোমতোই। সেই জায়গাটাই আবার যেন মেরামত হতে চলেছে। আর লোকসভা নির্বাচনের ডামাডোলের কথা ভেবেও ফার্মা ও মিডক্যাপকে এই বছরের অন্যতম সেরা থিম বলে অভিহিত করছেন শেয়ার তার্কিকরা। মিডক্যাপের ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য, ২০১৭ তে যে কাজ শুরু হয়েছিল জোরালোভাবে সেই বুল রানেই লাগাম পরে ছিল গত প্রায় ১ বছর। সেই চাকাই এবার ফের ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশাবাদী পণ্ডিতরা।

অর্থবাজারের ইতিহাস বলছে প্রতিটি সংশোধনের পর সূচক আরও পুষ্ট হয়। নতুন করে শক্তি লাভ করে ওপর দিকে চলার ব্যাপারে। আসলে প্রচণ্ড দাবদাহের পর এক পশলা বৃষ্টি যেমন চাতকের পরিতৃপ্তি মেটায় ঠিক তেমনই ব্যাপক বেড়ে যাওয়া বাজারকে লাগাম পরায় এক–একটি কারেকশন। আর এই কারেকশন আসেও নানা ফ্রেজে নানা ভাবে। তাতে মূলত বাজার উপকৃতই হয়। কাছাকাছি কিছু উদাহরণ তুলে ধরলে ব্যাপারটা আরও পরিস্কার হবে। ২০১৬ তে দীর্ঘ কারেকশনের পর নিফটি থিতু হয়েছিল ৭ হাজারের ঘরে। এই কারেকশনের পর যে পরিমাণ পুষ্টি বাজার লাভ করে তার ফলস্বরূপ ৬০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায় বাজার।

এটা যে কতটা শক্তি জুগিয়েছিল বাজারকে তা বেশ বোঝা যায়। তারপরগত ২০১৮–র জানুয়ারি থেকে সংশোধনী নেমে এসেছে তা ঠিক একইভাবে সমৃদ্ধ করল অর্থবাজারকে। প্রসঙ্গত, এই কারেকশনের হাত ধরে ১০–১২ শতাংশ নিচে আসে উভয় সূচকই। এর ফলে বাজার সমতা বা ব্যালান্স লাভ করে।

দেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ৮০০০

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে ৮০০০ জন অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণায়ক অনলাইন পরীক্ষা নেওয়া হবে চলতি বছরের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে। পরীক্ষাটি নেবে ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আই বি পি এস)। এই পরীক্ষায় সফল হলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে মোট ৪৫টি গ্রামীণ ব্যাঙ্কে গ্রুপ – এ অফিসার (স্কেল ওয়ান, স্কেল টু এবং স্কেল থ্রি) এবং গ্রুপ – বি অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদে নিয়োগ পাওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করা যাবে। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষা কেন্দ্র আছে।

দেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকরি পেতে আগ্রহীদের আই বি পি এস–এর এই অনলাইন পরীক্ষায় সফল হতে হবে। পরীক্ষায় সফলরা স্কোর কার্ড পাবেন। এই স্কোর বৈধ থাকবে ইস্যু হওয়ার তারিখ থেকে ১ বছর। এই সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ ব্যাঙ্ক গুলি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য যখন বিজ্ঞাপন দেবে, তখন সেই বিজ্ঞাপনের উত্তরে শুধু আই বি পি এস–এর পরীক্ষার বৈধ স্কোর কার্ডধারীরা আবেদন করতে পারবেন। অন্তত কত স্কোর থাকলে আবেদন করা যাবে তা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে নিয়োগকারী ব্যাঙ্ক। এরপর সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক গ্রুপ ডিসকাশন, ইন্টারভিউ প্রভৃতির মাধ্যমে চূড়ান্ত ভাবে প্রার্থী বাছাই করবে।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণায়ক আই বি পি এস–এর এই পরীক্ষার নাম ‘কমন রিক্রুটমেন্ট প্রসেস ফর রিক্রুটমেন্ট অব অফিসার্স (স্কেল ওয়ান, টু অ্যান্ড থ্রি) অ্যান্ড অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) ইন রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্কস।’

মনে রাখবেন, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অফিসার স্কেল – ওয়ান পদের ক্ষেত্রে যে রাজ্য বা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের শূন্যপদে দরখাস্ত করবেন, প্রার্থীকে সেই এলাকার স্থানীয় ভাষা জানতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণিতে সেই ভাষা পড়ে থাকতে হবে। অবশ্য যারা স্থানীয় ভাষা জানেন না, তারাও আবেদন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কাজে নিয়োগের ৬ মাসের মধ্যে তাদের সংশ্লিষ্ট ভাষায় দক্ষ হয়ে উঠতে হবে। আর আর বি বোর্ডের অনুমতি ক্রমে এই মেয়াদ বাড়তে পারে।

আই বি পি এসের ৪৫টি গ্রামী ব্যাঙ্কের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের দু’টি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক রয়েছে। এগুলি হল : বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক (মুর্শিদাবাদ) ও পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (হাওড়া)। পশ্চিমবঙ্গের অফিসার স্কেল – ওয়ান এবং অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের প্রার্থীরা এই দুটি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ছাড়াও অসম গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক (গুয়াহাটি) ও ত্রিপুরার ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কেও (আগরতলা) আবেদন করতে পারবেন, সেখানকার অন্যতম স্থানীয় ভাষা বাংলা। এছাড়া ইংরেজি স্থানীয় ভাষা হিসেবে গ্রাহ্য অরুণাচল প্রদেশ রুরাল ব্যাঙ্ক (নাহারলাগুন) ও নাগাল্যান্ডে রুরাল ব্যাঙ্ক (কোহিমা)। ফলে পশ্চিমবঙ্গের ওই দুই পদের প্রার্থীরা এই ব্যাঙ্ক গুলিতে আবেদন করতে পারবেন। পাশাপাশি, হিন্দি স্থানীয় ভাষা হিসাবে গ্রাহ্য, এমন গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি হল : উত্তর প্রদেশের আর্যাবর্ত ব্যাঙ্ক (লখনউ), বরোদা রাজস্থান ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (আজমের), বরোদা ইউ পি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (রায়বরেলি), ছত্তিশগড়ের চৈতন্য গোদাবরী গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (রায়পুর), দক্ষিণ বিহার গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (পাটনা), হিমাচল প্রদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (মাণ্ডি), ঝাড়খন্ড গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (রাচী), কাশী গোমতী সংযুক্ত গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (বারানসী), মধ্যপ্রদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (ইন্দোর), মধ্যপ্রদেশের মধ্যাঞ্চল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (সাগর), প্রথমা ইউ পি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (মোরাদাবাদ), পূর্বাঞ্চল ব্যাঙ্ক (গোরখপুর), রাজস্থান মারুধারা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (যোধপুর), সর্ব হরিয়ানা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (রোহতক), উত্তর বিহার গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (মুজফফরপুর), উত্তরখণ্ড গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (দেরাদুন)। এখানে স্থানীয় ভাষা হিসেবে বাংলা যে গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে স্বীকৃত, তার শূন্যপদের বিস্তারিত বিন্যাস দেওয়া হল।

পদ ও ব্যাঙ্ক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট : বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৭০টি (সাধারণ ২৮, তফসিলি জাতি ১১, তফসিলি উপজাতি ৫, ও বি সি ১৯, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৭)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধী এবং ১০টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৫২টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ১৮, তফসিলি উপজাতি ৮, ও বি সি ১৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ সংক্রান্ত, অস্থি সংক্রান্ত ও দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ২০টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত।

অফিসার স্কেল–১ (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার) : বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ২০০টি (সাধারণ ৮১, তফসিলি জাতি ৩০, তফসিলি উপজাতি ১৫, ও বি সি ৫৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২০)। এর মধ্যে ৮টি শূন্যপদ অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৫০টি (সাধারণ ২৫, তফসিলি ৮, তফসিলি জাতি ৪, ও বি সি ১২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ সংক্রান্ত, অস্থি সংক্রান্ত ও দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৯৪টি (সাধারণ ৩৯, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি ৭, ও বি সি ২৫, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৯)।

অফিসার স্কেল – ২ (এগ্রিকালচার অফিসার) : পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৯টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি ৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)।

অফিসার স্কেল – ২ (ট্রেজারি ম্যানেজার) : পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ১টি (সাধারণ)।

অফিসার স্কেল – ২ (আইন) : পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৪টি (সাধারণ ১, তফসিলি

কাজের খবর

জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ১)।

অফিসার স্কেল – ২ (চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট) : পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৪টি (সাধারণ ১, ও বি সি ২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)।

অফিসার স্কেল–২ (আই টি) : পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ২টি (সাধারণ ১, তফসিলি জাতি ১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদের ক্ষেত্রে : যে–কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। সঙ্গে যে এলাকার ব্যাঙ্কে নিয়োগ পেতে চান সেখানকার স্থানীয় ভাষা জানতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণিতে একটি বিষয় হিসেবে পড়ে থাকতে হবে। কম্পিউটার জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

অফিসার স্কেল ওয়ান (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার) পদের ক্ষেত্রে : যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট বা সমতুল। এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, এগ্রিকালচার মার্কেটিং অ্যান্ড কো–অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স ও অ্যাকাউন্ট্যান্সি– এই বিষয়গুলির যে কোনও একটিতে স্নাতক হলে অগ্রাধিকার। সঙ্গে যে এলাকার ব্যাঙ্কে নিয়োগ পেতে চান সেখানকার স্থানীয় ভাষা জানতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণিতে একটি বিষয় হিসেবে পড়ে থাকতে হবে। কম্পিউটার জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

অফিসার স্কেল–টু (জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার ম্যানেজার) পদের ক্ষেত্রে : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। ব্যাঙ্কিং, ফিনান্স, মার্কেটিং, এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো–অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স ও অ্যাকাউন্ট্যান্সি– যে কোনও একটিতে ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার। সঙ্গে কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার হিসেবে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

অফিসার স্কেল–টু (স্পেশ্যালিস্ট অফিসার–ম্যানেজার) পদের ক্ষেত্রে : আই টি অফিসার : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ ইলেক্ট্রনিক্স বা কমিউনিকেশন বা কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফর্মেশন টেকনোলজিতে স্নাতক বা সমতুল। এ এস পি, পি এইচ পি, সি++, জাভা, ভি বি, ভি সি, ও সি পি ইত্যাদি কম্পিউটার সংক্রান্ত সার্টিফিকেট কোর্স করা থাকলে অগ্রাধিকার। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট : ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়া থেকে সার্টিফায়েড অ্যাসোসিয়েট (সি এ)। সঙ্গে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। ল অফিসার : মোট অন্তত ৪০ শতাংশ নম্বর সহ আইনে স্নাতক বা সমতুল। সঙ্গে ওকালতি অথবা কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আইনি পরামর্শদাতা হিসেবে ২ বছরের অভিজ্ঞতা। ট্রেজারি ম্যানেজার : চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা ফিনান্স স্পেশ্যালাইজেশন–সহ এম বি এ। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। মার্কেটিং অফিসার : স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিংয়ে এম বি এ ডিগ্রি। সঙ্গে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। এগ্রিকালচারাল অফিসার : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ডেয়ারি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ফরেস্ট্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার যে কোনও একটি বিষয়ে ব্যাচেলর্স ডিগ্রি বা সমতুল। সঙ্গে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

অফিসার স্কেল–থ্রি (সিনিয়র ম্যানেজার) পদের ক্ষেত্রে : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ যে কোনও বিষয়ে স্নাতক বা সমতুল। ব্যাঙ্কিং, ফিনান্স, মার্কেটিং, এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো–অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স ও অ্যাকাউন্ট্যান্সি – যে কোনও একটি বিষয়ে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকলে অগ্রাধিকার। সঙ্গে কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার হিসেবে ৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স : ১–৬–২০১৯ তারিখে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। অফিসার স্কেল–ওয়ান পদের ক্ষেত্রে ১৮–৩০ বছরের মধ্যে। অফিসার স্কেল–টু পদের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। অপিষার স্কেল–থ্রি পদের ক্ষেত্রে ২১–৪০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ও বি সিরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর, বিধবা, ডিভোর্সি এবং আইনত বিবাহবিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বার বিবাহ না করে থাকলে শুধুমাত্র অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ৯ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

লিখিত পরীক্ষার ধরণধারণ : প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অফিসার স্কেল–ওয়ান পদের ক্ষেত্রে দু’পর্যায়ে। অফিসার স্কেল টু ও থ্রি–র ক্ষেত্রে একটিই পরীক্ষা হবে। অফিসার স্কেল ওয়ান এবং অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে যথাক্রমে ৩, ৪ ও ১১ অগস্ট এবং ১৭, ১৮ ও ২৫ আগস্ট। মেন পরীক্ষা হবে অফিসার পদের ক্ষেত্রে ২২ সেপ্টেম্বর এবং অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ২৯ সেপ্টেম্বর।

প্রিলিমিনারি অনলাইন পরীক্ষায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপস) ও অফিসার স্কেল ওয়ান পদের ক্ষেত্রে থাকবে ৪০ নম্বরের রিজনিং ও ৪০ নম্বরের নিউমেরিক্যাল এবিলিটি। সময় ৪৫ মিনিট।

মেন পরীক্ষায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদের ক্ষেত্রে থাকবে ৫০ নম্বরের রিজনিং, ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ, ৪০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ৪০ নম্বরের ইংলিশ বা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ, ৫০ নম্বরের নিউমেরিক্যাল এবিলিটি বিষয়ে প্রশ্ন। সময় দু’ঘন্টা।

অফিসার স্কেল–ওয়ান পদের লিখিত মেন পরীক্ষায় থাকবে ৫০ নম্বরের রিজনিং, ৫০ নম্বরের কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, ৪০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ৪০ নম্বরের ইংলিশ বা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ, ৫০ নম্বরের নিউমেরিক্যাল এবিলিটি বিষয়ে প্রশ্ন। সময় দুঘন্টা। অফিসার স্কেল–ওয়ান পদের লিখিত মেন পরীক্ষায় থাকবে ৫০ নম্বরের রিজনিং, ৫০ নম্বরের কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, ৪০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ৪০ নম্বরের ইংলিশ বা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ বিষয়ে প্রশ্ন।সময় দু’ঘন্টা।

অফিসার স্কেল–টু (জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার) এবং অফিসার স্কেল–থ্রি পদের পরীক্ষায় থাকবে ৫০ নম্বরের রিজনিং, ৫০ নম্বরের কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড অ্যান্ড ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ৪০ নম্বরের ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়্যারনেস, ৪০ নম্বরের ইংলিশ বা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ বিষয়ে প্রশ্ন।সময় দু’ঘন্টা।

অফিসার স্কেল–টু (স্পেশ্যালিস্ট ক্যাডার) পদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ৪০ নম্বরের রিজনিং, ৪০ নম্বরের কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড অ্যান্ড ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ৪০ নম্বরের ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়্যারনেস, ২০ নম্বরের ইংলিশ বা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ এবং ৪০ নম্বরের প্রফেশনাল নলেজ বিষয়ে প্রশ্ন। সময় আড়াই ঘন্টা।

সব ক্ষেত্রেই প্রশ্ন অবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস ধরনের। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। একটি প্রশ্নের একাধিক উত্তর লিখলে তাও ভুল উত্তর হিসেবে ধরা হবে। পশ্চিমবঙ্গে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কেন্দ্র বৃহত্তর কলকাতা, শিলিগুড়ি, বহরমপুর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, হুগলি ও কল্যাণী এবং মেন পরীক্ষার কেন্দ্র বৃহত্তর কলকাতা ও শিলিগুড়ি।

কীভাবে আবেদন করবেন : অনলাইন দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ibps.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকা চাই। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৪ জুলাই পর্যন্ত। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং অফিসার দুটি পদের জন্যই আলাদা দরখাস্ত পূরণ করে ও ফি দিয়ে আবেদন করতে পারেন। দরখাস্ত করার আগে নিজের ফটো (২০০ x ২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে), সই (১৪০ x ৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে), বাঁহাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ (২৪০ x ২৪০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং নির্দিষ্ট বয়ানে প্রার্থীর নিজের হাতে ইংরেজিতে লেখা ডিক্লারেশন (৮০০x ৪০০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ৫০ থেকে ১০০ কেবি সাইজের মধ্যে) স্ক্যান করে কম্পিউটারে রাখতে হবে। এগুলি আপলোড করতে হবে।

অনলাইনে দরখাস্ত সাবমিটের সময় একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাবেন। এগুলি টুকে রাখবেন। দরখাস্ত সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তটির একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এই প্রিন্ট আউট কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হতে পারে।

ফি প্রদান : ফি বাবদ দিতে হবে ৬০০ টাকা, তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। অনলাইনে ফি জমা দিতে হবে। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড (রুপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো) বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস (আই এম পি এস) বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.ibps.in

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২২ জুন – ২৮ জুন, ২০১৯

মেষ : আপনার পরিপূর্ণ কাজের মধ্যে বুদ্ধি ও দায়িত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ লক্ষিত হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে মনের মতো ফল পাবেন না। স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখবেন।

বৃষ : প্রচণ্ড মাথা গরম হবে কিন্তু আপনাকে সংযত হতে হবে। অতিরিক্ত রাগ জেদের জন্য বুদ্ধির ভুল হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি এবং ভ্রমণযোগ রয়েছে।

মিথুন : পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

কর্কট : কর্মস্থলে সতর্কের সঙ্গে চলতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে এগিয়ে না যাওয়াই ভালো। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। অতিরিক্ত খরচের জন্য সঞ্চয়ে বাধা। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ। যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থ আনয়নে বাধা আসবে।

সিংহ : বর্তমান সময়টি আপনার পক্ষে শুভ নয়। অকারণে বিরোধ–বিতর্ক লেগেই থাকবে। আত্মীয়–স্বজনদের এড়িয়ে চলুন। চাকরিতে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। প্রতারণার যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ হলেও সাবধানে থাকবেন।

কন্যা : বিবিধ সমস্যা থাকলেও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। কোনরকম দায়িত্বের ঝুঁকি নেবেন না। গৃহে মাঝে মধ্যে কলহ–বিবাদ লেগে থাকবে, মায়ের শরীর ভালো থাকবে না। জমি–জমা ও ঘর–বাড়ি নিয়ে পূর্বের ঝামেলার অবসান হবে। শিক্ষায় ফল ভালো হবে।

তুলা : বেকারত্বের অবসান হবে। দৈব–দুর্ঘটনা ও রক্তপাতের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না, পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। জল থেকে সাবধান থাকবেন। পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

বৃশ্চিক : সাবধানে চলাফেরা করবেন। রক্তপাতের যোগ রয়েছে। অন্যের সঙ্গে কথা বলবেন খুব চিন্তা করে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন, ভাই বোনদের থেকে সাহায্য পাবেন। বাধার মধ্যেও শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে।

ধনু : পাকাশয়ের পীড়ায় ও ফুসফুস সংক্রান্ত রোগে কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। স্নেহ–প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে সমস্যা থাকলেও আপনি আর্থিক উন্নতি করতে পারবেন।

মকর : মনের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করুন। ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলতে হবে। সামান্য কারণেই মতবিরোধ দেখা দেবে। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে উপযাচক হয়ে এগিয়ে যাবেন না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না।

কুম্ভ : ভাই–বোনের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি ও ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুলবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে খুব বেশি ভালো ফল পাবেন না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন ভাবে এখন কিছু না করাই উচিত। ব্যবসা–বাণিজ্যে কিঞ্চিত লাভযোগ রয়েছে।

মীন : ক্রোধকে সংযত করুন। নতুন বন্ধু লাভের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন রকম সমস্যা আসবে। আধ্যাত্মিকতায় বিশেষ উন্নতি হবে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। সন্তান বিষয়ে সুখ ও আনন্দ লাভ।

শব্দবার্তা ১৩৪

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। অসতর্ক, অমনোযোগী ৫। সাধের সবজি ৭। ‘বন অতি — হইল ফুলফুটনে’ ৮। একই দলের মধ্যে নানা পক্ষের বিরোধ ৯। জলীয় গ্যাস বিশেষ, হাইড্রোজেন ১১। বোধ, উপলব্ধি ১২। শত্রু ১৪। সাহিত্যের মতো এরও আছে অকাদেমি।

উপর–নীচ

১। ক্রিকেটে ছক্কা ২। কৃষ্ণবর্ণ, কালো রং ৩। একেবারে নষ্ট বা বাতিল ৪। নলবিশিষ্ট বা চোঙযুক্ত ৬। শীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ১০। নখের আঁচড় ১১। এরাজ্যের এক নদী ১৩। সেতু, সাঁকো।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৩৩

পাশাপাশি : ১। বংশ পরম্পরা ৫। অশনি ৬। দশা ৭। অভি ৮ তামাশা ১২ কামাল আতাতুর্ক।

উপর–নীচ : ১। বনেদ ২। শতাংশ ৩। রন্ধন ৪। রাহুর দশা ৫। অভিসারিকা ৯। মাতাপিতা ১১। বিতর্ক।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী পুনরায় বিপুল ভোটে জয় লাভ করার জন্য তাঁকে জানাই শুভেচ্ছা
সৌজন্যে
মেসার্স প্রিয়াঙ্কা এন্টারপ্রাইজ
সরকার অনুমোদিত কন্ট্রাকটর
প্রোঃ– সেখ মুজিবর রহমান
বি–চণ্ডীপুর, নোদাখালী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
কলকাতা–১৩৭

আতস কাঁচে

বিবাদের জেরে আহত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি: জমি নিয়ে বিবাদের জেরে শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন ৪ জন। আহতরা সকলেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে স্থানীয় যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার পানিখালি তে। ঘটনার পর আহতদের বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে সেখান থেকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে জমির ভাগ–বাটোয়ারা নিয়ে ছোট ভাইদের সাথে বেশ কিছুদিন ধরে গণ্ডগোল চলছিল আজিজুল লস্কর ও তাঁর পরিবারের। অভিযোগ, খুড়তুতো ভাই হাবিবুল্লা লস্কর, শফিক লস্কর, ফেরদৌস লস্কররা জোর করে আজিজুল লস্কর জমি দখলের চেষ্টা করছিল। সোমবার সকালে নিজেদের একটি ভাঙা ঘর মেরামত করতে গেলে আজিজুল লস্কর ও তাঁর পরিবারের লোকদের মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ।

সোমবার রাতেই বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তরা। থানায় অভিযোগ করে সোমবার রাতে বাড়ি ফিরতেই অভিযুক্তরা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের নিয়ে এসে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। মারধোরের পাশাপাশি গায়েনের দোকান লুটপাট করার অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। জমি বিবাদের পাশাপাশি আক্রান্ত তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী বলে তাঁদের উপর যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা হামলা করে বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে রাতেই বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এলাকায় রয়েছে চাপা উত্তেজনা।

সুন্দরবন বাঘের হানায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হল এক মৎস্যজীবীর। মৃতের নাম শশধর মণ্ডল(৩২)।সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের পঞ্চমুখানি লম্বাবাকী সাইট খালের কাছে। শশধর বাবুর দুই সঙ্গী কার্তিক মন্ডল,প্রভাস মন্ডলরা বাঘের সাথে দীর্ঘ লড়াই করেও শশধর মন্ডল কে উদ্ধার করতে পারেনি। বাঘ শশধর মন্ডলকে গভীর জঙ্গলে টেনে নিয়ে চলে যায়। সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোষ্টাল থানার লাহিড়িপুর থেকে গত রবিবার দুই সঙ্গী কার্তিক মন্ডল ও প্রভাস মণ্ডলের সাথে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন শশধর বাবু। সোমবার সকাল সাতটা নাগাদ নিজেদের নৌকা নোঙর করে যখন সকলে নদীতে জাল পাতছিলেন ঠিক তখনই আচমকা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি বাঘ লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শশধর বাবুর উপরে। মুহূর্তে তাঁর ঘাড়ে থাবা বসিয়ে টানতে টানতে জঙ্গলের ভিতর নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সঙ্গীকে বাঘে ধরেছে দেখতে পায়ে লাঠি, কাঁকড়া ধরার লোহার শিক ও নৌকার বৈঠা নিয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি প্রভাস ও কার্তিক বাবু। প্রায় মিনিট ত্রিশ বাঘের সাথে লড়াই করে অবশেষে সঙ্গীকে উদ্ধার করতে না পেরে হতাশ হয়ে ফিরে আসেন।এই ঘটনায় লাহিড়িপুর এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। সুন্দরবন কোষ্টাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রদীপ কুমার পাল বলেন তিন সঙ্গী মিলে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন। বাঘ আক্রমণ করে শশধর মন্ডল নামে এক মৎস্যজীবীকে। জঙ্গলে টেনে নিয়ে চলে যায়।তার দেহের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নি। এ বিষয়ে স্থানীয় বনদফতরকে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে।

যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক যুবকের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার কে কেন্দ্র করে এলাকা চাঞ্চল্য ছড়ালো। মৃত যুবকের নাম খোকন মন্ডল(৪২)।ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার হেড়োভাঙা বাজার সংলগ্ন এলাকায়।মৃতের পরিবার সুত্রে জানাগেছে গত প্রায় তিনদিন ধরে নিঁখোজ ছিলেন খোকন মন্ডল নামে ওই যুবক।যদিও পরিবারের তরফে ক্যানিং থানায় কোনও নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করেন নি। এদিকে পরিবারের লোকজন বিস্তর খোঁজাখুজি করে না খোকন মন্ডল কে খুঁজে না পাওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েন।ইতি রবিবার দুপুরে ওই যুবকের বাড়ির অদূরে হেড়োভাঙা বাজার সংলগ্ন একটি পুকুরে মৃত লাশ ভাসতে দেখেন স্থানীয় লোকজন।এমন খবর মুহূর্তে চাউর হতে প্রচুর লোকজন লাশ দেখার জন্য ভীড় করতে থাকেন।তাঁরাই পুলিশে খবর দিলে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পচাগলা লাশ পুকুর থেকে উদ্ধার করে।খোকন মন্ডলের পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা মৃতদেহ দেখে নিশ্চিত হন দেহটি খোকন মন্ডলের। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে গত তিন দিন ধরে ওই যুবক নিখোঁজ ছিলেন।ওই যুবকের স্ত্রী ও তিনটি কন্যাসন্তান রয়েছে।পেশায় কাঠের মিস্ত্রী(ছুতোর মিস্ত্রী)।দরিদ্র হওয়ায় যুবকের স্ত্রী মায়া মন্ডল সংসার চালানোর তাগিদে কলকাতায় পরিচারিকার কাজ করেন। প্রতিবেশী শর্মিলা মন্ডল,দেবলা মন্ডল'রা বলেন দীর্ঘদিন ধরেই ওই যুবকের মৃগী রোগ ছিল। এর আগেও দু–তিনবার পুকুরে পড়ে গিয়েছিল। লোকজন দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে। সম্ভবত মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে জলে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মদন নস্কর ও মৃত যুবকের ভাই রাজা মন্ডল বলেন দিন তিনেক নিখোঁজ ছিল খোকন মন্ডল। রবিবার দুপুরে স্থানীয় হেড়োভাঙা বাজারে পিছনে একটি পুকুর থেকে খোকন মন্ডলের পচাগলা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কি ভাবে এমন ঘটনা ঘটলো? ওর তো কোনও শত্রুও ছিল না। পুলিশি তদন্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।এটি খুন না দুর্ঘটনায় মৃত্যু, সে বিষয়ে মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

জীবনতলায় খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: কাঁকড়া ধরাকে কেন্দ্র করে বচসার জেরে এক ব্যক্তিকে জলে চুবিয়ে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী অপর এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার উত্তর মৌখালী নোয়াপাড়া গ্রামে। নিহতের নাম রতন দাস(৪৬)। ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় সুরজিত দাস নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতেই জীবনতলা থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করেছে। বুধবার দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠাবে পুলিশ।পাশাপাশি এই ঘটনায় অভিযুক্ত সুরজিত দাসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অভিযুক্ত সুরজিত দাস চুরি করে কাঁকড়া ধরছিল রতন দাসের ফিশারি তে। প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে রতন দাস বাড়িতে ফেরার পথে সুরজিতকে কাঁকড়া চুরি করতে দেখেই প্রতিবাদ করলে,হাতের টর্চ লাইট দিয়ে সুরজিত রতনের মাথায় আঘাত করে। ঘটনায় জ্ঞান হারালে রতনের মাথা ফিশারির জলের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ চুবিয়ে ধরে। এরপর পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। দূর থেকে গণ্ডগোলের চিকার চোঁমেচির আওয়াজ শুনে স্থানীয় মানুষজন এসে জল থেকে উদ্ধার করে রতনের দেহ। তড়িঘড়ি তাকে স্থানীয় মঠের দিঘি ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। রাতেই অভিযুক্ত সুরজিতকে গ্রেফতার করে জীবনতলা থানার পুলিশ। অন্যদিকে এই ঘটনায় রতনের পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ঘটনার খবর পেয়ে বুধবার সকালে জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি তথা স্থানীয় বিধায়ক সওকত মোল্লা নিহতের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সাথে দেখা করে সমবেদনা জানান।পাশাপাশি অভিযুক্ত যুবকের যাতে কঠোর শাস্তি হয় সে বিষয়েও আলোচনা করেন।

সিঙ্গুরে ফের শিল্প করার উদ্যোগ

মলয় সুর, সিঙ্গুর : মুখ ফেরায় সিঙ্গুর। এবার বিজেপির উপর আস্থা রেখেই ইচ্ছুক–অনিচ্ছুক প্রত্যেকেই সেই পরিবর্তনের ঝড় তোলে রাজ্যে। এখানকার মানুষ বুঝিয়ে দিলেন সেই পরিবর্তনের কাণ্ডারী হুগলির বিজেপির জয়ী প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। যদিও তৃতীয়বারের জন্য সিঙ্গুরের জমিতে ঘাসফুল ফোটাতে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভরসা করেননি সিঙ্গুরের মানুষ। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে শাসকদলের পরাজয় দেখল বেশ বড় ব্যবধানেই। হুগলি সপ্তদশ লোকসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ রত্না দে নাগ এগারো হাজারের বেশি ভোটে বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায়ের কাছে হেরে যান। বিধানসভা ও পঞ্চায়েতে বেশ অনেকটা পায়ের তলার জমি ছিল তৃণমূলীদের। কিন্তু সেই জমি যে আলগা তা বোঝা গেল এবারের নির্বাচনে। ফল প্রকাশের দিনই হুগলির বিজেপির জয়ী প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'সিঙ্গুরে যেমন শিল্প চাই, তেমনই চাই টাটাদেরও'। শুক্রবার ১৪ জুন প্রথম জমি আন্দোলনের আঁতুড় ঘরে গিয়ে

টাটাদের ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিলেন বিজেপি সাংসদ লকেট। সিঙ্গুরে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ অবৈধ বলে জমি ফিরিয়ে দেওয়ার রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তারপর টাটাদের পরিত্যক্ত কারখানার সব চিহ্ন মুছে সিংহভাগ কৃষকদের হাতে জমি ফিরিয়ে দিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই সময় বামেদের আমলে বেশি গন্ডগোলের সূত্রপাত করে জমির বর্গাদাররা। হুগলির সাংসদের নেতৃত্বে কদিন আগে সিঙ্গুর অভিযানের ডাক দিয়েছিল বিজেপি। সিঙ্গুরের মানুষ দশ বছর অপেক্ষা করার পর প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। তাঁরা মমতাতেই ভরসা করে প্রচণ্ড বিপদে পড়েছিলেন। বিশেষ করে বাজেমেলিয়া, গোপালপুর, বেড়াবেড়ি, ঘাসেরবেরির বাসিন্দারা। এই সকল বাসিন্দারা অনেক আন্দোলনের সাক্ষী, অনেক ইতিহাসের সাক্ষী, অনেক উলটপুরানের সাক্ষী এই সিঙ্গুর। এমন কি বিশ্ব মানচিত্রে জমি আন্দোলনের খবরে সিঙ্গুর প্রথম স্থান দখল করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিঙ্গুরের মানুষকে ধাপ্পা দিয়েছেন, ভুল বুঝিয়েছেন। তাই সিঙ্গুরে শিল্প স্থাপনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হস্তক্ষেপ চাই। লকেট দীর্ঘদিন ধরে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করে বিজেপির টিকিটে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। সিঙ্গুরে এক সময় যাঁরা কট্টর সিপিএমের সমর্থক ছিলেন তাদের অনেককেই আবার সক্রিয় হতে দেখা যাচ্ছে। গোটা রাজ্যেই তো ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূলের। সিঙ্গুরই বা বাদ যাবে কেন, মমতা ব্যানার্জী সিঙ্গুরের সঙ্গে যে প্রতারণা করেছেন। সেই প্রতারিত কৃষকদের কথা প্রধানমন্ত্রীর দরবারে পৌঁছে দিতেই লকেট চেষ্টা করবেন, বলে জানান। শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিঙ্গুরবাসীকে বোকা বানিয়েছেন। কিন্তু সিঙ্গুরে শিল্প হল না, কৃষিও হয়নি। ইচ্ছুক চাষিরা ছেলেরা চাকরি পায়। কিন্তু শিল্প না হওয়ায় আমরা সব শেষ হয়ে গিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কচু খাইয়েছেন। এদিকে বিজেপির এই পার্লামেন্টারি একজিকিউটিভ কমিটিতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে লকেট চট্টোপাধ্যায় ও খগেন মুর্মু রয়েছেন। তাই বিজেপির হাই প্রোফাইল টিমে লকেটের অন্তর্ভুক্তি অস্বাভাবিক নয়। নির্বাচনী লড়াইয়ে সাফল্য পাওয়া গেরুয়া শিবিরে লকেট বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছেন।

জয়–পরাজয় ভুলে 'জয়' নিয়ে মেতেছে বাংলা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের জয় পরাজয় ভুলে গিয়ে জয় নিয়ে মেতেছে পশ্চিমবাংলা। বাংলা ছাড়িয়ে এই জয় আবার দিল্লির রাজনীতিতে সাড়া ফেলে দিয়েছে। কেউ বলছেন 'জয়শ্রী রাম' আবার কেউ বলছেন 'জয় হিন্দ জয় বাংলা'। বর্তমানে এমনই স্লোগানে রাজ্য রাজনীতি সরগম।

সাংসদ ভবনে এমন স্লোগানে সরগম হয়ে উঠেছিল। যা কিনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল। এমনই স্লোগান থেকে কোনও রাজনৈতিক দল দূরে নেই বরং এমন ঘটনা কোনও রাজনৈতিক দলের পিছুও ছাড়ছে না। বিজেপি'র জয়শ্রী রাম' এর জবাব দিতে মাঠে নামলো তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার।

বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, মাতঙ্গিনী হাজরা, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, ক্ষুদিরাম, ভগত সিং, মহাত্মা গান্ধী সহ একাধিক বিভিন্ন মুনি ঋষি দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি দিয়ে বড় বড় ব্যানার হোর্ডিং রাস্তার পাশে সাঁটালো খোদ রাজ্য সরকারে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ। হোর্ডিংয়ে জ্বল জ্বল করছে বাংলা মোদের গর্ব' , 'জয় হিন্দ জয় বাংলা'। এমন হোর্ডিং নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতানেত্রীদের কে জিজ্ঞাসা করা হলে, কেউ কোনও কথা বলে অযথা বিতর্ক বাড়াতে চান না বলে এড়িয়ে যান।অন্যদিকে বিজেপি নেতারা রাস্তার পাশে এমন হোর্ডিং দেখে এমন মন্তব্য করছে বাংলাটাকে রসাতলে পাঠিয়ে দেওয়ার তোড়জোড় চলছে পাশাপাশি সাধারণ মানুষ এবং দলীয় নেতানেত্রীরা যাতে করে জয়হিন্দ জয় বাংলা'ঠোঁটস্থ করতে পারেন তার জন্য অযথা সরকারি কোষাগার অর্থ খরচ চলছে। তারপর ১৯৭১ সালে পশ্চিমবাংলা থেকে বাংলাদেশ ভাগ হওয়ার সময় জয় বাংলা' আওয়াজ উঠেছিল। আর এখন মমতা ব্যানার্জি বলছে জয় বাংলা, তার মানে উনি বাংলাকে আবার টুকরো করতে চাইছেন। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ? তবে বিজেপি ভারত মাতা কি জয়' এবং জয়শ্রী রাম' স্লোগান থেকে পিছিয়ে আসবেনা।

ব্যবসার আড়ালে অস্ত্র কারবার

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ –গোপন সূত্রে খবর পেয়েই বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (SOG) ও বকুলতলা থানার পুলিশ যৌথভাবে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রচুর অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করলো। বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার রশিদ মুনির খান জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যা আটটা নাগাদ খবর আসে, একটি অটো করে অস্ত্র ঢুকছে জয়নগর এলাকায়। সেইমতো SOG বারুইপুর পুলিশ জেলা ও বকুলতলা থানার পুলিশ মহিষমারী মোড়ের কাছে অটোটি আটক করে। অটোর মধ্যে থাকা কাপড়ের পুঁটলি থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর অস্ত্র। গ্রেফতার করা হয় শওকাত মোল্লা নামে এক অস্ত্র ব্যাবসায়ীকে। ধৃত অস্ত্র ব্যাবসায়ীর বাড়ি বকুলতলা থানার রঘুনাথপুর খোলাখালি গ্রামে।

অস্ত্র ব্যাবসায়ী শওকাত মোল্লা দর্জি বলে এলাকায় পরিচিত। এই দর্জি ব্যবসার আড়ালেই চলত অস্ত্র পাচার। মূলত জয়নগর এলাকার বিভিন্ন জায়গায় এই অস্ত্র বিক্রি করতো শওকাত মোল্লা। ধৃতকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। তাকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করবে পুলিশ। সওকাত এর কাছ থেকে জানার চেষ্টা করা হবে সে কতদিন এই ব্যবসা করছে, কার কাছ থেকে এই অস্ত্র আনছে ও কাদের কাছে এই অস্ত্র বিক্রি করতো। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ৭টি সিঙ্গেল ব্যারেল পাইপগান, একটি ৭ এম এম পিস্তল, একটি ওয়ান শাটার পাইপগান এছাড়াও ১৬ রাউন্ড ১২ বোরের তাজা কার্তুজ, পাঁচটি ৭ এম এম বোরের তাজা কার্তুজ ও একটি ৮ এম এম বোরের তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়।

অবশেষে খুলল বিজেপির পার্টি অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক সময় ক্যানিংয়ে বিজেপির কোনও অস্তিত্ব খুঁজেই পাওয়া যেতো না। এখন সেখানেই বিজেপির শাখা সংগঠনের বাড়বাড়ন্ত শাসকদলের কাছে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বিজেপি সূত্রের খবর, বিভিন্ন দল থেকে আসা কর্মী সমর্থকরা দলটাকে ছারখার করার জন্য চক্রান্ত শুরু করে। যার জেরে ক্যানিং ষ্টেশন সংলগ্ন বিজেপি পার্টি অফিসে তালা পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। এমন ঘটনায় বিমর্ষ হয়ে পড়ে দলের একাধিক নেতা কর্মী সমর্থকরা। গত ২৭ মে পার্টি অফিসে কে বা কারা তালা দিয়ে বন্ধ করলো সেই খোঁজ না নিয়ে দলের নেতারা সংঘবদ্ধ হয়ে দুষ্কৃতীদের প্ররোচনায় পা না বাড়িয়ে অবশেষে ক্যানিংয়ের সকল স্তরের বিজেপি নেতা কর্মীদের সহযোগিতায় পার্টি অফিস খুললো। ক্যানিং ১নং মন্ডল বিজেপি সভাপতি তাপস চ্যাটার্জী বলেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে এবং পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে কর্মী সমর্থকরা বিজেপিতে যোগদান করছিলেন। সেই সমস্ত কর্মীদের মধ্যে বেশ কিছু বেনোজল ঢুকে পড়ায় পার্টির ক্ষতি হতে পারে তেমন সম্ভাব্য আশঙ্কা তৈরি হয়। আমরা সাময়িক ভাবে পার্টি অফিস বন্ধ রেখে,সেই সমস্ত বেনোজল পরিষ্কার করে ফেলে দিয়ে পুনরায় পার্টি অফিস খোলা হয়েছে।

অন্যদিকে, বিজেপির দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব জেলার যুব মোর্চার সহ সভাপতি অসিত মন্ডল বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টিতে কোনও ধান্দাবাজ,দুষ্কৃতীদের ঠাঁই নেই। দল পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে বেশকিছু অসাধু ব্যাক্তি দলে ঢুকে পড়ায় দলেরই ক্ষতি হচ্ছিল। যার জন্য গত ২৭ মে থেকে ক্যানিংয়ের বিজেপি পার্টি অফিস বন্ধ রাখা হয়েছিল। বিশিষ্ট বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা সঞ্জয় নায়েক বলেন, বিভিন্ন ভাবে ক্যানিংয়ে বিজেপি সংগঠন কে ছারখার করে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল বেশ কিছু দুষ্কৃতী। দল সতর্কভাবে পদক্ষেপ নিয়ে সেই কর্মকান্ড ভেস্তে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পুনরায় বন্ধ পার্টি অফিস খুলে আগামী দিনের জন্য পথ চলা শুরু করলো।

দীর্ঘ প্রায় ২০ দিন পর ক্যানিংয়ের বিজেপি পার্টি অফিস সোমবার দুপুরে খোলা হলে কর্মী সমর্থদের ঢল নামে। চলে কর্মী সমর্থকদের মিষ্টি মুখ করাও।

রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতী তাণ্ডব গড়িয়া বাসস্ট্যান্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতী তাণ্ডবে উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। শনিবার রাত বারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত গড়িয়া সি ফাইভ বাসস্ট্যান্ডে। দুষ্কৃতীরা প্রায় বত্রিশটি বাসে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ উঠেছে। ভাঙচুরের পাশাপাশি বাস চালক ও কন্ডাক্টরের কাছ থেকে টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেয় বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে নরেন্দ্রপুর থানায় রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের না হলেও ঘটনার খবর পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। তবে এই ঘটনার জেরে রবিবার সকাল থেকে গড়িয়ার বিভিন্ন রুটের বাস বন্ধ ছিল। অন্যান্য দিনের মত শনিবার রাতে স্ট্যান্ডে এসে গাড়ি রেখে চালক, কন্ডাক্টররা কেউ কেউ খেতে গিয়েছিলেন তো কেউ কেউ বাসের মধ্যে ঘুমোনোর তোড়জোড় করছিলেন। অভিযোগ সেই সময় প্রায় দশ বারোটি বাইকে করে মুখে কালো কাপড় বেঁধে অন্তত জনা পঁচিশ দুষ্কৃতী আসে সি ফাইভ বাসস্ট্যান্ডে। একের পর এক বাসে ইট ও লোহার রড দিয়ে ভাঙচুর চালাতে থাকে তারা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ দিতে দিতে বাসের ভিতরে ঢুকে মারধোর করে টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেয় অভিযুক্তরা। এ বিষয়ে কাউকে বলে কিছুই হবে না বলেও হুমকি দেন তারা। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে বাসস্ট্যান্ডে তাণ্ডব চালিয়ে চলে যায়

দুষ্কৃতীরা। ঘটনার পর থেকে যথেষ্ট আতঙ্কিত এলাকার বাস চালকরা। রবিবার সকালেও সকলের চোখে মুখে যথেষ্ট আতঙ্কের ছাপ লেগে রয়েছে। এ বিষয়ে বাস মালিকদের জানিয়েছেন তারা। তবে ঘটনার পিছনে শাসক দলের হাত রয়েছে বলে এ বিষয়ে কেউই কোনরকম অভিযোগ করতে চাননি থানায়। শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের কারণে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করছেন এলাকার মানুষজন। তবে এই ঘটনার জেরে রবিবার সকাল থেকে গড়িয়া স্টেশান থেকে বাগবাজার, হাওড়া, বিবাদিবাগ সহ একাধিক রুটের বাস চলাচল বন্ধ ছিল। যার জেরে অবশ্য সমস্যায় পড়তে হয়েছে নিত্যযাত্রীদের। এ বিষয়ে নরেন্দ্রপুর থানায় কোনরকম অভিযোগ দায়ের না হলেও পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এ বিষয়ে বাস মালিক অনির্বাণ দে বলেন, এই ঘটনায় আমরা যথেষ্ট আতঙ্কিত। থানায় অভিযোগ করতে ও ভয় পাচ্ছি। কে বা কারা এই ঘটনায় জড়িত তা জানিনা। তবে ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে।

বিজেপি কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বারুইপুরে বিজেপি কর্মীদের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি ও হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে বারুইপুর থানার বৃন্দা খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের খুটিবেরিয়া গ্রামে। প্রায় পাঁচ ছয়টি বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাড়িতে এলাকার তৃণমূল নেতা শশধর মাঝির নেতৃত্বে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এই খুটিবেরিয়া বুথে, এবারের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে হারিয়ে ১৩৫ ভোট বেশি পায় বিজেপি। অভিযোগ ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকেই, এলাকা তৃণমূল নেতৃত্ব বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়েছিলেন। এমনকি বিজেপি কর্মীদের পানীয় জল বন্ধ করার অভিযোগ রয়েছে শশধর মাঝির বিরুদ্ধে। কয়েকদিন আগে এলাকার বিজেপি সমর্থক পূজা মন্ডল এলাকার টিউব ওয়েলে জল নিতে গেলে তাকে বাধা দেয় শশধর মাঝি ও তার স্ত্রী। এমনকি পূজার ছোট্ট মেয়েকে মারধর করার অভিযোগ রয়েছে এই তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় গত কয়েকদিন ধরে চাপা উত্তেজনা ছিল। সেই ঘটনার পর শনিবার রাতে বহিরাগতদের নিয়ে এসে বিজেপি কর্মীদের বাড়ি বেছে–বেছে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। শনিবার এলাকায় বিজেপি কর্মীদের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি করা হয়। পাশাপাশি বাড়ির ভেতরে ঢুকে আসবাবপত্র ভাঙচুর করার অভিযোগ রয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার খবর পেয়ে শনিবার রাতেই বারুইপুর থানার পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় এখনো পুলিশ পিকেট বসানো রয়েছে। যদিও তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বারুইপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। এলাকায় উত্তেজনা ছড়াতে বিজেপি এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। তিনি বলেন, এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর জন্য বিজেপি এই ঘটনা ঘটিয়েছে। এই ঘটনার পিছনে তৃণমূল কংগ্রেস জড়িত নয়। পুলিশ তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করুক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। তবে এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি বারুইপুর থানার পুলিশ। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমর্থন জোগাড়ে জোর বিজেপির

কাটোয়া বিধানসভা দখলের লক্ষ্যে কৌশলী পদক্ষেপ

দেবাশিস রায়, কাটোয়া : হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পর এবার আরও বেশি মাত্রায় সংখ্যালঘু তথা মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোট কব্জা করতে রাজ্যব্যাপী ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিজেপি। যার ফলস্বরূপ প্রায়শই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দলে দলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন পদ্মশিবিরে ভিড় বাড়াচ্ছে। এই তালিকায় উঠে এসেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকার নামও। বিজেপিরই একটি সূত্রে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে পদ্মফুলের অভূতপূর্ব সাফল্যের পরেই এমনতর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে বিজেপি নেতৃত্বের একাংশের দাবি। আর সেই সাফল্যেই উজ্জীবিত বিজেপি নেতৃত্ব আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কাটোয়া কেন্দ্রে পদ্ম ফোটাতে এখন থেকেই কৌশলী পদক্ষেপ শুরু করেছে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে কাটোয়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুনীল কুমার মণ্ডল দুই হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে পদ্ম প্রার্থী পরেশ চন্দ্র দাসের কাছে পরাজিত হওয়ার পর থেকেই বিজেপির উল্লসিত কর্মী–সমর্থকরা উত্তেজনায় ফুটছেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, কাটোয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসকে হটিয়ে এবার পদ্ম ফুটবেই।

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে বিজেপি শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্ষরিক অর্থেই একটা জোর ধাক্কা দিতে সমর্থ হয়েছে। আর এতেই প্রবল উত্তেজনায় ছটফট করতে শুরু করেছে গেরুয়া বাহিনী। এই মুহূর্তে দিলীপ ঘোষ–মুকুল রায়ের অনুসন্ধানী চোখ রাজ্যের প্রতিটি বুথে পদ্মফুলের চাষ করার জন্য যোগ্য চাষি খুঁজে বেড়াচ্ছে। বিজেপির লক্ষ্য একটাই, ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের মাধ্যমে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করা।

এই লক্ষ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়েও বিজেপির ঘর গোছানোর কাজ চলছে বেশ জোরকদমেই। এতদিন হিন্দুদের

সমর্থনের ওপর ভিত্তি করে যে বিজেপিকে চলতে হত এবার সেই গেরুয়া শিবির রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সংখ্যালঘু তথা মুসলিম ভোটেও থাবা বসাতে শুরু করেছে। সেই তালিকায় পিছিয়ে নেই পূর্ব বর্ধমান জেলাও।

বিগত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কাটোয়া ও কালনা মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিম সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ পদ্মফুলের পতাকা হাতে তুলে নিয়েছেন বলে দাবি করেছেন বিজেপির জেলা (সাং কাটোয়া) সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ। তিনি বলেন, এ রাজ্যে নানাভাবে বঞ্চনার শিকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন বিকাশ পুরুষ নরেন্দ্র মোদীর গঠনমূলক চিন্তাধারার প্রতি আস্থা রেখেই বিজেপিতে যোগদান করছেন। বিগত কয়েকদিনে কালনার হামিদপুর, কাটোয়ার সাহেবনগর, লোহাপোতা, মল্লিকপুর, চাঁদপুর, ভাটনা, শিমুলগাছি, পেকুয়া প্রভৃতি এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের কয়েকশো মানুষ সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আরও অসংখ্য মানুষ বিজেপিতে যোগদান করবেন।

এদিকে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অরিন্দম বন্দোপাধ্যায় বলেন, কাটোয়া তো বটেই জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের কোনও নেতা–কর্মী কিংবা সমর্থক বিজেপিতে যোগদান করেনি। বিজেপি নেতৃত্ব যোগদানের মিথ্যা কথা বলে সংখ্যা লঘু ভোট দখলের অপচেষ্টা করছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কাটোয়া কেন্দ্র তথা এই জেলা থেকে বিজেপিকে হটানোই তৃণমূল কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য।

২০২০ সালে রাজ্যের সর্বত্রই পুরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। পরের বছর বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এবারের লোকসভা নির্বাচনে অভূতপূর্ব জনসমর্থন কীভাবে ধরে রেখে বিজেপি আসন্ন পুরসভা নির্বাচনী লড়াইয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার কৌশল তৈরি হচ্ছে। তবে, মূল লক্ষ্য ২০২১ সাল। আর সেদিকে তাকিয়েই ব্লু প্রিন্ট তৈরি করতে ব্যস্ত বঙ্গ বিজেপি। যার অঙ্গ হিসেবে আরও বেশি মাত্রায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে পদ্ম শিবির। এজেলার কাটোয়া বিধানসভা ক্ষেত্রেও সেই ধারা অব্যাহত বলে জানা গেছে। রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত, হিন্দু ভোটের একটা বিরাট অংশ আগেই পদ্ম শিবির দখল করেছে। এবার তৃণমূল কংগ্রেস সহ অন্যান্যদের কব্জায় থাকা মুসলিম তথা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোট ব্যাংকে থাবা বসিয়ে বিজেপি আসন্ন পুরসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে বাজিমাত করতে চাইছে। তাই রাজ্য জুড়ে গেরুয়া শিবিরের এমনতর তৎপরতা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৩ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ২২ জুন – ২৮ জুন, ২০১৯

‘জয় হিন্দ– বন্দেমাতরম’ হোক জাতীয় স্লোগান

সম্প্রতি লোকসভা ও বিধানসভায় কেবল ছেলেমানুষি অব্যাহত আছে। লোকসভায় নতুন সাংসদরা শপথ গ্রহণের আগে যে স্লোগান যুদ্ধ শুরু করেছিলেন তাঁরা অত্যন্ত দৃষ্টিকটূ লেগেছে আপামর ভারতবাসীর কাছে। যে যার রাজনৈতিক বিশ্বাস ও ধর্মীয় বিশ্বাস থাকতেই পারে এবং তা প্রকাশের অধিকার আছে ভারতীয় সংবিধান এই ভাবনাকে মান্যতা দেয়। কিন্তু রাষ্ট্রের যেহেতু কোনও ধর্ম নেই সেক্ষেত্রে সংসদে নিজস্ব ধর্মমত সোচ্চারে ঘোষণা করার মধ্যে যতটুকু রাজনৈতিক ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় ততটুকু ভক্তির সেখানে অস্তিত্ব নেই। উত্তর ভারত জুড়ে মথুরা বৃন্দাবনে ‘রাধে রাধে’ শব্দবন্ধ যতটা প্রাসঙ্গিক এবং ভক্তির সাথে উচ্চারিত হয় ততটা সাংসদে প্রাধান্য পায় না। বিজেপি এবারে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকসভায়। সেক্ষেত্রে ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি যতটা সোচ্চারে উচ্চারিত হয়েছে ততটাই দেশভক্তির চেয়ে দলীয় উপস্থিতির সংখ্যা প্রকাশের প্রবণতা রয়ে গেছে। এ রাজ্য থেকে বিরোধী দলের সাংসদদের কণ্ঠেও শোনা গেছে জয় মা কালী ধ্বনি কিংবা শ্রী শ্রী চণ্ডীর নারায়ণী স্তোত্রমের কিছু পাঠ। বাস্তব ক্ষেত্রে বাংলার ঘরে ঘরে মা কালী বা মা দুর্গার পূজা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে হয়ে থাকে। লোকসভার মধ্যে মা কালী বা মা দুর্গাকে নিয়ে এই ধরনের রাজনৈতিক লড়াই অত্যন্ত অমর্যাদাকর। যা ধর্মকে অসম্মানের সমান। কোনও কোনও সাংসদ আঞ্চলিক জয়ধ্বনি দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি। আল্লা হো আকবর ধ্বনিও সোচ্চারে ঘোষিত হয়েছে। জনৈক সাংসদ লোকসভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে বসলেন ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি দেওয়া কোনও একটি সম্প্রদায় বিরোধী। ভারতীয় সংসদের ইতিহাসে এই উক্তি অত্যন্ত লজ্জাজনক।

শাসক ও বিরোধী নেতা নেত্রীদের খেয়াল রাখা উচিত মাঠে ময়দানে তাদের দেওয়া নির্বাচনী স্লোগান লোকসভার মধ্যে সময় প্রযোজ্য নাও হতে পারে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কিংবা মন্ত্রী কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রী থাকেন না তিনি তখন জনগণের। কোনও কোনও সাংসদ ভারতমাতার জয়ধ্বনি তুলেছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে বর্তমান প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে ইতিহাসের প্রতি উদাসীনতা। ভারতের সংসদে আইন করা উচিত ‘জয় হিন্দ’ ও ‘বন্দেমাতরম’ স্লোগান দুটিকে জাতীয় স্লোগানের মর্যাদা প্রদান করা। ইতিহাস বলছে পরাধীন দেশে শত শত বিপ্লবী বন্দেমাতরম ধ্বনি মুখে নিয়ে ব্রিটিশের অত্যাচার সহেছে, গুলি খেয়েছে, নির্বাসন, কারাবাস এমন কি ফাঁসির মঞ্চেও প্রাণ দিয়েছে। অন্যদিকে জয় হিন্দ ধ্বনি তুলে হাজার হাজার আজাদী সেনা তাদের বুকের তাজা রক্তে ভিজিয়ে দিয়েছিল ভারতের উত্তরপূর্ব ভারতের পার্বত্যভূমি। বন্দেমাতরম ও জয় হিন্দ ধ্বনি দুটি মন্ত্রের মর্যাদা পেয়েছে। একদা ভগৎ সিং কিংবা নেতাজির কণ্ঠেও ইনক্লাব জিন্দাবাদ, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক শব্দগুলি ধ্বনিত হয়েছে বারংবার। প্রতি বছর লালকেল্লাতেও সমস্বরে জয়হিন্দ উচ্চারিত হয়। কোনও দেশের পক্ষে তাদের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য অনুসারী স্লোগান অবশ্যই রাজনীতির উর্ধ্বে। দল–মত–ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে জয় হিন্দ ও বন্দে মাতরম ধ্বনি আজও আগামীর জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন এই ধ্বনি দুটিকে অবিলম্বে জাতীয় গর্বের প্রতীক জাতীয় স্লোগান হিসাবে ঘোষণা করা হোক।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কর্মযোগের আদর্শ

সেই ব্যক্তি বুদ্ধদেব, একমাত্র তিনি ইহা সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ব্যতীত জগতের অন্যান্য মহাপুরুষগণের সকলেই বাহ্য প্রেরণার বশে নিঃস্বার্থ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কারণ এই একটি ব্যক্তি ছাড়া জগতের মহাপুরুষগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী বলেন তাঁহারা ঈশ্বরের প্রেরিত বার্তাবহ, উভয়েরই

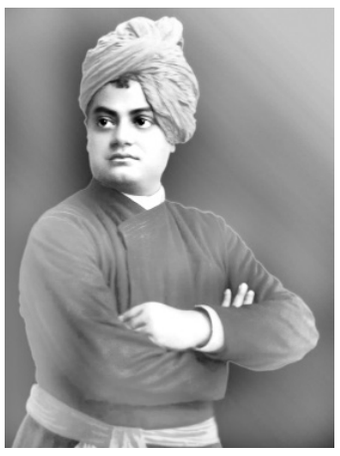

কার্যের প্রেরণাশক্তি বাহির হইতে আসে, আর যত উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাষা ব্যবহার করুন না কেন, তাঁহারা বহির্জগৎ হইতেই পুরস্কার আশা করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাপুরুষগণের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই বলিয়াছিলেন ‘আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন মত শুনিতে চাই না। আত্মা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মতবাদ বিচার করিয়াই বা কি হইবে? ভাল হও এবং ভাল কাজ কর। ইহাই তোমাদের মুক্তি দিবে, এবং সত্য যাহাই হউক না সেই সত্যে লইয়া যাইবে।’

তিনি আচরণে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন, আর কোন মানুষ তাহা অপেক্ষা বেশি কাজ করিয়াছেন? ইতিহাসে এমন একটি চরিত্র দেখাও, যিনি সকলের উপরে এত উর্ধ্বে উঠিয়াছেন। সমুদয় মনুষ্যজাতির মধ্যে এইরূপ একটিমাত্র চরিত্র উদ্ভূত হইয়াছে, যেখানে এত উন্নত দর্শন ও এমন উদার সহানুভূতি! এই মহান দার্শনিক শ্রেষ্ঠ দর্শন প্রচার করিয়াছেন, আবার অতি নিম্নতম প্রাণীর জন্যও গভীরতম সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, নিজের জন্য কিছুই দাবি করেন নাই। বাস্তবিক তিনিই আদর্শ কর্মযোগী সম্পূর্ণ অভিসন্ধিশূন্য হইয়া তিনি কাজ করিয়াছেন।

ফেসবুক বার্তা

যোগ দিবসে এমন ভাবেই ঘরে ঘরে যোগ চর্চার জন্য আবেদন এবং মানুষকে সচেতন করবার জন্য সকলের হাতের মুঠোয় ফেসবুকের জানালার মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

অন্তসার শূন্য নির্দেশে তৃণমূল নেতা কর্মীরা আদৌ প্রভাবিত হবে কি?

নির্মল গোস্বামী

গত ১৮ তারিখে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দলের কাউন্সিলরদের মিটিংয়ে বলেছেন দলে চোর রাখবেন না। খুব ভাল কথা। চোরকে দলে রাখাটাও সমীচীন কি? কিন্তু প্রশ্ন হল এতো বিলম্বে বোধোদয় কেন? যে সব কাউন্সিলর বা এমএলএরা বিজেপিতে যাচ্ছে তারা নাকি সব চোর। সরকারি পয়সা চুরি করে অন্য দলে চলে যাচ্ছে। তারা দল বদল করে যে পার পাবে না। তারও হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। খুব ভালো কথা আমাদের রক্ত ঘাম ঝরানো পয়সা চুরি করলে তার উপযুক্ত শাস্তি হওয়াই উচিত। আইনও তাই বলে।

কিন্তু আমাদের দেশের রাজনীতিকদের মন আর মুখ যে এক নয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। যদি প্রশ্ন করা যায় আজ পর্যন্ত যারা তৃণমূলে আছে তাদের মধ্যে কোনও দুর্নীতি আছে কি? যদি থাকে তাহলে প্রশাসনিক প্রধান এবং দলীয় প্রধান হিসাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। এবং তা জনসমক্ষে প্রকাশ করুন। তাহলেই জনগণ বুঝবে যে ওটা আপনার মুখের কথা নয়, মনের কথা। কারণ বিগত প্রায় আট বছরে আপনি উল্টোটাই করে এসেছেন।

আমরা স্টিং অপারেশানে প্রথম দেখেছি বিজেপির তৎকালীন সভাপতি বঙ্গারু লক্ষ্মণ দশ হাজার টাকা ঘুষ নিচ্ছেন। বিজেপি তৎক্ষণাৎ তাকে সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেয় এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবন ওখানেই শেষ হয়। কারণ ওই ধরনের নেতাদের রাজনীতির অঙ্গনে বিচরণ করা উচিত নয়।

কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। নারদ কান্ডে আপনার দলের নেতা মন্ত্রীরা এক ব্যবসায়ীর এজেন্টদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নিচ্ছে। সারা দেশ তা দেখল। কোনও নেতা মন্ত্রীরা ভিডিওটি জাল বলে কেস করেনি আদালতে। তবুও না সরকার না দল কেউ ব্যবস্থা গ্রহণ করল না। তারা স্বপদে বহাল রইলেন। এর থেকে জনগণ কি বুঝবে যে আপনি সৎচরিত্র লোকেদের নিয়ে চলতে চান? আপনার দলের নীচের তলার কর্মীদের কাছে কি বার্তা গেল? সৎ হওয়ার সুযোগ পেল? না করে খাওয়ার? বাম আমলে এক সিপিআই এমএলএ–র বিরুদ্ধে স্টিং অপারেশন হয়েছিল। সেখানেও টাকা নেওয়ার অপরাধে তাকে পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হয়। আর তৃণমূলের নেত্রী হিসাবে না হোক প্রশাসনিক প্রধান হিসাবেও আপনি কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। আজ মুখে যে কথা বলছেন সেদিন সেটা করে দেখালে আজ আর বলার প্রয়োজন হতো না।

রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র আবার সারদা মামলার দীর্ঘদিন জেল খাটা আসামী। তিনিও নারদায় টাকা নিয়েছেন তাকেই পুনরায় এমএলএ’র টিকিট দিলেন। কামারহাটির জনগণ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল। পুনরায় নেত্রী মদন মিত্রকে ভাটপাড়ায় এমএলএ’র টিকিট দিলেন। একবারও মনে হয়নি যে দুটো মামলায় তিনি একটাতেও ক্লিনচিট পান নি। এই সব দাগীদের যিনি এমএলএ হিসাবে চান। তাঁর মুখে ‘চোরদের দলে রাখব না’ একথা বড়ই বেমানান লাগে।

আজ যিনি মেয়র তিনি ক্যামেরার সামনে বলেছেন ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করি না। এর সহজ মানেটা বাচ্ছা ছেলেও বোঝে। আপনি বুঝেও তার পদোন্নতি ঘটালেন। সাধারণ কর্মীরা কী বুঝবে? নেতাদের তো তারা অনুসরণ করে। নেতারা যা করবে তাই তারা শিখবে। দলের নেতামন্ত্রীরা টাকা নিয়ে নিচ্ছে তারা দেখছে সেই কর্মীরা ২০০০ টাকায় ২০০ টাকা কাটমানি কেন নেবে না? তাদের হাতে লাখ লাখ টাকা মারার সুযোগ কোথায়? তাই ২০০ই সই।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন যে একদলে থেকে টাকা মেরে অন্য দলে গেলেই রেহাই পাবে তা যেন না ভাবে। কাউকে ছাড়া হবে না। অন্যদলে গেলে হয়তো ছাড়া হবে না। কারণ সরকারি ক্ষমতা আপনার হাতে। কিন্তু অন্যদলের দাগী আসামীরা আপনার দলে এলে রেহাই পেয়ে যায়। তৃণমূল কর্মী খুনে অভিযুক্ত গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রাপ্ত কংগ্রেসী নেতা মানস ভুঁইয়া আপনার দলে যোগ দিতেই অভিযোগ মুক্ত হয়ে রাজ্যসভার এম পি হয়ে গেল। তারপর ওই কথা বলার নৈতিক অধিকার কি কারো থাকে?

সন্দেশখালির বিডিও সরকারি টাকা তৃণমূলের নেতারা নয়ছয় করেছে। সেই দুর্নীতি ধরে সেই টাকা সরকারি কোষাগারে ফিরিয়ে এনেছেন। সেই রাগে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা বিডিও অফিস ভাঙচুর করে, বিডিওকে মেরে আধমরা করল। সেই সৎ বিডিওকে নিয়ে তো একটাও কথা বলেননি। একবার হুমকি দেন নি যে যারা আমার সৎ অফিসারকে মেরেছে তাদের ‘‘ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে মেপে নেব’’। যারা দলের বদনাম করে সরকারি টাকা আত্মসাৎ করেছে তাদের কঠোরতম শাস্তি দেব। একথাও বলেন নি। এই কথা বললে প্রশাসনিক মহলে এবং আপনার কর্মী মহলে একটা বার্তা যেত। ওই সাহসী বিডিও যিনি শত হুমকির কাছে ভয় পায়নি, তিনি লোভের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁকে বঙ্গবিভূষণ সম্মান দিয়ে উৎসাহিত করলে বোঝা যেত যে আপনি সত্যি সত্যি সৎ নেতা কর্মী এবং অফিসার চান।

মুখ্যমন্ত্রী চোরদের দলে রাখবেন না বলেছেন। কিন্তু নতুন করে পাড়ার বখাটে ছেলেদের আহ্বান করেছেন দল করার জন্য। এবং তার জন্য তাদের চাকরির ব্যবস্থাও করে দেবেন বলেছেন। সৎ, নিষ্ঠাবান, শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন নেই তৃণমূল দলে। যদিও এই বখাটে ছেলেদের সংজ্ঞা নিরুপিত হয় নি এখনও। কি কি বদগুণ থাকলে একজনকে বখাটে বলা যেতে পারে তার নির্দেশিকা আশা করি কিছু দিনের মধ্যে বের হবে। তবে তার আগে সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে কিছু কর্মী মুখ্যমন্ত্রী পেয়ে যেতে পারেন। যারা বিডিও পিটিয়ে হাত দড় করেছে তারা তো দলে আছেই তবুও নতুন খোঁজ করা যেতে পারে। কিংবা যারা ডাক্তারদের মেরে কপাল ফাটিয়েদিল ওই দুশোজনের মধ্যে অনেক বখাটে ছেলে পাওয়া যেতে পারে। আর বিশেষ গত ১৭ তারিখে কলকাতায় যে ১৮–২০ বছরের ছেলেরা প্রাক্তন ভারত সুন্দরীকে যেভাবে হেনস্থা করল। এবং অন্যভাবে তারা যেভাবে ভয়ডর হীন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে তাতে করে বলা যায় ওই সাতজন নির্ভেজাল বখাটে। ওদের শাস্তি না দিয়ে দলে নিয়ে নিতে পারে।

যাইহোক মুখ্যমন্ত্রীর বার্তায় আমরা ভরসা পাই না, ফলেই বৃক্ষের পরিচয়। আমরা জানি যে একজনের কানের কাছে সৎ হলয়ও সৎ হও বললেই সৎ হওয়া যায় না। সৎ কর্মী গড়ার নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। তৃণমূল নেত্রী কোন দিনই সে পথে পদচারণা করেনি।

আন্তর্জাতিক পিতৃদিবসে ওরা তিনকন্যা পিতৃহারা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সকলে যখন আন্তর্জাতিক পিতৃ দিবসে পিতাকে নিয়ে গর্ব করে নানান ধরনের সেলফি তুলে আনন্দ উপভোগ করতে ব্যস্ত।কেউবা আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোষ্ট করে লিখছেন আমি সুখী বাবা, কেউ বা লিখছেন আমাদের জন্য আজ এই দিনটি উদযাপন হচ্ছে।

সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ওরা এসব কিছুই বোঝে না। ওরা জানে ফোন কি জিনিস, জানে না পিতৃ দিবসের মানে ও! ওরা তিন বোন কোয়েল, শ্রাবন্তী আর বর্ষা মন্ডল। ওদের কোনও ভাই নেই! পিতৃ দিবসের দিনই ওরা পিতার স্নেহ–মায়া–মমতা থেকে বঞ্চিত! এ এক করুণ বেদনাময় অধ্যায়ের যবনিকা! পিতৃ দিবসের দিন দুপুরেই পিতৃহারা হল ওরা তিন বোন। বাবার নশ্বর দেহখানি দেখার সুযোগ মেলেনি। বাবার রেখে যাওয়া শেষ সম্বল ভোটার কার্ডের জেরক্স।আর সেই জেরক্সের

ছবি বুকে আঁকড়ে ধরে অনর্গল কেঁদেই চলেছে। এমন করুণাময় দৃশ্য দেখা গেল রবিবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হেড়োভাঙা গ্রামে। তিন বোনের মধ্যে বর্ষা একদম ছোট। সারাক্ষণ এঘর ও ঘর খুঁজেই চলেছে তার আদরের বাবা কে। বিষাদগ্রস্ত মা মায়া মন্ডলকে কখন গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বর্ষা বলছে ও মা বাবা কোথায় ?বাবা আসবে না?আমাকে লজেন্স কিনে দেবে কখন? কোনও প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে বর্ষা তার মায়ের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আবারও কেঁদেই চলেছে। বর্ষা জানে যে,তার পিতৃদেব আর ইহলোকে নেই!কয়েক ঘন্টা আগেই তার বাবার মৃতদেহ একটি পুকুর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে পুলিশ! পিতৃ দিবস তো দুরের কথা,ছোট্ট বর্ষা আগামী দিনে অনেক বড় হবে,বুঝতে শিখবে,কিন্তু সে তার বাবাকে আর চিরতরে বাবা বলে ডাকতে পারবে না।হয়তো একদিন ভুলেও যাবে! পৃথিবী ব।ই অসহায়,পিতৃদিবসে এ এক করুণ দিনজ্ঞাপন ওরা তিন বোন পিতৃহারার।

নরেন্দ্র মোদীর স্বচ্ছতা অভিযানই নিরঞ্জনের দিন গুজরানের রসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সালটা ১৯৭৬। অভাবের তাড়নায় ওড়িশার শিটল গ্রাম থেকে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার ইটখোলা গ্রামপঞ্চায়েতের ২ নং গোলাবাড়ি গ্রামের মাতলা নদীর তীরে বসবাস শুরু করেন নিরঞ্জন পরিডা।

স্ত্রী দুর্গা,চার ছেলে ও তিন মেয়ে কে নিয়ে সংসার। অভাব থাকা স্বত্বেও ছেলে–মেয়েদের কে মানুষ করে সংসার জীবনে বেঁধে দেন নিরঞ্জন পরিডা। স্ত্রী দুর্গা ২০০১ সালে স্বামী নিরঞ্জন পরিডা কে পরিত্যাগ করে তাড়িয়ে দেয়। সেই থেকে রাজপথ,ষ্টেশন,গাছতলায় দিন কাটান অসহায় নিরঞ্জন পরিডা।

সাত ছেলে মেয়ের মধ্যে একমাত্র মেজো মেয়ে বন্দনা দাস মাঝে মধ্যে বাবাকে দেখাশোনা করেন। বৃদ্ধ নিরঞ্জন বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত। ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করার ইচ্ছা থাকলেও ৩০–৪০ টাকায় জীবিকা নির্বাহ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইদানিং প্রায় বছর চারেক হল পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন বাজার এলাকা, রাজপথ,ষ্টেশনে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করা। নিরঞ্জন পরিডা বলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বচ্ছ ভারত অভিযান’ কে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে বেশ সুখেই দিন যাপন করতে পারছি। প্রথমে ক্যানিংয়ের হেড়োভাঙা বাজার, সাতমুখী বাজার, ক্যানিং ষ্টেশন সংলগ্ন বাজার, বাসন্তীর কুলতলি বাজার এলাকায় রাজপথে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতাম। পরে জঞ্জাল গুলো আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিতাম।অনেকে হাসি ঠাট্টা করতো আবার স্থানীয় দোকানদাররা আমার কাজ দেখে ৫–১০টাকা করে দিতেন।

তাতে করে প্রতিদিন প্রায় ২০০ টাকা উপার্জন হয়।বেশির ভাগ সময়ই রাতে ক্যানিং ষ্টেশনের ফুটপাথে থাকি। মাঝে মধ্যে বাসন্তী ব্লকের গৌরদাস পাড়ায় মেজো মেয়ে বন্দনা দাসের বাড়িতে গিয়েও থাকি। আজ যদি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বচ্ছ ভারত অভিযান’কে

পেশা হিসাবে না নিতাম তাহলে এই ৭৩ বছর বয়সে দুঃখের শেষ থাকতো না।

স্থানীয় ব্যবসায়ী বলরাম রায়, সিকান্দার সাহানী, দেবব্রত মুখার্জী, বাপী পাত্র’রা বলেন দৈনিক প্রচুর পরিমাণ জঞ্জাল জমে যায় এই ক্যানিং বাজার এলাকায়। অনেক সময় বৃষ্টিতে জল জমে যায় ময়লা আবর্জনার জন্য। নিরঞ্জন পরিডা ঝাড়ু দিয়ে প্রায়ই ময়লা আবর্জনাগুলো ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে দেন। না হলে নোংরা আবর্জনার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে হতো।

নিরঞ্জন পরিডার এহেন কাজের প্রশংসা করতে ভোলেননি ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যানিং ১নং মন্ডলের কর্মকর্তারা।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা পূর্বজেলার বিজেপি যুব মোর্চার সহ সভাপতি অসিত মন্ডল, অজয় বায়েন, সঞ্জয় নায়েকরা বলেন, ৭৩ বছরের বৃদ্ধ যে ভাবে পেটের টানে স্বচ্ছ ভারত অভিযান’ কে সম্বল করে রাজপথে নিত্যদিন ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছেন তা এককথায় তুলনাহীন। বৃদ্ধের এমন কাজের জন্য কোনও প্রশংসাই তাঁর সমতুল্য হতে পারে না।

পাঠকের কলমে

দ্বিতীয় বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কারণ

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি (নরেন্দ্র মোদী) খুব ভালো ভাবে জয় লাভ করলেন এবং মোদীজি পুনরায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন, এর পেছনে বেশ কয়েকটা কারণ আছে।

১. ভারতবর্ষের মানুষ বুঝতে পেরেছেন সে এই মুহূর্তে কংগ্রেসে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য মানুষ নেই।

২. আঞ্চলিক দলগুলো এই মুহূর্তে ইউনাইটেড নয় তাদের মধ্যে কোনও নীতি নেই বিশেষ কোন ইস্যু নেই।

৩. সেই তুলনায় বর্তমানে বিজেপিতে অন্তত চারজন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্য মানুষ আছেন।

৪. আঞ্চলিক দলগুলো নির্বাচনের দিন পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারল না যে ওনাদের মধ্যে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন। দুই এক জনের নাম সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে বটে। কিন্তু তাদের নিজেদের রাজ্যেই নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা নেই।

৫. নরেন্দ্র মোদীর দেশ পরিচালনার ক্ষমতা দেখে ভারতের মানুষ মুগ্ধ। তার দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্নই নেই। যা এই পাঁচ বছরে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।

৬. মোদীজির বিদেশ নীতি খুবই প্রশংসনীয় এশিয়া ছাড়া ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক ভারতের মানুষকে মুগ্ধ করেছে।

৭. রাশিয়া চিরদিন ভারতের পাশে আছে এবং আশা করি থাকবে। কিন্তু মোদীজি আসার পর, ফ্রান্স, ব্রিটেন, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, আরব আমীরশাহীর সঙ্গে ভারত সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছে।

৮. তিন বার চিন ভেটো দিয়ে আজাহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী তকমা থেকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু নাছোড় মোদীজির চাপে উপরিউক্ত দেশ ও চিনকে চাপ দিয়ে শেষে আজাহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করতে বাধ্য করেছে। যা আগে কোনও প্রধানমন্ত্রী করতে পারেনি। এর থেকে বোঝা যায় মোদীজি কত বড় মাপের রাজনীতিবিদ।

৯. পাকিস্তানের উপর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে মোদীজি সারা পৃথিবীকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, ইট মারলে পাথর খেতে হবে এবং ভারত এক শক্তিশালী দেশ।

১০. জিএসটি চালু করে দেশের লাভ হয়েছে।

১১. তিন তালাক বিল পার্লামেন্টে পাশ করিয়ে মোদীজি সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন যাতে শুধু মুসলিম মহিলারা নন মুসলিম পুরুষরাও খুশি হয়েছেন। কারণ ওনারা বুঝতে পেরেছেন এই অসহায় মহিলারা কোথায় যাবেন তাদের একটা আইনি সহায়তা দেওয়ার দরকার আছে।

১২. যতবার তৃতীয় ফ্রন্ট, চতুর্থ বা ফেডারেল জোট–এর কথা বলা ততবার বিরোধীরা পরিচিত হয়েছেন।

১৩. গরিব মানুষের জন্য জিরো ব্যালেন্স–এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চালু করে প্রচুর মানুষের উপকার হয়েছে।

১৪. প্রতি ঘরে ঘরে জ্বালানি গ্যাস পৌঁছে দিয়ে গরিব মানুষের প্রভূত উপকার হয়েছে।

১৫. প্রতি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দিয়ে গবির মানুষের সেবায় নিজেকে লাগাতে পেরেছেন।

১৬. গ্রামে গ্রামে প্রতি বাড়ি বাড়ি শৌচাগার বানিয়ে নারী পুরুষের সম্মান রক্ষা করতে পেরেছেন।

১৭. গরিব মানুষের জমির উপর বাড়ি বানিয়ে দিয়ে তাদের মাথা গোজার ঠাঁই করে দিয়েছেন। সকলকে ভাবতে হবে ভারতের ধনী থেকে গরিব মানুষ বেশি, শহর থেকে গ্রামে বেশি মানুষ বসবাস করেন।

শ্যামল কুমার সাহা, ১৫৬ প্যায়ারী মোহন রায় রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৭

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: লরির ধাক্কায় বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে বিপত্তি ঘটলো বাসন্তীতে। রবিবার ভোরে মালবোঝাই একটি লরি বাসন্তী গদখালি রোডের চাঁদখালী তে রাস্তার পাশের একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারলে সেটি গিয়ে রাস্তার উপর পড়ে।রাস্তার উপরে বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ায় বন্ধ হয়ে যায় রাস্তা। ঘটনার জেরে বাসন্তী–গদখালি রোড অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।ব্যাহত হয় যানবাহন চলাচলও।বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে এলাকার মানুষজন পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়।এলাকার মানুষজনের দাবি প্রায় দু'মাস ধরে এলাকায় বিদ্যুত নেই,একাধিকবার বিদ্যুত দপ্তর কে বলা সত্ত্বেও বিদ্যুত সমস্যার কোনও সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়নি। সে কারণে তাদের বিদ্যুতের ব্যবস্থা না করলে এই খুঁটি মেরামতির কাজ করতে দেবেন না বলে দাবি করেন গ্রামবাসীরা। পাশাপাশি এলাকায় বিদ্যুতের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। পরে দ্রুত এলাকায় বিদ্যুত সংযোগ চালু হবে বলে পুলিশ আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়। এই ঘটনার জেরে সকাল থেকে প্রায় তিন ঘন্টা অবরুদ্ধ হয়ে থাকে বাসন্তি গদখালি রোড।

দোকান আত্মসাৎ করার জন্য বাবা–মাকে কোপালো ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাজারের উপর একটি দোকান একাই আত্মসাৎ করার পরিকল্পনা ছক কষেই বুধবার বিকালে প্রতিবেশী অসিত সরদার, গোবিন্দ সরদার কে সাথে নিয়ে লাঠি, বাঁশ, ধারালো টাঙি দিয়ে বাবা মা ভাইদের উপর আচমকা আক্রমণ করে কোপালো গুণধর ছেলে অজয় দাস।টাঙির কোপে গুরুতর জখম হয়েছেন নিতাই দাস, মুঙ্গলী দাস। বাবা মাকে ছোট ভাই টাঙি দিয়ে কোপাচ্ছে দেখে তাদের কে উদ্ধার করতে গেলে আনন্দ দাস কে বাঁশের লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধোর করা হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় লোকজন গুরুতর জখম অবস্থায় আহতদের কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। টাঙির কোপে এবং বাঁশের লাঠি খেয়ে গুরুতর জখম অবস্থায় বর্তমানে তিনজন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি বাজারে। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে গোলাবাড়ি গ্রামের নিতাই দাসের একটি মাটির হাঁড়ি কলসীর দোকান রয়েছে গোলাবাড়ি বাজারে। ছোট ছেলে অজয় দাস ও অজয়ের স্ত্রী রীতা দাস বাজারের দোকানটি তাদের নামে লিখে দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে।নিতাই বাবু ছোট ছেলের কথায় কান না দিয়ে তিনি তাঁর ছয় ছেলেমেয়ে কে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে রাজি হলে, ছোট ছেলে অজয় মানতে রাজি হয়নি। গত প্রায় বছর পাঁচে আগে এমন ঘটনায় অজয় ও তার স্ত্রী রীতা দাস পরিবারের সকলের নামে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।বর্তমানে সেই মামলা এখনও বিচারাধীন।

এদিন বিকালে দুই সঙ্গী কে নিয়ে বাবা মা কে টাঙি দিয়ে এলোপাথাড়ি ভাবে কোপাতে থাকে অজয়। মেজো ভাই আনন্দ বাবা মাকে মারধোরের হাত থেকে বাঁচাতে গেলে বাঁশ দিয়ে তাকে ও বেধড়ক মারধোর করা হয়।ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালে অজয় ও তার দুই সঙ্গী পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা আহতদের কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে নিতাই দাস তার ছেলে অজয় এবং বৌমা রীতা দাসের যাতে কঠোর শাস্তি হয় সেই আবেদন করেন। এ বিষয়ে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছে নিতাই বাবুর পরিবারের লোকজন। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে আত্মঘাতী স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্ত্রীর সাথে বিবাদের জেরে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হল এক যুবক। মৃতের নাম অরুণ নায়েক(৩৫)। শুক্রবার সকালে বাসন্তী থানা রানিগ। গ্রামের নদীর পা। থেকে উদ্ধার হয় অরুণ বাবুর মৃতদেহ। স্থানীয়রাই দেহ দেখতে পেয়ে বাসন্তী থানায় খবর দিলে বাসন্তী থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। এ বিষয়ে থানায় কোন অভিযোগ দায়ের করেনি মৃতের পরিবারের সদস্যরা।

দীর্ঘ দুমাস ধরে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। রাগ করে স্বামীর ঘর ছে।ে স্ত্রী বাপের বা।িতে ও চলে গিয়েছিলন। সেখানে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বহির্ভূত নতুন সম্পর্ক গ।ে তোলেন স্ত্রী সুমিত্রা নায়েক বেরা। শ্বশুরবা।িতে গিয়ে স্ত্রীকে বা।ি ফিরিয়ে নিয়ে আসার ও চেষ্টা করেন অরুণ নায়েক। কিন্তু আসা তো দূর স্ত্রী সুমিত্রা সহ শ্বশুর বা।রি লোকেরা অপমান করে অরুণ কে তা।য়ি দেয়। সেই অপমান সহ্য করতে না পেরেই বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয় অরুণ। অরুনের বাবা তপন নায়েক জানান, দিন তিনেক আগে স্ত্রীকে বাপের বা।ি থেকে আনতে গিয়েছিল অরুণ। কিন্তু স্ত্রী আসতে রাজী হয় নি। উল্টে অরুণ কে অপমান করে সেখান থেকে তা।য়ি দেয় স্ত্রী ও শ্বশুরবা।রি লোকেরা। আর সেই কারণেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় সে। গত দুদিন নিখোঁজ ছিল অরুণ। আত্মীয় স্বজনদের বা।িতে খুঁজে ও পাওয়া যায়নি তাকে। বা।িতে থাকা অরুণের পয়সার ব্যাগে তল্লাশি করে সেখান থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়। এরপরই এলাকার নদী তীরবর্তী জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয় অরুনের দেহ। স্থানীয় মানুষদের দাবী, বিয়ের পর থেকেই অরুণের উপর মানসিক অত্যাচার করতো স্ত্রী সুমিত্রা। আর সেই কারণেই পরিবারে অশান্তি লেগেই ছিল।

অরুণের পরিবারের সদস্যদের দাবী সুমিত্রা অন্য পুরুষের সাথে সম্পর্ক করেছে জানতে পেরেই মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হয়েছে অরুণ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

সাপের কামড় খেয়ে ওঝার দ্বারস্থ, পরে হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাতেই খাওয়া দাওয়া করে মশারি টাঙিয়ে বিছানায় ঘুমিয়ে ছিলেন। আচমকা রাত বারোটা নাগাদ সাপের কামড়ে চিৎকার শুরু করে দেন জনেক বছর পঞ্চান্নর এন্তাজ আলি মোল্লা। চিৎকার চেঁচামেচিতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ছুটে এসে জানতে পারেন বৃদ্ধকে সাপে কামড় দিয়ে পালিয়েছে। মুহূর্তে পরিবারের সদস্যরা বৃদ্ধকে নিয়ে স্থানীয় এক মহিলা ওঝা গুণীনের কাছে নিয়ে যান। সেখানে চলে দীর্ঘক্ষণ ঝাড়–ফুঁক।সেখানে বৃদ্ধের শারীরীক অবস্থার অবনতি হলে মহিলা গুণীন বেগতিক বুঝে রণে ভঙ্গ দেন। পরিবারে সদস্যরা এন্তাজ আলি মোল্লা কে সোমবার দুপুরে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তাঁর অবস্থা আশাঙ্কজনক।ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের কচুখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধানগর গ্রামে। প্রতিবেশী যুবক ওঝা গুণীনের কথা অস্বীকার করে বলেন নদী এলাকা হওয়ায় আমরা প্রথমে এক হোমিও চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাই তারপর ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এসেছি।

বিশিষ্ট আইনজীবী তথা সমাজসেবী দীপক হালদার বলেন, বর্তমানে চিকিৎসা পরিষেবা উন্নততর হওয়া স্বত্বেও সুন্দরবন এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষজন ওঝা গুণীন কে বিশ্বাস করেন। গ্রাম্য মানুষদের কে সচেতন করতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কে প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে শিবির করে সচেতনতা করলে তবেই এমন কুসংস্কার বন্ধ হবে। তাহলে সাধারণ গ্রাম্য মানুষ এমন কুসংস্কার থেকে দূরে থেকে বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসার উপর নির্ভরশীল হবেন।

মাটি ও মানুষ

উন্নতমানের বীজ : উন্নত কৃষির মূল চাবিকাঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে বীজ। উন্নত বীজ হল উন্নত কৃষির মূল চাবিকাঠি। ভালো মানের বীজ উৎপাদন ও ব্যবহারে রাজ্য অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে। রাজ্য সরকারের অধীন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ শংসীকরণ সংস্থার সরকারি তত্ত্বাবধানে দফতরের কৃষিখামারসমূহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম, জাতীয় বীজ নিগম, রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ নিবিড় এলাকা উন্নয়ন নিগম (W. B. C.A.D.C), কৃষি সমবায়, অসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বনির্ভর গোষ্ঠী, ফার্মার্স ক্লাব এবং নানা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান রাজ্যে বিভিন্ন ফসলের বীজ উৎপাদন করে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ শংসিতকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে যে যে ফসলসমূহের বীজ উৎপাদন করা হয় সেগুলি হল :

* তণ্ডুলজাতীয় ফসল– ধান, গম, হাইব্রিড ভুট্টা
* ডালশস্য– মুগ, কলাই, ছোলা, অড়হর, মুসুরি ও খেসারি
* তৈলবীজ– সরষে, বাদাম, তিল
* অন্যান্য ফসল– পাট, আলু, গোখাদ্য

কোথায় কোথায় চলছে বীজ উৎপাদন

* স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী, জাতীয় বীজ নিগম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম, কৃষি সমবায় ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে নদিয়া জেলায় বিস্তীর্ণ এলাকায় হাইব্রিড ভুট্টার চাষ চলছে।
* রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ শংসিতকরণ সংস্থার মাধ্যমে নদিয়া জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় হাইব্রিড ভুট্টার চাষ চলছে।
* রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ শংসিতকরণ সংস্থার তত্ত্বাবধানে চলছে আলুবীজ উৎপাদনের কাজ। ২০১৩–১৪ সাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি খামারে আলুর রিডার থেকে ফাউন্ডেশন বীজ উৎপাদনের বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। রাজ্য বীজ নিগম ও অন্যান্য সংস্থা সেই উৎপাদিত ফাউন্ডেশন বীজ ব্যবহার করে শংসিত ফাউন্ডেশান বীজ ব্যবহার করে শংসিত আলুবীজ উৎপাদন করছে, যা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ন্যায্য মূল্যের দোকানে সুলভে কৃষকদের মধ্যে বিক্রয় করা হচ্ছে।
* ১০ বছরের কম বয়সী ধান, গম, সরিষা, বাদাম, আলু, পাট–প্রভৃতি ফসলের নতুন জাতকে জনপ্রিয় করা হচ্ছে। এছাড়া রাজ্যের ৪০০ হেক্টর জমিতে মোট ২০০ মেট্রিক টন পাটবীজ উৎপাদনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
* শস্য বৈচিত্র্যকরণ কর্মসূচিকে সফল করার লক্ষ্যে তৈলবীজ, ডালশস্য, পাট, আলু প্রভৃতি ফসলের বীজ উৎপাদনকে বাড়ানোর লক্ষ্যে রাজ্যের চারটি আঞ্চলিক কার্যালয়ে সেই অঞ্চলের সমস্ত বীজ উৎপাদক সংস্থাগুলিকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে এবং যথাযথ গুরুত্ব সহকারে উৎপাদন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প যেমন, RKVY, BGREL, NMOOP, NFSM(Pulse), NFSM (Jute) প্রভৃতিতে বীজ উৎপাদনকারী কৃষক এবং সংস্থাকে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ শংসিতকরণ সংস্থার মাধ্যমে এই সমস্ত প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন ফসলের নতুন জাতের শংসিত বীজ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে রাজ্যের কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

সরকারি কৃষি খামারেও বীজ উৎপাদন

বর্তমানে সারা রাজ্য জুড়ে রয়েছে মোট ১৯০টি কৃষিখামার। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগমকে ৩টি কৃষিখামারের অনুমিত দখল দেওয়া হয়েছে। এই কৃষি খামারগুলির মূল কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে– রাজ্যর বিভিন্ন কৃষি জলবায়ু অঞ্চলে চাষের উপযুক্ত ফসলের বিভিন্ন জাতের উপযোগিতা পরীক্ষা, ফসলের প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপন এবং তার পাশাপাশি ধান, গম, ভুট্টা, পাট, তৈলবীজ, ডালশস্য, আলু, আখ, ধৈঞ্চা প্রভৃতি ফসলের উন্নতমানের বীজ উৎপাদন করা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফসলের উন্নত ও নতুন জাতের শংসিত ও ট্রুথফুলি লেবেলড শ্রেণির বীজ উৎপাদন করে স্থানীয় কৃষকদের সরাসরি বিক্রয় করা হয়। এছাড়া সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে বিতরণও করা হয়। পরিবর্ধক ও আধারীয় বীজও কিছুটা উৎপন্ন করা হয়, যেগুলি পরবর্তী শ্রেণির বীজ উৎপাদনে কাজে লাগে।

বিগত দুই বছর দরে সরকারি কৃষিখামার ও গবেষণাকেন্দ্রে বেশি করে 'বীজআলু' উৎপাদনের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বীজ উৎপাদনে অন্তরায়গুলি দূর করার জন্য কয়েকটি বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ২০১৭–১৮ অর্থবর্ষে বিভিন্ন ফসলে বিভিন্ন শ্রেণির বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রাকে বর্ধিত করা। এর পাশাপাশি উন্নত কৃষিযন্ত্রপাতি এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতিকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে।

গুণমান নির্ধারণের জন্য বীজ পরীক্ষাগার

বীজের গুণমান নির্ধারণের জন্য বর্তমানে রাজ্যে পাঁচটি বীজ পরীক্ষাগারে বীজ পরীক্ষার কাজ চলছে। এগুলি হল টালিগঞ্জ, বর্ধমান, মালদহ, বাঁকুড়া এবং কৃষ্ণনগর। এর মধ্যে নদিয়ার কৃষ্ণনগর এবং বাঁকুড়ার পরীক্ষাগার দুটি নতুন এবং অত্যাধুনিক। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকার বীজের গুণমান যাচাই করার জন্য এবং কৃষকভাইদের যথাযথ মানের শংসিত বীজ সরবরাহের কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রত্যেক জেলাতে একটি করে বীজ পরীক্ষাগার চালু করার চিন্তা–ভাবনা করছে।

সৌজন্যে : বসুন্ধরা

বৃষ্টির ঘাটতি হলেও আশাবাদী কৃষি দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ২৯টি ব্লকে প্রায় ৩ লক্ষ ৬০ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ হয়। জুন মাস শেষ হতে চললো এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত বৃষ্টির দেখা নেই। বিক্ষিপ্ত ভাবে এই সপ্তাহের শেষের দিকে দু এক পশলা বৃষ্টিতে কৃষকরা আশার আলো দেখছে। জেলা কৃষি দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর কাজল চক্রবর্তী জানালেন, এখনও পর্যন্ত লক্ষ্য মাত্রার জমিতে মাত্র ১০ শতাংশ বীজতলা ফেলা হয়েছে। বৃষ্টিরও ঘাটতি আছে। তবে এক্ষুনি চিন্তার কোনও কারণ নেই। জুলাই মাসের মধ্যে বীজতলা তৈরি হয়ে যাবে। ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বীজতলা রোপণের সময় থাকে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই বৃষ্টির ঘাটতির সমস্যা মিটে যাবে। কাজলবাবু জানালেন, আত্মা প্রকল্পে জেলার প্রতিটি ব্লকে দেশীয় আমন ধানের প্রদর্শনী ক্ষেত্র করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন (NFDSM) প্রকল্পে কৃষকদের বিনামূল্যে উচ্চফলনশীল ধানের বীজ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও কৃষকদের জন্য ভর্তুকী মূল্যে কৃষি সরঞ্জামও দেওয়া হচ্ছে ব্লক থেকে। বিশদ জানতে ব্লক কৃষি দফতরে কৃষকরা যোগাযোগ করতে পারেন।

দেশীয় আমন ধানের চাষে উৎসাহ দিতে সরকারী উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনাল জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লক কৃষি দফতরের উদ্যোগে দেশীয় লুপ্ত প্রায় আমন ধান চাষে উৎসাহ দিতে আত্মা প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় ১১টি অঞ্চলে প্রদর্শনী ক্ষেত্র করা হচ্ছে। দফতরের আধিকারিক ডাঃ শান্তনু পাল জানালেন, উন্নত জাতের ধান যেমন হামাই, হিউজ, মৌল, ইকো, কালাভাত (ক্যানসার রোগ প্রতিরোধে সহায়ক) কৃষকদের বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও কনকচূড়, আউস পাঁজালী ধানের বীজও দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে বিনামূল্যে সার ও ঔষধ দেওয়া হচ্ছে। বজবজ–২ নম্বর ব্লকের মোট ১৫০ জন কৃষককে এই প্রকল্পে নথিভুক্ত করে প্রদর্শনী ক্ষেত্র করা হচ্ছে। এছাড়াও জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন প্রকল্পে এক লপ্তে ১০০ হেক্টর জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের জন্য উন্নত মানের স্বর্ণসাব–১ বীজ ধান কৃষকদের বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। বিশদ জানতে কৃষকরা দফতরে যোগাযোগ করতে পারেন।

পথ দুর্ঘটনায় জখম ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন ৫জন। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঝড়খালি কোষ্টাল থানার নফরগঞ্জ এলাকায়। আহতদের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে ঝড়খালি কোষ্টাল থানার নফরগঞ্জ এলাকায়। গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য ২ জন কে বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, এদিন সন্ধ্যায় ঝড়খালির দিক থেকে ৪ জন আরোহী আসা একটি বাইকে দ্রুতগতিতে নফরগঞ্জ বাজারে আসার সময় আচমকা শোভা মন্ডল নামে এক মহিলাকে ধাক্কা মারে। ধাক্কা মারার পরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিটকে যায় বাইকটি। ঘটনাস্থলেই আহত হন এক মহিলা সহ ৫ জন। স্থানীয় মানুষজন গুরুতর জখম অবস্থায় ৫ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠালে ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে তাদের কে বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসক।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে রোগীদের পরিষেবা দিতে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা,বাসন্তী,জীবনতলা,ক্যানিং ব্লক সহ অন্যান্য ব্লকের রোগীরা চিকিসার জন্য আসেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্যতম ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে।এই হাসপাতালে প্রতিদিন হাজার হাজার রোগী আসেন চিকিসার জন্য।

এই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে একাধিক অভাব অভিযোগ রয়েছে রোগী সহ রোগীর পরিবার পরিজনদের।

অভিযোগ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে যাতায়াতের মেন গেটের সামনে অটো,টোটো এবং ভ্যান দাঁ।য়ি থাকায় রোগী নিয়ে যাতায়াত করতে সমস্যা হয়।হাসপাতালের জরুরী বিভাগের সামনে প্রচুর বাইক,সাইকেল দাঁ।য়ি থাকায় এ্যাম্বুলেন্স সহ রোগী নিয়ে হাসপাতালে প্রবেশ করা দুঃর্বিসহ হয়ে ওঠে।পাশাপাশি যাত্রী প্রতিক্ষালয় থাকলেও সেখানে কোন আলোর ব্যবস্থা নেই।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পরিষেবা নিয়ে বৃহস্পতিবার এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক তথা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান শ্যামল মন্ডল,হাসপাতাল সুপার ইন্দ্রনীল সরকার সহ বিশিষ্টরা।বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন বৈঠকে আলোচনা হয়েছে খুব শ্রীঘ্রই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। রোগীদের পরিষেবার ক্ষেত্রে যাতে করে কোনরকম অসুবিধা না হয় সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।এছা।া পুলিশ কে নির্দেশ দিয়েছি যাতে করে হাসপাতালের প্রবেশ পথে কোন যানবাহন ভী। করে না দাঁ।ায় সে বিষয়ে পুলিশকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছি।

এদিন সন্ধ্যায় বৈঠক শেষে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে বিভিন্ন কাজকর্ম পরিদর্শন করে বিধায়ক।

চালু হোক রোগী ভর্তি কেন্দ্র

প্রথম পাতার পর

মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে ডাক্তাররাই তো জানিয়েছেন বাড়ির রং বদলেছে, গেট বদলেছে। স্বাস্থ্যের হৃদয় বদলায় নি।আসলে মরণাপন্ন রোগীকে নিয়ে যারা সরকারি হাসপাতালে ছুটে যান তাদের অভিজ্ঞতাতর সঙ্গে যারা নবান্নে বসে ঠাণ্ডা হলে মিটিং করলেন তাদের অভিজ্ঞতার ফারাক বিস্তর। মুখ্যমন্ত্রী, উচ্চপদস্থ আমলা ও ডাক্তাররা কি জানেন এমারজেন্সির দরজা থেকেই ঠোক্কর খাওয়া শুরু হয় সাধারণ মানুষের। টিকিটটা হাতে নিয়ে এমারজেন্সির ভিতরে লোহার খাঁচায় ঝাঁপ দেওয়া থেকে অবহেলার শুরু। ডাক্তারকে নিয়ে চলছে টানাটানি। কাকে আগে দেখবেন তা নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। যদি ভর্তি হওয়া গেল তাহলে শুরু হল শবরীর প্রতীক্ষা। ট্রলি নেই। সে গেছে অন্যতত্র। ফিরলে পাবেন। কাগজ পত্র? দাঁড়ান তৈরি হোক। ওয়ার্ডে তো থইথই অবস্থা। এক বেডে পা–মাথা উল্টো দিক করে দুজন। কখনও কখনও তিন জনেরও দেখা মেলে। এরপর ডাক্তার দেখার অপেক্ষা। বাড়িতে লোক নেই আয়া যোগাড়ের তোড়জোড়। এর মধ্যে রোগী বেঁচে ছাকলে কপাল ভালো। নইলে ভগবানই ভরসা। আর যদি টিকিটে লেখা হয় 'অ্যাডমিশন আরজেন্ট, নো বেড' তাহলে তো মাথায় বজ্রপাত। এমারজেন্সির বাইরে যারা আত্মীয় বন্ধু দাঁড়িয়ে আছেন তাদের মোবাইল চালু হল স্থানীয় রাজনৈতিক দাদা–দিদিদের সুপারিশ পাওয়ার আশায়। যদি পাওয়া গেল তো রক্ষে না হলে রোগী নিয়ে শহর পরিক্রমা ছাড়া উপায় নেই। এখানেই সঙ্গী সেই ভগবান।

এমনই এক রোগীর পরিজনের আক্ষেপ প্রত্যেক হাসপাতালেই যদি এমন একটি কেন্দ্র থাকত যারা অন্য হাসপাতালের বেডের হদিশ বা যোগাযোগ করে দিত তাহলে হয়রানিটা বাঁচত। তার আকুল প্রশ্ন, এখন তো কম্পিউটরেই সব হয় এমনটা কি করা যায় না? তারপর হতাশার সুরে বললেন কে শুনবে আমাদের কথা! যাদের টাকায় বিনা পয়সার হাসপাতাল চলছে তাদের কথা শুনে ডাক্তারদের সাফ কথা, নার্স, চিকিৎসক, শয্যা সংখ্যা না বাড়লে কোনও উপায় নেই। সত্যি কি নেই? যারা অচলাবস্থা কাটাতে বৈঠকে বসলেন তারাই তো ভেবে দেখতে পারেন। নইলে অসন্তোষ আর অশান্তি ঠেকাবে কে?

কোন সাপের চরিত্র কেমন

প্রথম পাতার পর

(১) কালাজ –প্রচন্ড তীক্ষ্ণ বিষধর সাপ এটি।এর আঞ্চলিক নাম শিয়রচাঁদা বা ঘামচাটা।এদের কোনও ফণা নেই।এরা লম্বা তিন থেকে চারফুট হয়ে থাকে।একমাত্র রাতেই বিছানায় উঠে এসে কামড় দেয়। কামড় দেওয়ার পর কোনও দাগ থাকে না এবং রক্ত বের হয় না। এমন ঘটনা যা কিনা পৃথিবীতে বিরল! কামড়ের সময় মাত্র এক মিলিগ্রাম বিষ প্রয়োগ করে। এই সাপের কামড়ে প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় বেশি মৃত্যু(৬২.৮%)। কালাজ এর বিষ স্নায়ুকেন্দ্র নষ্ট করে দেয়। এই সাপ ভয়াল ভয়ঙ্কর ও তীক্ষ্ণ বিষধর। এদের গায়ের রঙ কালো,তার উপর ডোরাকাটা সাদা দাগ। এদের কে রাতেই দেখতে পাওয়া যায়।

(২)শঙ্খচূড় – এই সাপ লম্বায় প্রায় ১০–১২ ফুট হয়ে থাকে।এটি পৃথিবীর সবথেকে বড় ধরনের বিষধর সাপ।এই সাপ মাত্র ১২ মিলিগ্রাম বিষ প্রয়োগ করে।সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে এদের দেখতে পাওয়া যায়।সর্প বিশেষজ্ঞদের মতে এই বৃহত বিষধর শঙ্খচূড় প্রজাতির সাপটি অবলুপ্তির পথে।

(৩)গোখরো – এটি ফণাধর বিষাক্ত সাপ। এটির কামড়ালে নার্ভ কে অচল করে দেয়। কামড়ের সময় মাত্র ১৫ মিলিগ্রাম বিষ প্রয়োগ করে।এই সাপের কামড়ে ক্ষতস্থানে প্রচন্ড ব্যাথা হয় এবং ক্রমাগত ক্ষতস্থান ফুলতে থাকে। এরা স্থানীয় এলাকায় খরিশ কেউটে' নামে বেশি পরিচিত। এদের ফণার পিছনে ইংরাজী U' আকৃতির চিহ্ন থাকে।

(৪)কেউটে –এটি ফণাধর বিষাক্ত সাপ।এদের ফণার পিছনে পদ্ম চিহ্ন' থাকে। এদের কে স্থানীয় ভাবে কালকেউটে' , আলকেউট' ,শামূখভাঙা' নামে পরিচিত। এরা কামড়ানোর সময় মাত্র ১৫ মিলিগ্রাম বিষ প্রয়োগ করে। এরা সাধারণত লম্বা ৫–৬ ফুট হয়ে থাকে।এদের কে ক্ষেতখামার,মাঠে,বাগানে দেখতে পাওয়া যায়।

(৫)চন্দ্রবোড়া –এই সাপের কামড়ে মানবদেহের রক্তকণিকা ধ্বংস করে দেয়।বাংলার একমাত্র হিমোটক্সিক সাপ।এই চন্দ্রবোড়ার কামড়ে সব থেকে বেশি প্রাণহানী ঘটেছে বাংলায়। এটি ফণাহীণ সাপ,এদের গায়ে চাকা চাকা চন্দন হলুদ রঙের দাগ থাকে। এরা কামড়ালে রক্ত তঞ্চনের গন্ডগোল হয়। চিকিৎসা করাতে দেরি হলে রোগীর কিডনি নষ্ট হতে থাকে। মুত্রের সাথে রক্ত এসে যায়।এরা সাধারণত ২–৩ ফুট লম্বা হয়।

(৬)শাঁখামুটি – এরা খুবই শান্ত প্রকৃতির হয়। সাধারণত মানুষ কিংবা জীবজন্তুকে এরা কামড়ায় না। এদের বিষ তীক্ষ্ণ। এদের চেহারা বেশ বড় হয়। গায়ের রঙ উজ্জ্বল হলুদ এবং কালোর উপর ব্যান্ড।

(৭)গেছোবোড়া –এদের স্থানীয় নাম গেছো সাপ' । বিশেষজ্ঞদের মতে এদের বিষধর সাপের তালিকা রাখলেও এদের কামড়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা নেই।এদের সাধারণত জঙ্গলে দেখা যায়।

বিষহীন সাপ –

(১)ঘরচিতি (২) কালনাগিনী (৩)লাউডগা (৪)দাঁড়াশ (৫)অজগর (৬)লালবালিবোড়া (৭)তুতুর (৮)বেত আছা।(৯)মেটেলি (১০)জল মেটেলি।

সাপে কামড়ানোর লক্ষণ

(১)রোগীর দুটি চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসা।
(২)ক্ষতস্থানে অসম্ভব জ্বালা–যন্ত্রণা হওয়া।
(৩)ক্ষতস্থানে দ্রুত ফুলে ওঠা।
(৪)গলা ব্যাথা কিংবা ঢোক গিলতে অসুবিধা হওয়া।
(৫)শরীরের নানান স্থান থেকে রক্ত বের হওয়া।
(৬)জিভ জড়িয়ে যাওয়া।
(৭)ঝিমিয়ে পড়া।
(৮)চোখে ঝাপসা দেখা।
(৯)রোগীকে সাহস জোগানো।
(১০)অহেতুক রোগীকে হাঁটা চলা না করানো।

মহানগরে

কলকাতায় আজও খোলা নিকাশি নালা

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা মহানগরের মতো ভারতের কোনও মেগাসিটি বা মিলিয়ন সিটিতে খোলা নিকাশি নালা থাকাটা কলকাতা মহানগরের অহংকারের একটি কালো চিহ্ন। প্রায় ২০৫.০ বর্গ কিলোমিটার ক্ষেত্রমান বিশিষ্ট কলকাতা মহানগরের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে নিকাশি ব্যবস্থার পুরোটাই আজও খোলা কাঁচা নিকাশি নালা নির্ভর। বেহালা, ঠাকুরপুকুর ও জোকার ১২২ (আংশিক এলাকা), ১২৩ (আংশিক), ১২৪ (সম্পূর্ণ), ১২৫ (সম্পূর্ণ), ১২৬–১৪৩ ও ১৪৪ (এই তিনওয়ার্ডের সম্পূর্ণ) অন্য দিকে দক্ষিণ শহরতলির যাদবপুর বিধানসভার অন্তর্গত পাটুলি উপনগরী স্থিত ১০১ ও ১১০ নম্বর ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা আজও কাঁচা–খোলা নিকাশি নালা নির্ভর। দক্ষিণ শহরতলির সুসজ্জিত পাটুলিতে রয়েছে খোলা নিকাশি নালা। এ মরসুমের বর্ষা এলো বলে।

অন্য বছরগুলির মতো এ বছরও ভেসে যাওয়ার আশঙ্কায় প্রহর গুনছে যাদবপুরের এই পাটুলি এলাকা। রাজ্য সরকারি উদ্যোগে রাজ্যের আবাসন দফতর ১৯৮৫তে সরসুনা উপনগরীর মতো কেআইটি ১৯৮৫–তে পাটুলি উপনগরী গড়ে তোলে। সরসুনার মতো এখানে এখনও খোলা নর্দমা রয়েছে। ফলে সারা বছরই সন্ধ্যা হলেই মশার উপদ্রব বাড়তে থাকে। ১০১ ও ১১০ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে প্রায় পাঁচ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে এই পাটুলি এলাকা। বাঘাযতীন বাসস্ট্যান্ড, নিউ গড়িয়া স্টেশন, ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন রয়েছে এই পাটুলিতে। সব মিলিয়ে ধারে ও ভারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ এই এলাকা।

আবার তার পরও পাটুলি জুড়ে যত্রতত্র চোখে পড়ে এই খোলা নর্দমা এই খোলা নর্দমায় গাছের পাতা ও নানান আবর্জনা পলিথিন জমে। আমার নির্মান কাজের কাঁচা মাল মাঝে মধ্যেই ওই খোলা নালায় পড়ে তা বুজে যায়। ফলে বাড়ির জল, শৌচাগারের নোংরা জল খোলা কাঁচা নালায় জমে মাঝে মধ্যেই উপচে রাস্তায় বসে যায়। এতে মশার অত্যাচার বাড়ে। জমা জল নামতে অনেকটাই সময় নেয়। তাই পাটুলিবাসী বর্ষা এলেই খুব ভয়ে ভয়ে থাকে। এদিকে ১০১ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় পাকা নর্দমা সিমেন্টের স্ল্যাব দিয়ে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। পুর সূত্রে খবর, এশিয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে পাটুলিতে ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা গড়ার কাজ করার চেষ্টা জারি রয়েছে।

শতাব্দী প্রাচীন টালা জলাধার

১. প্রতিষ্ঠা	১৯১১ খ্রিস্টাব্দ
২. মোট ক্ষেত্রমান	৭ বিঘা বা ১৪০ কাঠা প্রায় ১ লক্ষ বর্গফুট
৩. ওজন	৮৫০০ মেট্রিক টন (ইস্পাত নির্মিত সঙ্গে বর্মা সেগুন কাঠ ইত্যাদি)
৪. উচ্চতা	১২৬ ফুট
৫. মোট জলধারণ ক্ষমতা	৯০ লক্ষ গ্যালন বা প্রতি প্রকোষ্ঠে ১ কোটি লিটার
৬. মোট প্রকোষ্টের সংখ্যা	৪টি
৭. প্রথম প্রকোষ্ঠের সংস্কার কাজ আরম্ভ	জুলাই, ২০১৭
৮. কাজ হয়েছে।	গত ১৯ জুন জলাধারের উত্তর– পশ্চিমস্থিত প্রথম প্রকোষ্টের সামগ্রিক সংস্কার কাজ শেষ
৯. প্রথম প্রকোষ্টে জল ভরা শুরু	গত ২০ জুন থেকে
১০. মোট সংস্কার কাজের সময়সীমা	সমান ক্ষেত্রমানের চার প্রকোষ্টের পুরো সংস্কারের কাজ, শেষ হবে ডিসেম্বর ২০২০
১১. চার প্রকোষ্ঠের মোট সংস্কার ব্যয়	প্রায় ৮০ কোটি (কেন্দ্র দেবে ৩৩ শতাংশ, বাকি দেবে রাজ্য ও কলকাতা পুরসংস্থা)
১২. টালার জলের উৎস	ব্যারাকপুর স্থিত পলতা জলপ্রকল্প
১৩. জল সংরক্ষণে	ফুড গ্রেড রঙের ব্যবহার
১৪. ওপরে ওঠার ব্যবস্থা	দু'টি লোহার সিঁড়ি ও একটি লিফট
১৫. কাজ করছে	ব্রিজ অ্যান্ড রুফ ছাড়াও সংস্কার কাজে পুরসংস্থার জল সরবরাহ দফতরের ইঞ্জিনিয়ার এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা

আপনার এলাকার কোনও পুর প্রতিনিধি যদি এলাকার কোনও রকম 'কমিশন ও কাটমানি' খেয়ে কোনও কাজ করে দিয়ে থাকেন, এরকম কোনও সংবাদ আপনার কাছে থাকলে টোল ফ্রি নম্বর : ১৮০০৩৪৫৮২৪৪, ই–মেল : wbcmro@gmail.com এবং এসএমএস ৯০৭৩৩০০৫২৪–এ জানাতে পারেন। আপনার পরিচয় গোপন থাকবে। নজরদারি চালানোর দায়িত্ব রাজ্য সরকার নিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরী ও তাঁর টিমের ওপর। সংবাদ সূত্র : নবান্ন।

নির্বীজকরণে ডগ পাউন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় বর্তমানে পথ কুকুরের সংখ্যা ৬৩ হাজারের অধিক। কলকাতা পুরসংস্থা এই পথ কুকুরদের বংশবৃদ্ধি রুখতে নির্বীজকরণের কাজ (অ্যানিম্যাল বার্থ কন্ট্রোল) করে চলেছে। তবে এখানে প্রশ্ন চিহ্ন যে, একাজে যে ধরনের পরিকাঠামো থাকা দরকার তা কলকাতা পুরসংস্থায় গড়ে ওঠেনি। ফলে এই এবিসি–র কাজে কুকুর প্রতি সময় লাগছে যথেষ্ট বেশি। পুরসংস্থার এক পশু চিকিৎসকের বক্তব্য, পথকুকুর ধরা থেকে নির্বীজকরণের পরবর্তী সময় সেবাযত্ন। সব ক্ষেত্রেই আলাদা পরিকাঠামো প্রয়োজন। এজন্যই কলকাতা পুরসংস্থা কলকাতায় আরও দু'টি 'ডগ পাউন্ড' নির্মাণ কাজ করছে।

বাঁদিক থেকে ডানদিকা স্নেহা সিংঘী, মল্লিকা ভার্মা, এম সি সি আই লেডিজ ফোরামের চেয়ারপার্সন প্রাপ্তি ঝাঁঝারিয়া, শর্বরী দত্ত, এম সি সি আই–এর সভাপতি বিশাল ঝাঁঝারিয়া, অগ্নিমিত্রা পল, বন্দনা সোনথালিয়া এনারা এম সি সি আই–এর মহিলা ফোরামের এক আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। দেখিয়ে দিয়েছেন তাদের ক্যারিস্মা। তাদের নিয়েই এক অন্যরকমের আলোচনার আয়োজন করেছিল এই বণিক সভা।

ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা

পাশে আছে সকলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৬ জুন রবিবার শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পাঠচক্র, ইন্দ্রানী পার্ক, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ও সেবা কেন্দ্র বিবেকানন্দ আদর্শ মিলন মন্দির মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ২০১৯ এর ছাত্র–ছাত্রীদের সম্বর্ধনা ও ছাত্রবৃত্তি প্রদানের এক অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। যে সমস্ত কৃতিরা এই পুরস্কার পায় তাদের মধ্যে আছে অনির্বান রায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৭৭ নম্বর পেয়েছে। ভবিষ্যতে যে ডাক্তার হতে চায়। কণিকা মুদী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৫৮ নম্বর পেয়েছে। কুহেলী তরফদার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৫৬ নম্বর পেয়েছে। সোমনাথ প্রামাণিক এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫৪৮ নম্বর পেয়েছে। ভবিষ্যতে সে অঙ্ক বিষয়ের শিক্ষক হতে চায়। শান্তনু মণ্ডল মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫৯৩ পেয়েছে। সাথী গিরি মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫৮৮ পেয়েছে। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায় সে। সুদীপ রানা এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬০৭ নম্বর পেয়েছে। মধুরিমা মণ্ডল এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৬৩ নম্বর পেয়েছে। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায় সে। বিশাখা দে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৩২ নম্বর পেয়েছে। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে চায় সে। সুস্মিতা মণ্ডল মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫৯২ নম্বর পেয়েছে। ভবিষ্যতে ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা তার। কমল দাস উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৯২ নম্বর পেয়েছে। ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় সে। স্নেহা দাস মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫৯৬ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে শিক্ষিকা হতে চায় সে। সৌভিক জানা মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৫১ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সৌরভ চক্রবর্তী এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬০৭ নম্বর পেয়েছে। ভবিষ্যতে সৌরভ ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। সোনিয়া জানা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৩৭ নম্বর পেয়েছে। তনিমা পাল এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬১০ নম্বর পেয়েছে। সুভাষ মহাপাত্র উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৫৮ নম্বর পেয়েছে। ভবিষ্যতে ডব্লুবিসিএস অফিসার হওয়ার ইচ্ছা। অমিয় দে এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৪৫ নম্বর পেয়েছে। ভবিষ্যতে রসায়ন নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে চায়। প্রথম লোহার এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫৯৫ নম্বর পেয়েছে। সৌমেন প্রধান এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫৯৩ নম্বর পেয়েছে। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ গদাধর আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী অমলাত্মানন্দজী মহারাজ ও অন্যান্য বিশিষ্টরা।

হাত বাড়ালো প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ জুন বিধান শিশু উদ্যানের 'প্রয়াসে'র মহেশতলা কেন্দ্রের উদ্যোগে গোপালপুর শীতলা বিদ্যালয়ে ২০১৯–এ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা ও কবি প্রণাম অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট নেতাজি গবেষক শিক্ষাবিদ ও বর্তমান পত্রিকার লেখক ড. জয়ন্ত চৌধুরী উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। এই অনুষ্ঠানে দেবলীনা পণ্ডা–র আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন অর্ঘ্যদীপ নস্কর। উক্ত অনুষ্ঠানে মাধ্যমিকে ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর প্রাপক এমন ১৫ ছাত্র–ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। স্বাগত ভাষণ দেন মহেশতলার প্রয়াসের শিক্ষক গিরিধারী চক্রবর্তী মহাশয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুখরঞ্জন মণ্ডল ও এই বিদ্যালয়ের সভাপতি সনৎ মণ্ডল। সমগ্র অনুষ্ঠান সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন অনিল মণ্ডল মহাশয়।

শরীর নিয়ে কথা

পাঠাতে পারেন প্রশ্ন উত্তর দেবেন অভিজ্ঞ ডাক্তাররা

পার্থেনিয়ামের বিপদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছবিতে যে গাছটি দেখতে পাচ্ছেন তার নাম 'পার্থেনিয়াম'। এই গাছ এক নিঃশব্দ ঘাতক। ইদানিং বিভিন্ন জায়গায় রেলপথের ধারে ফাঁকা জমিতে অথবা জাতীয় সড়কের ধারে, ঘরের পাশে, বনভূমি লাগোয়া শস্য খেতের আলের ওপর নিঃশব্দে শিকড় মেলছে এই পার্থেনিয়াম গাছ। এছাড়াও বাড়ির আনাচে–কানাচে বেড়ে চলেছে এই ঘাতক গাছ। পার্থেনিয়াম গাছের পাতা, ফুল, ফল, শাখা, ফুলের রেণু সর্বত্র বিষে ভরা যা মানুষ এবং পশুর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ঘাতক। এই গাছ শস্য খেতের বন্ধু ও শত্রু উভয় পোকাকে মারে। শস্য খেতে এই গাছ ছড়ালে সেই জমির উৎপাদন ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে। ভুট্টা, গম, সরিষা, বেগুন, লঙ্কা, টমেটোর খেত পার্থেনিয়ামের প্রিয় বসতভূমি। কোনও কীটনাশক দিয়ে দমন বা ভিটামিন ও হরমোন দিয়ে ফসল উৎপাদন বাড়ানো যাবে না। গরু, ছাগল, ভেড়ারা পার্থেনিয়ামের পাতা ফুল, ফল খেলে এর বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে। হাঁচি, সর্দি, গলা ফোলা, জ্বর হয়ে শরীর রক্তাভ হয়ে যায়। এর কোনও ওষুধ নেই। মানুষের হাতে পায়ে লাগলে প্রথমে জায়গাটি লাল হয়ে ফুলে ওঠে। পড়ে সেখনে দুরারোগ্য চর্মরোগ হয়। ঘন ঘন জ্বর, অসহ্য মাথাব্যাথা, উচ্চ রক্তচাপ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

মানুষের পক্ষে সবথেকে বড় বিপজ্জনক হল পার্থেনিয়ামের ফুলের রেণু। বাতাসে ভেসে বেড়ায় বলে এই রেণু ফুসফুসে ঢুকলে দুরারোগ্য হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস এবং অ্যালার্জি হয়। বিষাক্ত এই গাছটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে এবং অতি দ্রুত হারে ছড়াচ্ছে। ফুল আসার আগেই এই গাছটিকে পুড়িয়ে দেওয়া আবশ্যিক। স্থানীয় পঞ্চায়েত, পৌরসভা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই গাছটি ধ্বংস করতে না পারলে বিপদ অবধারিত। প্রশাসন থেকে এই গাছ কেটে ফেলার কোনও উদ্যোগ না করলেও এই গাছগুলির আশেপাশের বাসিন্দাদের নিজ স্বার্থে এই গাছ কেটে জায়গাটি পরিস্কার করে দেওয়া আশু কর্তব্য।

অসহায় দুঃস্থদের সেবায় ফারহান

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার ক্যানিং মহকুমা এবং পার্শ্ববর্তী বারুইপুর মহকুমায় দরিদ্র অসহায় মানুষজন অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য সঠিক ভাবে চিকিৎসা করাতে না পেরে চিররোগগ্রস্থ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা থাকলেও সচেতনতার অভাবে হাসপাতালে যান না অনেক রোগী কিংবা রোগীর পরিবারের লোকজন। অসহায় দরিদ্র মানুষের কথা উপলব্ধী করে এলকায় ঘুরে ঘুরে সেই সমস্ত দুঃস্থ, অসহায় মানুষের সেবার লক্ষ্যমাত্রা কে সামনে রেখে পথচলা শুরু করলো ফারহান হোমিও প্যাথী চিকিৎসালয়। সেই সমস্ত অসহায় দরিদ্র মানুষের সঠিক ভাবে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে তাঁদের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে কালিকাপুর ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকায় একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা কেন্দ্র শুরু করলেন ক্যানিং বায়োকেমিক মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের চিকিৎসকগণ। এদিন ১৪ জন চিকিৎসক প্রায় ১৪৬ জন রোগীকে দাতব্য হোমিও প্যাথী চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা করেন এবং রোগীদের কে সমস্ত ওষুধ দেওয়া হয় বিনামূল্যে। চিকিৎসার পাশাপাশি নানান ধরনের রক্ত পরীক্ষা, প্রসাব পরীক্ষাও বিনামূল্যে করা হয়। এছাড়াও বেশকিছু যোগা ব্যায়াম ও শেখানো হয় রোগীদেরকে।

বিশিষ্ট হোমিও প্যাথী চিকিৎসকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ লিয়াক আলি লস্কর, ব্যারাকপুর জাতীয় হোমিওপ্যাথি ইনস্টিটিউট এর ডাঃ সমিত ঘোষ, মেদনীপুর হোমিওপ্যাথী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের ডাঃ সামিম আহমেদ লস্কর, সল্টলেকে জাতীয় হোমিওপ্যাথি ইনস্টিটিউট এর ডাঃ সফিক আহমেদ লস্কর, ডাঃ বি কে বিশ্বাস, সল্টলেক সুশ্রুত আই ফাউন্ডেশন অ্যান্ড রিসার্চ এর ডাঃ আরিফ মহম্মদ খান, ডাঃ তারারাণী বোস, ডাঃ রুকসানা খাতুন, ডাঃ লিয়াক হোসেন সহ বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ। ক্যানিং বায়োকেমিক মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ লিয়াক আলি লস্কর বলেন সুন্দরবন সহ বারুইপুর এলাকার অনেক অসহায় দরিদ্র মানুষ অসচেতনতার জন্য বিনাচিকিৎসায় ধুঁকছে। তাঁরা যাতে বিনাব্যয়ে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে সুস্থ সমাজে ফিরতে পারেন তার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ। তিনি আরো বলেন বর্তমানে চিকিৎসক সংখ্যা কম থাকায় আপাতত সপ্তাহে একদিন এমন চিকিৎসা পরিষেব সম্পূর্ণ বিনামূলে হবে। আগামী দিনে সপ্তাহে সাতদিন করার চেষ্টা চলছে, পাশাপাশি ক্যানিং বাজার এবং ঘুঁটিয়ারী শরীফ বাজারেও আগামী সপ্তাহে দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হবে।

ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘে জগন্নাথদেবের মহাস্নানযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জগতের প্রভু জগন্নাথদেবকে স্নান করানোর উৎসবের নামই স্নান যাত্রা। স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী মর্ত্যলোকে পুরীতে জগন্নাথদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই স্নানযাত্রা উৎসবের আয়োজন প্রথম করেছিলেন। পুরীর মতো কলকাতা বিমানবন্দরের পাশে নিউ ব্যারাকপুরের 'ঠাকুর শ্রীশ্রী ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘে' জগন্নাথদেবের এই পবিত্র স্নানযাত্রা প্রতিবছরই মহাধুমধাম সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার সুবিশাল জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রামাতার তিনটি বিগ্রহই শোভাযাত্রা সহকারে ভক্তরা আশ্রমের 'ব্রহ্ম সরোবর'–এর পাড়ে স্নানমঞ্চে নিয়ে আসেন।

উল্লেখ্য শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত এই 'ব্রহ্ম সরোবরে' পৃথিবীর সমস্ত তীর্থস্থানের জল ঢালা হয়েছে। আশ্রম সূত্রে জানা গেল কৈলাশ মানস সরোবর, সপ্ত সাগর, সপ্ত নদনদী, একাদশ জ্যোর্তিলিঙ্গ, চার কুম্ভ, চার পুরী, চার ধাম, ৫১ সতী পীঠ সহ সারা পৃথিবীর প্রায় ১৫০টিরও অধিক নদ–নদীর জল এই সরোবরে ঢালা হয়েছে। তাই ভক্তদের কাছে এই ব্রহ্ম সরোবরের খুবই মহাত্ম্য। ব্রহ্ম সরোবর থেকে ১০৮ কলসী জল তুলে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে পঞ্চ গব্য, পঞ্চামৃত, পঞ্চরত্ন, মহাষৌধী, সর্বোষৌধী, পঞ্চকষা, স্বর্ণজল, রজত জল সুগন্ধী তেল সুবিশাল শঙ্খে ঢেলে শীতল ও উষ্ণ জল দিয়ে তিন বিগ্রহকে স্নান করানো হয়। স্নানের আগে ও পরে আরতি করে শুখা ভোগ নিবেদন করা হয়।

এখানে স্নানযাত্রার দিন যে সমস্ত ভক্তরা উপস্থিত থাকেন তাঁরা প্রত্যেকেই প্রভুকে নিজহাতে স্নান করানোর সুযোগ লাভ করেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী বলেন– ভক্তদের জন্য প্রভুর স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা। তাই ভক্তরা যদি প্রভুর সাথে একাত্ম না হতে পারে তবে ভক্ত ভগবানের মিলন হবে কী করে? স্নানের পর শ্রীবিগ্রহদের পুনরায় মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। রাতে বিগ্রহদের কম্বল জড়িয়ে শয়ন দেওয়া হয়। কারণ মহাস্নানের পর জগন্নাথদেবের জ্বর আসে। রথের পূর্বে নত্রোৎসবরে মাধ্যমে জগন্নাথদেবের আবার দর্শন প্রদান করেন। এর মধ্যকার দিনগুলিতে প্রভুর দর্শন বন্ধ থাকে। সেই সময় প্রভুকে অন্নভোগের বদলে ঔষধী দিয়ে পাচন বানিয়ে পুনা ভোগ নিবেদন করা হয়। রথাযাত্রায় বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘে মহাধুমধাম সহকারে রথযাত্রাও অনুষ্ঠিত হয়।

মাঙ্গলিকী

গোবরডাঙায় কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৯ জুন ২০১৯ কবি প্রণাম অনুষ্ঠান পালন করল গোবরডাঙা চিরন্তন আদিবাসী শিশু কল্যাণ বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে, প্রথমে সংস্থার শিশু–কিশোররাই সমবেত রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করে। পর পর বেশ কিছু রবীন্দ্র কবিতা, গান, নজরুল–এর গান কবিতা সবশেষে রবি ঠাকুরের নাটক ডাকঘর থেকে ৩০ মিনিটের নাট্যাংশ নতুন আঙ্গিকে সংস্থার ছেলেমেয়েরা অভিনয় করে। নাটিকার সম্পাদনা ও পরিচালনা অজয় দাস, কয়েক বছর ধরে উল্লিখিত বিদ্যালয়ের পিছিয়ে পড়া আদিবাসী পরিবারের শিশু–কিশোরদের নিয়েই মূলত কাজ করে আসছেন স্বাধীনতার এত বছর পরেও এখনও বহু পরিবারের অন্ন সংস্থান ঠিকমতো হয় না। সেই সমস্ত পরিবারের বাচ্চাদেরও যে প্রতিভার উন্মেষ ঘটানো যায় সেটারই প্রমাণ রাখার চেষ্টা করেছেন পরিচালক। অমল চরিত্রে লক্ষণ বিশ্বাস দইওয়ালা সন্ধ্যা সরদার, প্রহরী দ্বীতিকা সরদার, মোড়ল গর্বিতা দাস, সুধা দিশা সরদার এবং ৫ বছরের শিশু শিল্পী অদ্রীশ দাস চাষির ভূমিকায় ভালো অভিনয় করেছে। অভিনয়ে টিকে থাকলে এরাই একদিন অভিনয় জগতে সাড়া ফেলবেই নাট্যকার পরিচালক অজয় দাস মনে করেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল নিয়ে বিশেষ বক্তব্য রাখেন লেখক কবি পলাশ মণ্ডল আদিবাসী প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক অশোক পাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। রবীন্দ্র এবং নজরুল গানের নৃত্যে সৌরিমা দাস, পিউ দাস, সোহিনী বিশ্বাস অনবদ্য এবং জীবনে আরও বড় হোক এই আশা। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুতপা কর্মকার।

শুভ প্রত্যাশার ১৯ বর্ষ পরিক্রমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড় অঞ্চলের শ্রীকলোনী থেকে প্রকাশিত শুভ প্রত্যাশা পত্রিকা গুটি গুটি পায়ে পেরিয়ে এল ১৯টি বছর। নানা অসুবিধা উপেক্ষা করে সম্পাদক–দম্পতি বুদ্ধদেব ও সোনালী নাগ মজুমদার চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এঁদের প্রাণের পত্রিকাটি। গত ৮ই জুন শনিবার সম্পাদকের ফ্ল্যাটে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। সুব্রতা সাহা রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন। কবিতা পাঠ করলেন শেফালী সরকার, সুজিত দেবনাথ, ঝুমা ঘটক, তারাশংকর দত্ত, স্বপ্না দাস, স্বরূপ চক্রবর্তী, কামাক্ষারঞ্জন দাস, সুব্রতা সাহা (বসু), বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, স্বপন দাস, সৌরীন চট্টোপাধ্যায়, জয় ভট্টাচার্য। রম্য রচনা পাঠ করলেন সুকুমার মণ্ডল। শেষ পর্বে গান শোনা গেল সুজিত দেবনাথ, ঝুমা ঘটক ও সৌমী চৌধুরী প্রমুখের কণ্ঠে। এদিনের অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন শুভ প্রত্যাশার সভাপতি সুকুমার মণ্ডল।

কবি মাহফুজ রিপনকে সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বাংলাদেশের কবি মাহফুজ রিপনকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া আলোচনার বিষয় ছিল 'বাংলাদেশের এই সময়ের কবিতা চর্চা'। হাবড়া সৃজন গ্রাফিক্স–এর উদ্যোগে গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদে উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর। প্রধান অতিথি মাহফুজ রিপন ও বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গবেষণা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ দীপককুমার দাঁ। গবেষক সুখেন্দু দাশ প্রমুখ।

কবি মাহফুজ রিপনকে বই ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী দিয়ে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন দীপককুমার দাঁ, সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় এবং সৃজন গ্রাফিক্স–এর কর্ণধার বিষ্ণু সরকার প্রমুখ। আলোচনায় মাহফুজ রিপন বলেন যে কবিতা কেমন হবে। কবিতার স্বর, সুর এসব জানতে হবে। সেই সময়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সেই ঘরানা থেকে জীবনানন্দ দাশ একমাত্র বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। কবিতার রূপ রস গন্ধ থাকবে। সব কবিতায় এক নয়, তাহলে কি একটাই কবিতা লিখব? কবিতার বিপ্রলব্ধ অর্থাৎ বিচ্ছেদ, সঙ্গম অর্থাৎ মিলনের আকাঙ্খা ইত্যাদি থাকবে। থাকবে জল, কাদা ইত্যাদি পরিবেশের কথাও। এখন তো দর্শক নিয়ে কবিতার হিসেব হয়। কবি সামসুর রহমান, আল মাহমুদ–এর পর সৈয়দ সামসুল হকের মতো কবি হয়তো আর জন্মাবে না। প্রায় ৩০ জন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সঞ্চালনায় বিষ্ণু সরকার প্রশংসনীয়।

অভিসরে চিলড্রেন'স হার্টের চিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালার 'চিলড্রেন'স হার্ট ড্রইং স্কুলে'র শিক্ষার্থীদের আঁকা তৃতীয় বর্ষের চিত্র প্রদর্শনী গত ১২–১৬ জুন বেহালার ব্রাহ্ম সমাজ রোডস্থিত 'অভিসর আর্ট গ্যালারি'তে হয়ে গেল। ১২ জুনে সন্ধ্যায় পঞ্চ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীও ভাস্কর দেবাশিস মল্লিক চৌধুরী। সঙ্গে ছিলেন মিউজিক ডিরেক্টর ও কম্পোজার পণ্ডিত মল্লার ঘোষ, কবি ও আবৃত্তিকার মল্লিকা ঘোষ। প্রখ্যাত লেখক ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত (১৯৭৭) হরিপদ সরকার। সমাজকর্মী সাধনা ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মেডিক্যাল অফিসার ডা. সুমিত ভট্টাচার্য এবং চিত্র প্রদর্শনীর উপদেষ্টা প্রমুখ। অতিথিদের বক্তব্যের সারাংশে উঠে আসে, ছোট ও বড়োদের প্রতিভাকে চিত্রের মাধ্যমে জাগ্রত করে তোলাই এই আর্ট স্কুলের মূল উদ্দেশ্য হওয়া দরকার। এবারের চিত্র প্রদর্শনীতে প্যাস্টেল, জল রঙ, পেন্সিল স্কেচ, চারকোল স্কেচ প্রভৃতি দিয়ে আঁকা প্রায় ১৫০ চিত্র দর্শকবৃন্দের সূক্ষ্ম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রখ্যাত লেখক হরিপদবাবু বলেন, এই ড্রইং স্কুলের অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ পাল প্রতি বছর এরকম চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন। বেহালার বুকে পাঁচদিন ব্যাপী এই চিত্র প্রদর্শনীতে গিয়ে বহু কৃতী দর্শক উচ্চ প্রশংসা করেন। বর্তমান সমাজে রঙ–তুলির সহায়তায় গড়া নানান কারুকার্য ছোটোদের মধ্যে তুলে ধরার জন্যই এই কর্মসূচি।

পাবলিক লাইব্রেরির কনভেনশন

রিম্পি ঘোষ: শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরির সহযোগিতায় শ্রীরামপুরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হুগলি জেলা শাখার পাবলিক লাইব্রেরি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল। এই কনভেনশনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ইন্দ্রজিৎ পান, গ্রন্থাগারিক জয়দীপ চন্দ প্রমূখ। হুগলি জেলার সর্বস্তরে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনা, পরিষেবা প্রদান সহ নানাবিদ কাজকর্মের তুল্যমূল্য আলোচনার উদ্দেশ্যে এই কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। কনভেনশন সূত্রে জানা যায়, সরকারি, সরকার পোষিত, বেসরকারি ও অপোষিত এবং জনগ্রন্থাগার বা সিএলআইসি এই চার ধরনের গ্রন্থাগার রয়েছে। হুগলি জেলায় সরকারি গ্রন্থাগার ১ টি উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি, প্রায় ১৫৮ টি সরকার পোষিত গ্রন্থাগার ১ টি জেলা গ্রন্থাগার, প্রায় ২২ টি শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার ও ১৩৫ টি গ্রামীণ/প্রাইমারি ইউনিট গ্রন্থাগার, প্রায় ২৫০টি বেসরকারি ও অপোষিত এবং প্রায় ১৮ টি জনগ্রন্থাগার বা কমিউনিটি লাইব্রেরি কাম ইনফরমেশন সেন্টারের বর্তমান। এগুলির মধ্যে জেলার সরকার পোষিত গ্রন্থাগার হুগলি সদরে প্রায় ৫২ টি, চন্দননগরে প্রায় ৩২ টি, শ্রীরামপুরে প্রায় ৩৪ টি, আরামবাগে প্রায় ৪০ টি। এই গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মরত কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৯৪ জন (এদের মধ্যে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার সহকারী ৫৭ ও অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মী প্রায় ৩৭ জন)। জেলার প্রায় ৬০ টি গ্রন্থাগারে রয়েছে কম্পিউটার। এই কনভেনশনে বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে প্রায় ৭০ জন গ্রন্থাগারিক উপস্থিত ছিলেন।

সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কেও নব স্বয়ংবর

বাবুল কৃষ্ণ দে : একটু প্রাক কথনের দরকার আছে। নাট্য সৃজনীর কাণ্ডারী মূলত দুইজন। এক অন্তিকা চ্যাটার্জি দুই ইন্দ্রজিৎ পাল। বহুবছর ধরে ওরা নাট্যসৃজনী নামে নাট্য পত্রিকা প্রকাশ করে আসছে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। এই পত্রিকা নাট্য মহলে যেমন প্রশংসা কুড়িয়েছে তেমনি ওরা নাট্য সমাজে জনপ্রিয়ও হয়েছে। বর্তমানে লক্ষ্য করা গিয়েছে ছোট মাঝারি নাট্যদলগুলির জন্য কোনও মিডিয়া দুকলমও লেখে না। কিন্তু এরা ক্ষুদ্রতিক্ষুদ্র নাট্যদলের যেমন খবরাখবর রাখে তেমনি তাদের কার্যকলাপ পাদপ্রদীপের আলোতে নিয়ে আসে। আসলে ছোট মাঝারি নাট্যদলগুলিই ওদের কলম দিল খুলে। শুধু শহর কলকাতার দলগুলির নয়, শহরতলির এবং মফস্বলের দলগুলির প্রযোজনা ও বিভিন্ন সময়ে নাট্যোৎসবের খবরাখবর পরম নিষ্ঠায় শিরোনামে নিয়ে এসেছে। ফলত মফস্বলের দল হওয়া সত্ত্বেও ওরা প্রচার পাচ্ছে কিছুটা হলেও। অর্থাভাব ওদের আছে কিন্তু পত্রিকা প্রকাশে কোনদিন ছেদ পড়ে নি, উৎসাহে ও কোনওদিন ভাঁটা পড়েনি।

এইভাবে পথ চলতে চলতে একদিন ওরা দুজনে মিলে একটি নাটকের দল গঠন করে ফেলল। ওরা বহুদিন থেকেই নিজেরাও অভাব বোধ করছিল। মাত্র দু তিন বছরেই ওরা নয় নয় করে ছয়টি নাটক মঞ্চস্থ করেছে কলকাতার বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে।

আজকাল বড় বড় দলগুলি সরকারি অনুদানে নির্ভর হয়ে নাটক করে চলেছে। সেখানে কোনওরূপ অনুদান ছাড়াই নাট্যসৃজনীর পক্ষ থেকে অন্তিকা–ইন্দ্র জুটি যৌথ প্রচেষ্টায় নাটক প্রযোজনা করে চলেছে। বড় আশার কথা ওদের সদস্য সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ওদের দুজনেই বহুদিন ধরেই চিনি জানি। শুধু অর্থ রোজগারের উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা নাটকের দল গড়ে নি। ওরা ভালবাসা দিয়েই নাটকটা করে। কখড়ও পয়সা পায় কখনও খরচাটাও ওঠেনা। এভাবেই ওরা লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছে। ওদের কার্যকলাপের মূল্যায়ন হয়তো আজ কেউ করেনা, বা করার কথা ভাবেও না কিন্তু আমার বিশ্বাস কোনদিন যদি কোন সৎমানুষ বাংলার নাট্য–ইতিহাস রচনা করতে এগিয়ে আসেন তাকে ন্যাশনাল লাইব্রেরি বা নাট্য শোধ অফিসে যেমন যেতে হবে তেমনি নাট্য সৃজনীর দফতরেও একবার ঘুরে আসতে হবেই। ওদের পূজো সংখ্যাগুলির গুরুত্ব কম নয়। নাটক নিয়ে কথা বলার আগে এটুকু প্রাক কথনের দরকার ছিল। এবারে নাটকের কথায় আসা যাক। বিগত ৮ জুন গিরিশ মঞ্চে নাট্যসৃজনীর অনুষ্ঠানে হাজির ছিলাম। তারা আন্তন চেকভ–এর বঙ্গীয়করণে প্রয়াত অজিত গাঙ্গুলি কর্তৃক রূপান্তরিত নাটক 'সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক' এবং নব স্বয়ংবর নাটক দুটি দেখলাম। প্রয়াত স্বনামধন্য নাট্যকার অজিত গাঙ্গুলির প্রতি ওদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। প্রথমে বিশিষ্ট নাট্যকার ও নাট্য সমালোচক সত্য ভাদুড়ি ও বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও নাট্যকার মায়া মুখার্জীকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। সত্যদার অনেক নাটক বিভিন্ন নাট্য দলে অভিনীত হচ্ছে। মায়াদি নান্দীকার নাট্যদলে তার অভিনয় জীবন শুরু করেছিলেন, তারপর বিভিন্ন দলে প্রায় চল্লিশ বছর অভিনয় করে গিয়েছেন। বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই তাকে ঠিক চেনেন না। বর্তমানে তিনি অবসর প্রাপ্ত। ওই দিন তার রচিত নাটকের একটি সংকলন প্রকাশ করা হয় নাট্যসৃজনীর পক্ষ থেকে।

অতঃপর শুরু হল নাটক 'সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে'। প্রহসন ধর্মী নাটক। যতদূর মনে আছে শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় বহুরূপী ১৯৫৪ সালের ৮ নভেম্বর প্রথম অভিনয় হয়েছিল।

বলে রাখা ভাল কোনও রকম অদলবদল না করেই নাটকটি মঞ্চায়িত হয়েছে। পাত্রপাত্রী সব একরকমই আছে।

একটি ব্যাঙ্কের পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উৎসবে চেয়ারম্যান এর ভাষণ। মানপত্র পাঠ, বাৎসরিক সালতামামি বা রিপোর্ট পেশ করার জন্য তাড়াহুড়ো, একান্ত সচিব অক্ষয়কে পরামর্শ দান, অফিসে আগন্তুকের প্রবেশ, এবং সর্বোপরি হঠাৎ করেই চেয়ারম্যানের স্ত্রী অনিলা দেবীর আগমন সবগুলিকে মিলিয়ে এক মজাদার মশলা নাটক।

অভিনয়ে চেয়ারম্যান সমরেশের চরিত্রে রাজা বর্ধন, অক্ষয় চরিত্রে সমীর চন্দ, অনিলা চরিত্রে অন্তিকা চ্যাটার্জি সকলেই স্বীয় স্বীয় চরিত্র নিরুপণে যথেষ্ট আন্তরিক দেখা গেল। অন্তিকার কমেডি চরিত্রে অভিনয় সবচেয়ে বড় কথা চরিত্রটাকে ভাড়ামির পর্যায়ে নিয়ে যায় নি। অক্ষয় চরিত্রটা সমীরের জন্য নয়। কাদম্বিনীর ভূমিকায় শিখা গোস্বামী চেষ্টা করেছেন কিন্তু অভিনয়ে মাঝে মাঝেই একটু অতি নাটকীয়তা এসে গিয়েছে। Over acting সব সময়েই বর্জনীয়। তবে কমেডি সেন্সটা আছে। দরকার শুধু একটু ভাবনা, যাকে নাটকের পরিভাষায় ইনোভেশন বলে। রাজা বর্ধন–এর সংলাপ ভুলে যাওয়া, চুপ করে যাওয়া দৃষ্টি এড়ায়নি। চর্চা বা তালিমের দরকার আছে। দ্বিতীয় নাটক 'স্বয়ংবর'। অগ্রণী নাট্য দলের সম্পাদক গোপালবাবু তার ভাগনির পতি নির্বাচনে বামপন্থী যুবক থেকে ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, মাতাল অধ্যাপক, ভদ্রলোক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক, কোকাকোলা সবাইকে হাজির করিয়েছেন। নাটকে তার কাজ শুধু পাত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। আসলে দীনবন্ধু মিত্র থেকে শুরু করে মাইকেল গিরিশ হয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত চেষ্টা করেও দর্শকের সমালোচনা এড়াতে পারেননি। ফলত নাটক করবেন না বলেই একরকম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন ওই মুহূর্তে এক নাট্যকার তাকে একটি খাতা দিয়ে বললেন অকে কষ্ট করে শুধু চরিত্রগুলি লিপিবদ্ধ করতে পেরেছি, শুন্য জায়গাটা আপনারা নিজেরা ভরাট করে নিন তারপর উবে যান। তার কথা মতোই গোপাল বাবু নিরুপায়, সকলে মিলে নাটকটি নিজেদের মতন করে মঞ্চায়ন করলেন। এটাই এই নাটকের পূর্ব ইতিহাস। সংলাপের মুন্সীয়ানায় এবং অভিনয়ে নাটকটি দেখতে ভালই লাগল। বলে রাখা ভাল এটা কাহিনীহীন দৃশ্য কাব্য। উপস্থাপনাও বেশ ভালো। শিল্পীদের চরিত্রায়ণ যথেষ্ট আন্তরিকতার স্পর্শ পাওয়া গেল।

অভিনয়ে সম্পাদক গোপালবাবুর চরিত্রে শ্যামল সরকার, মাতাল চরিত্রে অপূর্ব সাহা, কোকাকোলা চরিতের শুভেন্দু দত্তের অভিনয় বেশ প্রশংসনীয়। আর সকলে যেমন অধ্যাপক চরিত্রে বিভাস মণ্ডল, মিঃ সেন চরিত্রে শুভ ব্যানার্জী, বামপন্থী যুবকের ভূমিকায় ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং কাজটা গুছিয়ে করলেন।

শিলা চরিত্রে মিত্র সেনগুপ্তের করার মতো প্রায় কিছুই ছিল না। সুযোগও নেই, এটা স্ক্রিপ্টের দুর্বলতা বা ভাবনার দৈন্যতা। শুভেন্দু দত্তের ভবিষ্যৎ আছে। ওকে একটু ঘর্ষণ দিতে হবে। পরিশেষে ইন্দ্রকে বলবো বামপন্থী ভাবধরার সংলাপ দীপ্ত কণ্ঠস্বরে বলতে পারাটাই দক্ষতা। হাত পা ছোড়ার দরকার নেই। তবে নির্দেশক হিসেবে এই উপস্থাপনা ইন্দ্রকে অনেকটা এগিয়ে রাখবে। তবে নাটকটির আরও চর্চা বা তালিম দরকার আছে। নীলাভ চট্টোপাধ্যায়ের মঞ্চ ভাল লাগলো।

পত্র–পত্রিকা আলোচনা

অনন্যা

(বিজন চন্দের প্রথম কাব্য গ্রন্থ / বলাকা প্রকাশণী, কলকাতা–৮২ / মুল্য ১২৫/–) বিজন চন্দের প্রথম কাব্য গ্রন্থ মোট ৯৮ টি কবিতা রয়েছে। কেবল কবিতা নয়, ছড়া, লিমেরিক সব কিছুই রয়েছে। বইটি আদ্যপান্ত উল্টে এক অদ্ভুত উদ্বেগ মনে উদয় হল। একই মলাটের মধ্যে ছোটদের জন্য হালকা ছড়া রয়েছে (প্রতিবাদ, মানস পুত্র, বাহন ধর্মঘট,ছোট্টোবেলা), তার পাশাপাশি ধর্ষিতা নারীর জন্য প্রতিবাদ রয়েছে, দেহপসারিনীদের জন্য সহমর্মিতা, সেক্স ড্রাগ, সেক্স ক্রোমোজম বিষয়ক প্রচুর কবিতা।

শেষোক্ত রচনাগুলি ছোটদের পক্ষে পাঠযোগ্য কিনা সেই বিতর্ক থেকেই যায়। কিছু লেখায় মজার পরিস্থিতি চিত্রিত, প্রয়াসটি তেমন ভাবে সফল না হলেও প্রয়াসের প্রশংসা করতে হয়। কবিতাগুলি কবির নিজস্ব কোনও কাব্যছন্দের বিশিষ্টতা তুলে ধরতে পারে নি। গ্রন্থনার পূর্বে বিষয় অনুসারে লেখাগুলিকে শ্রেণীভুক্ত করে সাজালে পাঠকদের সুবিধা হত। বাবা লোকনাথের কবিতার পরেই মেছো বিড়ালের কথা !

বানান বিভ্রাট বেশ কয়েকটি কবিতার রস–গ্রহণে বিপত্তি ঘটিয়েছে – বার্ধক্যতে সব কিছু হায় / কেমন সব পাল্লায়, হবে পাল্টায় (জীবন খাতার হিসাব), ছেট্টোবেলা হবে ছোট্টবেলা ইত্যাদি। বইয়ের প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবিটি বইটির লেখাগুলির সঙ্গে কোনরূপ সংযোগ গড়ে তোলে নি। প্রচ্ছদ–নির্মাণে আরও একটু চিন্তা–ভাবনার অবকাশ রয়ে গিয়েছিল।

অনুভা গাঙ্গুলীর এক নতুন অ্যালবাম নিয়ে এল ভাবনা রেকর্ডস। তাঁর গানের গলায় মুখরিত হয়েছে বাঙালির মন–প্রাণ। এই বয়সেও যে গান গাওয়া যায় এবং শ্রোতাদের মন ছোঁয়া যায় তারই নির্দশন রাখলেন অনুভা গাঙ্গুলী। তাঁর সুযোগ্য পুত্র অরিন্দম গাঙ্গুলী বলেন, মা–ই ছিল তার গানের ইনস্পিরেশন। অ্যালবামটির প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠী, দেবশ্রী রায়, খেয়ালী ঘোষদোস্তিদার সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। ছবি : উৎপল কুমার রায়

সমাজের জন্য ছবি এই প্রজন্মের

ফিল্মি আড্ডা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজকাল সোশ্যাল মিডিয়া এতটাই জনপ্রিয় হয়েছে যে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শুধু মোবাইলে মুখ গুজে পড়ে যাকে সকলে। এর ভালো খারাপ দিক যদি বিবেচনা করা যায় তবে একে অপরকে ক্রমশই টেক্কা দিতে পারে। যুক্তি তর্কে ভালো খারাপ বিভাজন করতে বসলে প্রায় সমান অক্ষরেখাতেই এগিয়ে চলে দুই পিঠ।

আর এই নিয়ে লেখালেখি তথ্যচিত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের আলাপ আলোচনাও হতে থাকে সর্বত্র। এবার 'জেনারেশন ওয়াই' নামে এই জেনারেশনের কিছু ছেলে মেয়ে এক স্বল্প দৈর্ঘ্যের চিত্র বানিয়ে ফেলেছে। তাদের সাথেই এক বিকেলে আড্ডা বসেছিল আলিপুর বার্তার গড়িয়ার এক ক্যাফেতে রিঙ্কা ঘোষালের লেখা গল্পে চিত্রায়িত করেছেন পরিচালক সুব্রত শর্মা। রিঙ্কা জানায় ফেসবুকের মাধ্যমে একজন বহুজনের সাথে বন্ধুত্ব বানিয়ে চলতে থাকে। কিন্তু তা যে ক্ষতিকর সেই ভাবনা নিয়েই এই গল্পের প্লট তৈরি হয়েছে। তারপর পরিচালকের ইনস্পিরিশনে তৈরি হয়ে যায় এক স্বল্প দৈর্ঘ্যের সিনেমা। নায়কের এটি প্রথম ছবি যেখানে কাজ করে তার মনে হয়েছে শুধু সিনেমার জন্য নয় এক সুষ্ঠ সংস্কৃতির বার্তা পৌঁছবে জেনারেশন ওয়াই–এর মধ্যে। ছবিতে সাহেব হালদার, বিক্রম দাস, সুরজিৎ মাইতি, ঐন্দ্রিলা সাহা চোখে পড়ার মতো অভিনয় করেছে। অরিত্র খান পেশায় ডাক্তার।

এই সিনেমাতেও ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তিনি বলেন পেশায় ডাক্তার এবং নেশায় অভিনেতা তাই রিল–রিয়্যালে এক অনবদ্য অভিনয়ের উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি কারণ বাস্তবেও এ হেন পরিস্থিতির মুখে পড়ছে এই জেনারেশনের ওয়াই–রা। আরও আড্ডা আর কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের ফেস বুক পেজে দেখা যাবে। চোখ রাখুন।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

৫ম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন কোতলঘোষায়

কোতলঘোষা সপ্তযোগ আশ্রমে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনেরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া: ২১ জুন বিশ্বজুড়ে যথাযথ মর্যাদায় ৫ম আন্তর্জাতিক যোগদিবস উদযাপিত হল। এই উপলক্ষ্যে এদিন বীরভূম জেলার কীর্ণাহার সন্নিহিত কোতলঘোষা গ্রামের সপ্তযোগ আশ্রম ও যোগ হাসপাতালেও দিনভর নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যোগগুরু ডঃ সুশীল ভট্টাচার্য ওরফে স্বামী সদানন্দ প্রতিষ্ঠিত এই সপ্তযোগ আশ্রমের উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের দুই আধিকারিক ডঃ দীনেশ উপাধ্যায় ও যোগেশ কক্কর, রাজ্যের বিশিষ্ট উদ্যোগপতি তথা সমাজসেবী অমরচাঁদ কুণ্ডু প্রমুখ। এদিন যোগ বিষয়ক মনোগ্রাহী আলোচনার পাশাপাশি এলাকার নানাবয়সী নরনারীকে নিয়ে ডঃ সুশীল ভট্টাচার্য কিছুক্ষণ যোগ অনুশীলন করেন। আশ্রম সূত্রে জানা গেছে, ডঃ ভট্টাচার্যকে বছরের অনেকটা সময় যোগ প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকতে হয়। মাসকয়েক আগেই সুইজারল্যান্ড থেকে কোতলঘোষায় ফিরেছেন। এই আশ্রমে একটি যোগ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এদিন আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের দুই আধিকারিক সবুজ গাছগাছালিতে ছাওয়া অপরূপ সুন্দর আশ্রম চত্বরটি ঘুরে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ডঃ সুশীল ভট্টাচার্য বলেন, আমার সমগ্র পরিকল্পনাটি যথাযথভাবে রূপায়িত করতে পারব বলে আমি অত্যন্ত আশাবাদী।

শুক্রবার বীরভূম জেলায় পালিত হল 'আন্তর্জাতিক যোগা দিবস'। ভোরে বোলপুর রেল ময়দান, দুবরাজপুর মাদৃক সংঘ মাঠে যোগ দিবসে অংশগ্রহণ করেন সাধারণ মানুষজন।

যোগাভ্যাসে নটবর্দ্ধিনী ফাইন আর্ট আকাদেমি

মলয় সুর, চন্দননগর : ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগদিবসে রাষ্ট্রসংঘের আহ্বানে ১৭৭টি দেশ যোগ দিবস পালন করল। যোগ শরীর এবং মন দুইই ভালো রাখতে সাহায্য করে। এরই টানে অসংখ্য বৃদ্ধ, বৃদ্ধা পড়ুয়া এবং আরও অনেক মানুষ বিভিন্ন প্রান্তে যোগদান করেন। সুস্থ জীবন বোধের নিরিখে ভারতের একান্ত নিজস্ব প্রাণ সম্পদ যোগাসন, প্রাণায়াম খুব আদরণীয় এবং গ্রহণ যোগ্যতা লাভ করেছে। বহু প্রাচীন কাল থেকে মুনি ঋষিরা যোগ ব্যায়ামের দ্বারা ঈশ্বর লাভ করেছেন। তাঁদের অনেককেই বলা হতো যোগী। এই উপলক্ষে বুধবার বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে চন্দননগর নট বর্দ্ধিনী ফাইন আর্ট আকাদেমির ভারতনাট্যম শিল্পী মধুরিমা চক্রবর্তী মুখার্জী তাঁর নৃত্যের সংস্থার ছাত্রীদের যোগাসনে সামিল করেন। নৃত্যের মাধ্যমে যোগ প্রদর্শন সত্যিই ছিল অনবদ্য। খুদে শিল্পীরা একঘন্টার যোগ কসরত প্রদর্শন করেন। নৃত্যশিক্ষিকা মধুরিমা যোগাভ্যাসের উপকারিতা সম্পর্কের তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। এদিন নৃত্যে রাজযোগ, হটযোগ, গ্রন্থি পরিচয় সঙ্গে রোগের সম্পর্ক, ধনুরাসন, সর্বাঙ্গীন আসন ইত্যাদি করান এবং কার্যকারিতা ব্যাখা করেন। বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে আমাদের দেশে পুরাতন ঐতিহ্যকে নির্ভর করে শরীর সুস্থ রাখার আদর্শ পথকে তুলে ধরা এবং যোগকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়া সুস্থ থাকার আদর্শ পথ।

বিদ্যালয়ে যোগ চর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আজ সাগরের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে ও সাগরব্লক যোগ ও জিমন্যাস্টিক ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে পালিত হলো ৫ম তম বর্ষের বিশ্ব যোগ দিবস তথা আন্তর্জাতিক যোগা দিবস,২১জুন ২০১৯.এবারের থিম ও স্লোগান হল যোগা ফর হার্ট,যোগা ফর হেলথ ও যোগা ফর পিস্।এই স্লোগান কে সামনে রেখে এবারের বিশ্ব যোগা দিবস উদযাপিত হচ্ছে আজ। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন যোগের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত একাকিত্ব দূর হবে এবং ব্যক্তিগত একাকীত্ব দূর করা সম্ভব হলেই সমাজের একাকীত্ব দূর হবে এবং এর মধ্যে দিয়ে সমগ্র মানবজাতির একাকীত্ব দূর হবে।

যোগ হলো প্রাচীন ভারতে উদ্ভুত এক বিশেষ ধরনের শারীরিক ও মানসিক ব্যায়াম এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন প্রথা।এর উদ্দেশ্য মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্হতাবিধান। আজকের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকারের যোগব্যায়াম, পিরামিড ও যোগাসনের উপকারী তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

যোগব্যায়াম শুধু মানসিক ও আত্মিক উপকারিতা রয়েছে তা নয়,শারীরিক সুস্হতার জন্যও এর সাধনা উপকারী।

টাইগারদের স্মরণে রেখেও সেমির লড়াইয়ে ৪ দল

অরিঞ্জয় মিত্র

এখনও পর্যন্ত এবারের বিশ্বকাপ যেভাবে এগোচ্ছে তাতে সেরা ম্যাচ হিসেবে নিঃসন্দেহে এগিয়ে রাখতে হবে অস্ট্রেলিয়া–বাংলাদেশ ম্যাচকে। প্রথম ব্যাট করে অজিরা তোলে রানের পাহাড়। অধিনায়ক ফিঞ্চ আর ওয়ার্নারের জুটি শুরুটা দারুণ করার পর তা এগিয়ে নিয়ে যায় বাকিরা। এমনিতে নির্বাসনের পর ফিরে আসা ইস্তক ওয়ার্নার বা স্মিথ কাউকেই তেমন অসাধারণ লাগছিল না। ওয়ার্নার তো প্রতিটি ম্যাচেই বেশ সময় নিচ্ছেন নিজের ইনিংস গুছিয়ে নিতে। এর ফলে হচ্ছে কি স্কোরিং রেট কমে যাচ্ছে তার। তাও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সেই ওয়ার্নারের দুর্দান্ত ইনিংসে (১৬৬) ভর করে ৩৮২ রানের পাহাড় তোলে অস্ট্রেলিয়া। অনিয়মিত বোলার সৌম্য সরকারের ৩ উইকেট নেওয়া ছাড়া বাংলাদেশ বোলারদের নিয়ে যত কম লেখা যায় ততটাই ভালো। অথচ সেই দলটাই কিনা এই বিশাল রান তাড়া করে মাত্র ৪৮ রানে হারল অজিদের কাছে। ৩৮২ রানের জবাবে ৩৩৩ রান নিশ্চিতভাবে অসামান্য চেজ। তাই শেষ পর্যন্ত জিততে না পারলেও বাংলাদেশ সমস্ত দর্শকদের মন হয় করে নিল অচিরেই। ওয়ার্নারের পাল্টা সেঞ্চুরি করে গেলেন মুশফিকুর। অনবদ্য লড়লেন মাহমুদুল্লাহ। তামিম ইকবালের ব্যাটিংও মনে রাখার মতোই। সৌম্য সরকার দুর্ভাগ্যজনকভাবে রান আউট না হলে বড় ইনিংস গড়তেই পারতেন। লিটনও ভালো শুরু করে দাঁড়াতে পারলেন না। আসলে প্রায় ৪০০ রানের চাপ নিয়ে যে এমনভাবে লড়া যায় তা বাংলাদেশকে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না।

বিশ্বকাপের আপাত ফলের নিরিখে বাংলাদেশের পক্ষে সেমিফাইনালে ওঠা খুবই কঠিন। বিশেষ করে শেষ তিনটি ম্যাচ তাদের জিততেই হবে। যার মধ্যে পাকিস্তান বা আফগানিস্থানের সঙ্গে জয় পাওয়া হয়তো টাইগারদের পক্ষে খুব মুশকিল হবে না। কিন্তু শক্তিশালী ভারতকে হারানো বেজায় কঠিন। সেই অসম্ভব সম্ভব করলেও বাংলাদেশের পক্ষে সেমিফাইনালে যাওয়া চাপের। যদি না ভারত, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ড তাদের শেষ ম্যাচগুলিতে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। উপরোক্ত এই চারটি দল আগাগোড়াই এমন খেলছে যে চার সেমিফাইনালিস্ট এদের ছাড়া কাউকে ভাবা যাচ্ছে না।

যেভাবে তিনটে সপ্তাহ গড়িয়েছে তাতে এবারের বিশ্বকাপ যদি কোনও বড়মাপের অঘটন ঘটায় তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বিশেষ করে বাংলাদেশ যেভাবে তাদের প্রথম ম্যাচেই শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে দিয়েছে তা রীতিমতো উল্লেখ করার মতো। কেকেআরের হয়ে খেলা সাকিবুল হাসান অসাধারণ খেলে ম্যান অফ দি ম্যাচ হলেও এই ম্যাচে প্রতিটা বেঙ্গল টাইগারকে দেখা গিয়েছে নিজেদের উজাড় করে দিতে। তামিম ইকবাল ও সৌম্য সরকার যে গোড়াপত্তনটা করেছিল তা পুরোপুরি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন বাকি খেলোয়াড়রা। মুস্তাফিজুর থেকে বাকি সবাই যেভাবে খেলেছেন তাতে প্রোটিয়ারা ছিটকে গিয়েছে ম্যাচ থেকে। বাংলাদেশকে এই বড় জয় পেতে আরও সাহায্য করেছে স্লগ ওভারে তাদের অসম্ভব দাপট। বস্তুত, ৪৪ ওভারে ২৬০ তোলা বাংলাদেশ শেষ ৬ ওভারে পায় ৭০ রান। এটাই দেখা গিয়েছে চূড়ান্ত তফাৎ গড়ে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকানদের সঙ্গে। কারণ, প্রোটিয়ারাও সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিল রান তাড়া করতে। কিন্তু ওই ফারাকটা কিছুতেই ভরতে পারেনি আফ্রিকান সিংহরা। এক্ষেত্রেরা বাঘেরা কামাল করেছে ষোলোআনা ভালো খেলার মাধ্যমে।

দক্ষিণ আফ্রিকা শুধু বাংলাদেশ বলে নয়, প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছেও নীরব আত্মসমর্পণ করেছে। এখন যা অবস্থা চোকার্স বদনাম ঘোঁচানোর মঞ্চ অন্তত ইংল্যান্ডের মাটি থেকে সাকার হওয়া খুব চাপের। অন্যদিকে ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নের মতো অভিষেক ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারালেও দ্বিতীয় ম্যাচেই আবার পাকিস্তানের কাছে মুখ থুবড়ে পড়েছে। এই পাকিস্তানই তাদের প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে যেভাবে হেরেছে তাতে পাকেদের প্রায় বাতিলের পর্যায় ফেলে দিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। অথচ সেই পাকিস্তানই কিনা খাদের কিনারা থেকে ফিরে এসে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম দাবিদার ইংল্যান্ডকে হারিয়েছে। এক্ষেত্রেও ৩৪৯ রান করে পাকিস্তান যে বিশাল পাহাড় তৈরি করেছিল, তার ডিভিডেন্ট কুড়িয়েছে এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী দেশ। পরে অবশ্য টুর্নামেন্ট এগনোর সঙ্গে সঙ্গে পাক যতটাই মুছে যেতে থেকেছে ততটাই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ইংল্যান্ড। পাক ম্যাচের হারের পর থেকে ইংল্যান্ড কার্যত অপরাজেয়। একইভাবে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াও তাদের পজিশন দারুণ জায়গায় উন্নীত করেছে। বিশ্বকাপে নবাগত আফগানিস্তান আপাতত কোনও ইন্দ্রপতন ঘটাতে পারে কিনা সেদিকে নজর রয়েছে পুরো ক্রিকেট দুনিয়ার। যদিও মনে হচ্ছে না আফগানিস্তান এবার কাউকে হারাতে পারবে বলে। উল্লেখ্য, এশিয়ার ৩টি দেশ ৪ বার বিশ্বকাপ দখল করেছে। এর মধ্যে ভারত ২ বার। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান একবার করে। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া ৫ বার আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২ বার কাপ ঘরে তুলেছে। ক্রিকেটের উদ্ভাবক দেশ ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড আর দক্ষিণ আফ্রিকা একবারও জিততে পারেনি বিশ্বের এই সেরা টুর্নামেন্ট।

আফগানিস্তান সেদিক থেকে অনেকটাই দুর্বল। যদিও এবার যেভাবে বিশ্বকাপ গড়াতে শুরু করেছে তাতে বড় ধরনের অঘটন ঘটলেও চমকে যাওয়ার কিছু থাকবে না। সেক্ষেত্রে নতুন কোনও চ্যাম্পিয়ন দেখা যেতেই পারে। যদিও বিশেষজ্ঞরা এখনও বাজি ধরছেন ভারত ও ইংল্যান্ডের পক্ষে। স্টিভ স্মিথ ও ডেভিড ওয়ার্নাররা প্রত্যাবর্তন ঘটানোর পরে অবশ্য ৫ বারের বিশ্বজয়ী অস্ট্রেলিয়াকেও নজরে রাখতে হচ্ছে। প্রায় খাদের ধারে চলে যাওয়া অস্ট্রেলিয়া গত ভারত সফর থেকে যে রসদ সংগ্রহ করেছে তা অজিদের আরও একবার বিশ্বজয়ী হওয়ার ইচ্ছায় ভালো মতো ইন্ধন জোগাচ্ছে। হবে নাই বা কেন? এই অস্ট্রেলিয়া তো আর আগের অস্ট্রেলিয়া তো এক নয়। অধিনায়ক ও সহ অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ ও ডেভিড ওয়ার্নার বাণপ্রস্থে চলে যাওয়ায় ল্যাজেগোবরে হয়ে উঠেছিল অজিরা। বেশ কয়েকটা সিরিজ তাই ধাক্কা খাওয়ার মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়েছে ব্যাগি গ্রিন জার্সিধারীদের। সেই দলটাই এখন কেমন যেন পালটে যাওয়ার অভিমুখ দেখাচ্ছে। গত ভারত সফরে জয়ের মধ্যে দিয়েই তা আরও উদ্ভাসিত হয়েছে। আর অজিরা ভারত ছাড়া বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত সব ম্যাচ জিতেছে। এই বিশ্বকাপের সেরা লড়াই হিসেবে আপাতত ধরা হচ্ছে ভারত–ইংল্যান্ড, ভারত–নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড–নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড–অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড–অস্ট্রেলিয়ার সম্মুখ সমরকে। এই ম্যাচগুলি ইঙ্গিত দেবে আগামী বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কে হতে পারে সেইদিকে।

ভারতীয় দলের পক্ষে অবশ্য এই বিশ্বকাপে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে একের পর এক চোট আঘাত। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে দুরন্ত সেঞ্চুরি করার পরেও শিখর ধাওয়ানকে ছিটকে যেতে হয়েছে চোটের জন্য। দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আইপিএলে ভালো ফর্মে থাকা উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্থ। অন্যদিকে অলরাউন্ডার বিজয় শঙ্কর আবার চোট আঘাত জর্জরিত হয়ে অনিশ্চিত হয়ে পড়ছেন। সে জায়গায় দেখা যেতেই পারে ঋষভকে। যদিও দীনেশ কার্তিকের নামটাও হাওয়ায় ভাসছে। তবে ঋষভের টিআরপি যে অনেক ওপরে সেটা ভালোই বুঝছে ম্যানেজমেন্ট।

বিয়োগ নয়, জীবনের মেয়াদ বাড়াতে যোগাকেই হাতিয়ার করা হোক

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেখতে দেখতে পঞ্চম বর্ষে পড়ল আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এই উপলক্ষে আর্ট অফ লিভিং নেহেরু যুব কেন্দ্র এবং ভারতীয় জাদুঘর একসাথে এক যোগা কর্মসূচির আয়োজন করেছিল ভারতীয় জাদুঘরের প্রাঙ্গণে। আন্তর্জাতিক ভাবে এই দিনটিকে পালন করবার জন্য ভারতের অবদান নিঃসন্দেহে অনস্বীকার্য। বিশ্বের কোনায় কোনায় আজ এই দিবসটি আয়োজন করা চলছে। অনুষ্ঠান শুরু করেন এর ডিরেক্টর নবীন কুমার নায়েক। নেহেরু যুব কেন্দ্র উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জাদুঘরের ডিরেক্টর রাজেশ পুরোহিত, আর্ট অফ লিভিং এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অলক ফেরিওয়ালা, প্রাক্তন বাংলার ক্রিকেটার অভীক কুমার মিত্র, ভারতীয় মহিলা ফুটবল টিমের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার প্রমুখ। স্বামী শ্রদ্ধানন্দজির তত্ত্বাবধানে যোগে অংশগ্রহণ করেন প্রায় 100 ছাত্র–ছাত্রী যুব এবং অন্যান্য রাও আর্ট অফ লিভিং এর পক্ষ থেকে সকলকে টি–শার্ট বিলি করা হয়। এবং বিভিন্ন রঙের টি–শার্টে প্রাঙ্গন হয়ে উঠেছিল রঙিন। আর্ট অফ লিভিং এর স্টেট টিচার কো–অর্ডিনেটর জবাব মিত্র বলেন, যোগা মানুষের শুধু শারীরিক ভাবে ভালো রাখে না, মনও ভালো রাখে। মন ভালো থাকলেই শরীর ভালো থাকে। তাই যোগা একদিন নয়, প্রত্যেক দিন আমাদের করা উচিত এবং যুবদের এগিয়ে আসতে হবে। যোগা নিয়ে আরও এগিয়ে আসতে হবে যোগগুরু স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জি বলেন, যোগা আমাদের শারীরিক গঠন এর থেকে ঘটনা তদন্ত করে। এছাড়াও করে চারিত্রিক গঠন যোগা এক প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি যা আমাদের সমাজকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। তাই যোগার মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য হয়ে উঠুক মানুষের চারিত্রিক গঠন, শারীরিক গঠন। মন ভালো রাখবার জন্য মানুষকে হাসানো যায়।

যোগগুরু স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীকে স্মারক প্রদান।

মানুষকে হাততালির মাধ্যমে অনেক রোগ সারানো যায় এই যোগার মাধ্যমে। ভারতীয় জাদুঘরের ডিরেকটর ডক্টর রাজেশ পুরোহিত বলেন, এই প্রাচীন মাধ্যম দিয়ে আমাদেরকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে দেশকে। তাই সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এই প্রাচীন মাধ্যমকে আরো তুলে ধরবার জন্য। রোজ আমাদের যোগা একটা নিয়মের মধ্যে অভ্যেস করতে হবে। নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার আধিকারিক চ্যাটার্জি বলেন, আজকে আমরা এই জায়গায় এবং এদের সাথে থাকতে পেরে সত্যিই গর্বিত। এবং শুধু গর্বিত নয়, আমরা আজ যুব সমাজের কাছে পৌঁছে দিতে পারছি যোগাড় এই গুণমান। তাই আমরা আরো আনন্দিত। আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব আমাদের কর্মকান্ড। প্রত্যেকদিনই করব এরকম কোনও কর্মকান্ড যাতে আমাদের যোগাযোগ যুব সমাজের কাছে এক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এবং রোগমুক্ত ভবিষ্যতের সূচনা হয়। আমাদের পৃথিবী, আমাদের ভারত বর্ষ আমাদের আমাদের ঘরে ঘরে যেন রোগ না থাকে এটাই আমাদের লক্ষ্য হবে। আলিপুর বার্তা এবং ভিশন টোয়েন্টি–ফোর এর সহযোগী হওয়ায় তারা গৌরবান্বিত যে মানুষের কাছে যুক্তি তুলে ধরতে পেরেছি আমাদের মাধ্যমে আপনাদের মাধ্যমে। সকলের সঙ্গে আলিপুর বার্তা ধন্যবাদ জানায় তাদের এই সুযোগ দেওয়ার জন্য ভারতীয় মহিলা ফুটবল টিমের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং ভারতীয় মহিলা ফুটবল টিমের প্রাক্তন কোচ কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার বলেন, এখন আমরা খেলোয়াড়দের মধ্যে এই যোগা দিয়ে মনোবল বাড়াচ্ছি। যোগা এখন এক নিয়মিত পদ্ধতি হয়ে উঠেছে। আমাদের ফুটবলারদের এবং খেলোয়াড়দের জন্য কারণ যোগা মন ভালো রাখে মানসিক শান্তি দেয়। তাই যোগাও এখন আমাদের খেলার অঙ্গ হয়ে উঠেছে। শুধু খেলার জন্য নয়। সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে যেতে হবে যোগা। এতে মন ভালো থাকবে শরীর ভালো থাকবে। **ছবি : কৌনিশ ভট্টাচার্য**

কুন্তলা ঘোষদস্তিদারকে (বাঁদিক) বরণ করে নিচ্ছেন জবা মিত্র।

ক্যানিংয়ে পালিত হল আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্বামী রামদেব মহারাজের সংকল্পে ও মাগদর্শনে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় রাষ্ট্র সংঘ ২০১৫ সালের ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগদিবস ঘোষণা করেন।সর্ব প্রথম ঘোষণায় বিশ্বের ১৯২ টি স্বাধীন দেশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে অংশ গ্রহণ করে যোগদান করেন। যার মধ্যে ৪৭ টি মুসলিম দেশ ছিল।২০১৯ এ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে সমগ্র

বিশ্ব ২০৫ টি দেশ অংশগ্রহণ করে।

যোগ হল ভারতের ঐতিহ্য ও সৃষ্টি ধারক,এই যোগই পারে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটাতে,দেশে দেশে হিংসার অবসান ঘটিয়ে মানবিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সারা বিশ্বে শান্তি সৌভাতৃত্বতা স্থাপন করে এক নতুন যোগময় বিশ্ব প্রতিষ্ঠা গড়ে তোলা। এ ছাড়াও সমগ্র বিশ্ব অবগত রয়েছে এক মাত্র ভারতবর্ষ যোগীদের দেশ। সেই আন্তর্জাতিক যোগদিবস উযাপিত হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন এলাকায়। শুক্রবার সকালে বাসন্তী ব্লক বিজেপি'র উদ্যোগে পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হল শিবদাসী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পাশাপাশি পতঞ্জলি যোগ সমিতি,মহিলা পতঞ্জলি যোগ সমিতি,ভারত স্বাভিমান,যুবাভারত,কিষাণ সেবা সমিতির উদ্যোগে ক্যানিংয়ের বন্ধুমহল এ পালিত হল পঞ্চম বর্ষের আন্তর্জাতিক যোগ দিবস।

এদিন যোগ দিবসে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তী ব্লক বিজেপি'র সুমন সরদার,অভিজিত বর্মন,প্রতিশ্রুতি দেবনাথ,দেবাশীষ মহারাজ সহ বিশিষ্টরা। বিশিষ্ট বিজেপি নেতা সুমন সরদার বলেন, এমন অমুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ভারতবাসী হিসাবে গর্বিত। সারা বিশ্বের কাছে আমাদের যে গৌরব শিক্ষা,চেতনা,সুস্থ থাকার কলা কৌশল বিস্তার করে ভারতীয় হিসাবে সম্মান ও গৌরব লাভ করুক। এদিনের যোগ শিবিরে বিভিন্ন ধরনের যোগাসনে অংশ গ্রহণ করেন সর্বস্তরের প্রায় শতাধিক মহিলা পুরুষ।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com